পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 324 Wednesday, 29 October, 2025 ✻ ৩০ বর্ষ, ৩২৪ সংখ্যা ✻ ১১ কার্তিক ১৪৩২, বুধবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৫ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

একজন বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে দিল্লিতে ধরনা দেব অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অক্টোবরঃ বাংলায় এসআইআর হলেও ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে বাংলায় তৃণমূলের আসন সংখ্যা একটা হলেও বাড়বে। আর বিজেপির আসন সংখ্যা ৫০ নীচে নামবে। মঙ্গলবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক থেকে এই দাবি করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে এক বন্ধনীতে রেখে অভিষেক বলেন, ''যারা বলছে বাংলায় এসআইআর হলে নাকি তৃণমূলের ভোট ব্যাঙ্ক ধসে যাবে, তাদের চ্যালেঞ্জ করে একথা বলছি। পরিষ্কার করে এটাও বলছি, এসআইআর এর নামে বাংলা থেকে একটা বৈধ ভোটারের নামও যদি বাদ যায় তাহলে দিল্লিতে কমিশনের অফিসে লাখো মানুষের বিক্ষোভ হবে। ২০২৩ সালের অক্টোবরে ট্রেলার দেখিয়েছিলাম, এবার পুরো সিনেমাটা দেখাব।'' বিহারের কায়দায় মঙ্গলবার থেকে বাংলা-সহ ১২ রাজ্যে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের কাজ শুরু করেছে কমিশন। এদিন বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক থেকে কমিশনের এই এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়েই বড় প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কটাক্ষের সুরে অভিষেক বলেন, ''আগে মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ঠিক করত কারা সরকার গড়বে আর এখন সরকার চাইছে তারা ঠিক করবে কে ভোট দেবে! তাই স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরি নয়, এসআইআরের নাম করে ওরা প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দিতে চাইছে।'' অভিষেক বলেন, ''এই ভোটার লিস্ট ত্রুটি মুক্ত হলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম কর্তব্য অবিলম্বে পুরো সরকারের মন্ত্রিসভা এবং

সাংসদের ইস্তফা দেওয়ার ব্যবস্থা করা। কারণ, এই ভোটার লিস্টের ভিত্তিতেই তো ওরা ক্ষমতায় এসেছে। তারপরে এসআইআর করুন না! কেউ তো বারণ করছেন না।'' পুরনো পরিসংখ্যান তুলে ধরে অভিষেক বলেন, ''২০০২ সালে এসআইআর করতে ২ বছর সময় লেগেছিল, আর এখন ২ মাসে একসঙ্গে ১২টা রাজ্যে এসআইআর করতে চাইছে! ২ বছরের কাজ কীভাবে ২ মাসে হবে? কী জাদু কাঠি আছে?'' প্রশ্ন তুলেছেন, ২১ এর বিধানসভা ভোটের পর গত লোকসভা ভোটের মাঝে থাকা ২ বছর সময়ে কেন এসআইআর করা হল না? খানিক থেমে দেশের মানচিত্র বের করে জবাবও দিয়েছেন অভিষেক নিজেই। তাঁর কথায়, ''২৬ সালের এপ্রিলে যে ৫টি রাজ্যে ভোট আছে তার মধ্যে বাংলার পাশাপাশি অসমেরও নাম রয়েছে। কিন্তু অসমে যেহেতু বিজেপির সরকার, তাই খুব কৌশলে ওরা অসমের নাম এসআইআর থেকে বাদ রেখেছে।'' বিজেপির তরফে বিভিন্ন সময় অভিযোগ করা হয়, বাংলায় নাকি ১ কোটি রোহিঙ্গা রয়েছে। এদিন এই অভিযোগেরও জবাব দিয়েছেন অভিষেক। তিনি বলেন, ''দেশের মানচিত্রর দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, বাংলার সীমান্তে মেঘালয়, অসম, ত্রিপুরা, মিজোরাম রয়েছে, অথচ সেখানে এনআরসি হচ্ছে না। আবার মায়ানমার মানে যেখানে রোহিঙ্গারা থাকে, তার সীমান্তে রয়েছে মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, অরুনাচল প্রদেশ। অথচ সেখানে এনআরসি হচ্ছে না। বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গারা যে রাজ্য দিয়ে প্রবেশ করতে পারে, তাহলে সেই রুট পথে এনআরসি নয় কেন? তাহলে কমিশনের লক্ষ্য কী? আসলে এদের উদ্দেশ্য একটাই বাংলাকে অপমান করা, এবং যেহেতু গত লোকসভা ভোটে বাংলায় ওদের ল্যাজেগোবরে অবস্থা হয়েছে তাই আক্রোশ মেটাতে এসআইআরের নাম করে ঘুরপথে বাংলায় এনআরসি করার চেষ্টা করছে।'' হুঁশিয়ারির সুরে এও বলেছেন, ''আমরাই প্রথম দাবি করেছিলাম, স্বচ্ছ ভোটার তালিকার। কিন্তু এসআইআরের নাম করে একটা বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে এক লক্ষ পুলিশ দিল্লিতে গিয়ে কমিশনের অফিস ঘেরাও করবে, অমিত শাহের পুলিশ ক্ষমতা থাকলে আটকে দেখাক।'' ১০০ দিনের প্রকল্পে অবিলম্বে রাজ্যের বকেয়া মেটানোর নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিমকোর্ট। এ প্রসঙ্গে কটাক্ষের সুরে অভিষেক বলেন, ''কোর্টেও হেরেছে, ভোটেও হেরেছে, তারপরও যেন তেন প্রকারেণ বাংলাকে ভাতে মারতে চাইছে। এখনও এদের সেই অপচেষ্টা চলছে, তই এদের আমরা বাংলাবিরোধী বলি!''

এনআরসি আতঙ্কে পানিহাটিতে আত্মহত্যা! কেন্দ্রকে কড়া বার্তা মমতার

'নিষ্ঠুর খেলা বন্ধ করুন'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অক্টোবরঃ মঙ্গলবার থেকে রাজ্যে এসআইআরের প্রক্রিয়া শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন। আর এদিনই এনআরসির আতঙ্কে উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটির মহাজ্যোতি নগরে এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন বলে পরিবারের দাবি। পুলিশ সূত্রের খবর, মৃত ব্যক্তির নাম প্রণদীপ কর (৫৭)। মৃতদেহর পাশ থেকে পুলিশ একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে, যাতে লেখা- 'আমার মৃত্যু এনআরসির জন্য।' এ ব্যাপারে সোশ্যাল মাধ্যমে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি লিখেছেন, 'এমন মৃত্যু ভারতের সংবিধান ও গণতন্ত্রের প্রতি গভীর আঘাত। বছরের পর বছর ধরে বিজেপি সাধারণ মানুষকে এনআরসির ভয় দেখিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে, মিথ্যা প্রচার করেছে এবং নিরাপত্তাহীনতা হাতিয়ার করে ভোট আদায় করেছে। এই মৃত্যু সরাসরি সেই বিভাজনমূলক রাজনীতির ফল।' সোশ্যাল পোস্টে নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহকে নিশানা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ''যারা দিল্লিতে বসে জাতীয়তাবাদের পাঠ দিচ্ছে, তারা সাধারণ ভারতীয়দের এমন হতাশায় ফেলে দিয়েছে যে মানুষ নিজের দেশে 'বহিরাগত' হিসেবে গণ্য হওয়ার ভয়ে মৃত্যুর পথ বেছে নিচ্ছে। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করছি, এই নিষ্ঠুর খেলা এখনই বন্ধ করুন।'' একই সঙ্গে কেন্দ্রকে হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, ''বাংলা কখনো এনআরসি মেনে নেবে না। কেউ আমাদের মানুষের মর্যাদা বা অধিকার কেড়ে নিতে পারবে না। আমাদের মাটি, মা, মানুষ - এগুলোই আমাদের। যারা ঘৃণার রাজনীতি করে, তাদের কাছে এই বার্তা স্পষ্টঃ বাংলা প্রতিরোধ করবে, বাংলা রক্ষা করবে, বাংলা জয়ী হবে।'' প্রসঙ্গত, বিহারে এসআইআরের ফলে বহু মানুষের নাম বাদ গেছে। মঙ্গলবার থেকে এরাজ্যেও শুরু হয়েছে এই প্রক্রিয়া। যা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর চলছেই। এরই মধ্যে পানিহাটির আত্মহত্যার ঘটনা এবং মুখ্যমন্ত্রীর কড়া প্রতিক্রিয়া ঘিরে নতুন করে শোরগোল তৈরি হয়েছে।

বাংলায় ফের রাষ্ট্রপতি শাসনের জল্পনা বাড়ালেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৮ অক্টোবরঃ আজ থেকে বাংলায় শুরু হল এসআইআর। তার মধ্যেই বাংলায় ফের রাষ্ট্রপতি শাসনের জল্পনা বাড়ালেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নির্বাচন কমিশন আগেই স্পষ্ট করেছে ভোটার তালিকা তৈরি হলে তবেই ভোট হবে। সেকথা সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে নিজেও স্পষ্ট করেছেন সিইসি জ্ঞানেশ কুমার। মঙ্গলবার শুভেন্দু অধিকারী বললেন, ''৫ মের মধ্যে সরকার তৈরি না হলে জারি হবে রাষ্ট্রপতি শাসন। নির্বাচন কমিশনের সেই ক্ষমতা রয়েছে।'' পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমার থেকে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু। শুভেন্দু বলেন, ''কমিশনের কাজ সঠিক সময়ে ভোটার তালিকা তৈরি করা। আর এই কাজে কোনওরকমের কোনও বাধা এলে, কমিশন সঠিক পদক্ষেপ করবে। বিএলও, বিএলও ২-দের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্বও কমিশনের। কিন্তু এক্ষেত্রে রাজ্যের তৎপরতা বিরোধী দলের থেকে অনেক বেশি। ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সূচি তৈরি হয়ে যাওয়া উচিত, তারপরই ভোট হবে। তা না হলে বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হবে।'' প্রসঙ্গত, এর আগেও একাধিকবার বাংলায় রাষ্ট্রপতি জারি করার পক্ষে সওয়াল করেছেন শুভেন্দু। যখন এসআইআর সম্ভাবনা নিয়ে বাংলায় সরগরম পরিস্থিতি, তখন শুভেন্দু দাবি করেছিলেন, এসআইআর করতে না দিলে বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হবে। বিরোধী দলনেতা আগেও মন্তব্য করেছিলেন, ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে যদি নির্বাচনী নির্ঘণ্ট না বের হয়, তাহলে আপনা আপনি রাষ্ট্রপতি শাসন অর্থাৎ রাজ্যপালের হাতে রাজ্য চলে যাবে। বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারির আভাস দিয়েছিলেন রাজ্যপালও। যদিও সেটা অন্য প্রেক্ষিতে। দুর্গাপুরে গণধর্ষণকাণ্ডে নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করার পর তিনি আভাস দিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলায় যখন ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে, তার মাধ্যেই বিরোধী দলনেতার মুখে আরও একবার সেই ইঙ্গিত যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি নিয়ে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। তৃণমূল মুখপাত্র তন্ময় ঘোষ বলেন, ''আসলে উনি তো প্রথম দিন থেকে একই কথা বলে আসছেন। যে কোনও মূল্যে বাংলায় ক্ষমতা দখল করতে হবে। আর সেক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে লড়ার ক্ষমতা নেই। তাই বিপথে, চক্রান্ত করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে।''

১০০ দিনের বকেয়া মামলার নিষ্পত্তি চেয়ে হাইকোর্টে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অক্টোবরঃ একশো দিনের কাজের মামলায় সুপ্রিম কোর্টে বড় জয় পেয়েছে রাজ্য। তার মধ্যেই এই মামলাতেই আরও একবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ রাজ্য। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও আরও বেশ কিছু অভিযোগ নিয়ে ১০০ দিনের কাজ সংক্রান্ত মামলা বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। সেই মামলাগুলি দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে রাজ্য। ৭ নভেম্বর মামলার শুনানির। কলকাতা হাইকোর্ট আগেই নির্দেশ দিয়েছিল। এবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আর কার্যত কোনও জট রইল না। প্রায় চার বছর পর রাজ্যে শুরু হবে একশো দিনের কাজ। সেই সঙ্গে সব বকেয়া টাকাও মিটিয়ে দিতে হবে কেন্দ্রকে। একশো দিনের কাজে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তুলে বারবার সরব হয়েছে রাজ্যের শাসকদল। দিল্লিতে ধরনা অবস্থানে বসেছিলেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সংসদেও ঝড় তুলেছিলেন। বাংলায় এই এসআইআর আবহে অন্ততপক্ষে ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। তার আগেই এই মামলার রায় রাজ্যের ক্ষেত্রে বড় জয় বলেই মনে করছে অভিজ্ঞ মহল। তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পোস্ট করে বিজেপিকে বিঁধে 'বহিরাগত জমিদারের পরাজয়' বলে উল্লেখ করেছেন। পাল্টা আবার বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার দাবি করেছেন, আদালত দুর্নীতির অভিযোগে মান্যতা দিয়েছে। তা নিয়ে আকচা আকচি চলছেই। সুকান্তর কথায়, ''হাইকোর্টের রায় নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস লাফাচ্ছে, পরিস্কার সেখানে আদালত উল্লেখ করেছে, কেন্দ্রীয় টিম নির্দিষ্ট কিছু অনিয়মের কথা রিপোর্টে তুলে ধরেছে। অর্থাৎ আদালতও মেনে নিয়েছে দুর্নীতি হয়েছে।'' এদিকে, বিজেপি বিঁধে অভিষেক লিখেছেন, ''বহিরাগত বাংলা বিরোধী জমিদারদের জন্য বড় পরাজয়।'' এই রায়কে ঐতিহাসিক বলে অ্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। সুপ্রিম কোর্টে বড় জয়ের পরই এবার বাকি মামলাগুলোর নিষ্পত্তি চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ রাজ্য।

কল্যাণময়ের আইনজীবীরা তেড়ে গেলেন সিবিআই-এর আইনজীবীর দিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অক্টোবরঃ এসএসসি গ্রুপ সি মামলার সাক্ষ্যগ্রহণে বিশেষ সিবিআই আদালতে তুলকালাম কাণ্ড। বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীনই তপ্ত হয়ে ওঠে আদালত কক্ষ। ভরা এজলাসেই অভিযুক্তের আইনজীবী ও সিবিআই আইনজীবীদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা। অভিযুক্তের আইনজীবীরা সিবিআই-এর আইনজীবীর দিকে তেড়ে যায় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে সিবিআই-এর আইনজীবীরা আদালত কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যান। মঙ্গলবার গ্রুপ সি মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ পর্ব ছিল। এসএসসি টেকনিক্যাল অফিসার রাজেশ লায়েকের

জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল। সে সময়েই তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। শুনানির মাঝেই সিবিআইয়ের বিশেষ সরকারি আইনজীবী ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের আইনজীবীর মধ্যে বচসা চরম পর্যায়ে পৌঁছয়। বিচারকের সামনেই চলতে থাকে বচসা। যে সময়ে এসএসসি-র নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, সেখানে টেকনিক্যাল অফিসার পদে ছিলেন রাজেশ লায়েক। সোমবারও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এদিন যখন সিবিআই-এর আইনজীবীরা জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন, তখন পাল্টা প্রশ্ন করেন কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের আইনজীবীরাও। তা নিয়েই বাগ বিতণ্ডা শুরু হয়। ব্যাপক হট্টগোল হয় আদালত কক্ষ। আদালত লক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যান সিবিআই-এর বিশেষ আইনজীবী। মাঝের কিছুক্ষণের জন্য শুনানি বন্ধ থাকে। এই ধরনের ঘটনা আদালতকক্ষে নজিরবিহীন বলেই বলছেন বর্ষীয়ান আইনজীবীদের একাংশ। পরে অবশ্য সরকারি আইনজীবীরা আবার ফিরে আসেন। শুনানি পর্ব শুরু হয়। উল্লেখ্য, ইডির মামলায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়কে ইতিমধ্যেই জামিন দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। তবে এখনও তাঁর জেলমুক্তি হয়নি। ইডির মামলায় জামিন পেলেও সিবিআই মামলায় তাঁকে আপাতত জেল হেফাজতেই থাকতে হচ্ছে!

৮ম পে কমিশনের শর্ত অনুমোদন করল মোদির মন্ত্রিসভা, জানুয়ারি থেকে কার্যকর

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবরঃ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য বড় ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থ বিষয়ক কমিটির বৈঠক বসে। ওই বৈঠকে ৮ম বেতন কমিশনের শর্তাবলি বা টার্মস অফ রেফারেন্স অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা। এই কমিশন একটি অস্থায়ী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। ৮ম বেতন কমিশনে থাকবেন একজন চেয়ারম্যান, একজন পার্ট-টাইম সদস্য এবং একজন মেম্বার-সেক্রেটারি। ১৮ মাসের মধ্যে এই কমিশন তাদের সুপারিশ জমা দেবে। প্রয়োজনে ধাপে ধাপে অন্তর্বর্তী রিপোর্টও জমা দিতে পারবে কমিশন। সন্দেহ নেই, কমিশনের সুপারিশের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও পেনশন এক লপ্তে অনেকটাই বেড়ে যেতে পারে। অতীতেও তাই হয়েছে। তার ফলে এদিনের ঘোষণা বহু লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের মধ্যে আশার সঞ্চার ঘটাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। অষ্টম বেতন কমিশনের সুপারিশ তৈরিতে ৫টি বিষয় গুরুত্ব পাবে। সুপারিশ করার সময়ে কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে বিশেষ নজর দেবে- ১. দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা এবং আর্থিক শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা। ২. উন্নয়নমূলক খরচ ও সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মসূচির জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের ব্যবস্থা করা। ৩. অবদানবিহীন পেনশন ব্যবস্থার ব্যয়ভার। ৪. রাজ্য সরকারের আর্থিক কাঠামো, কারণ সাধারণত রাজ্যগুলি কমিশনের সুপারিশ কিছু পরিবর্তন করে গ্রহণ করে। ৫. কেন্দ্রীয় পাবলিক সেক্টর তথা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র এবং বেসরকারি সংস্থার কর্মীদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে তুলনা। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের বেতন কাঠামো, পেনশন এবং অন্যান্য পরিষেবার শর্তাবলী নির্ধারণে সময় সময় বেতন কমিশন গঠন করে কেন্দ্র। সাধারণত প্রতি ১০ বছর অন্তর নতুন বেতন কমিশন গঠিত হয়। এই ধারা অনুসারে, ৮ম বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ ১ জানুয়ারি ২০২৬। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে কেন্দ্র সরকার ৮ম বেতন কমিশন গঠনের ঘোষণা করেছিল। কমিশনের কাজ হবে কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা পুনর্বিবেচনা করে সুপারিশ জমা দেওয়া। বিশেষজ্ঞদের মতে, ৮ম বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের হাতে বেতনের পরিমাণ বাড়বে। এর প্রভাব রাজ্য সরকারগুলিতেও পড়তে পারে।

৮ কোটি টাকা নয়ছয়ের অভিযোগে আটকে প্রায় ৫৭ হাজার কোটি টাকা! খতিয়ান তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অক্টোবরঃ ১০০ দিনের কাজের মামলায় জয় ছিনিয়ে নিয়েছে তৃণমূল। রাজ্যের শাসকশিবিরকে সুপ্রিম কোর্ট দিয়েছে বড় স্বস্তি। কেন্দ্রের আর্জি খারিজ করে ১০০ দিনের কাজ নিয়ে দেওয়া কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকেই মান্যতা দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। একাংশ বলছেন, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই নির্দেশ তৃণমূলের হাতে বড় রাজনৈতিক হাতিয়ার তুলে দিল। যা তাঁদের ডিভিডেন্ড দিতে পারে ভোটের ময়দানেও। সোমবার সেই জয়ের আবহেই সাংবাদিক সম্মেলনে বসেছিলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। সেই বৈঠক থেকে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের বকেয়ার খতিয়ান তুলে ধরেছেন তিনি। শাসক শিবিরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, তিন বছরেই কেন্দ্রের কাছে হাজার হাজার কোটি টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে রাজ্যের। তারা জানিয়েছে, ২০২২ থেকে ২৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের প্রাপ্য ৫০ হাজার ৩৪৪ কোটি টাকা। এছাড়াও, ২০২২ সালের আগে পর্যন্ত বকেয়া রয়েছে ৬ হাজার ৯১৯ কোটি টাকা। জয়ের আবহেও ১০০ দিনের কাজ নিয়ে করা আন্দোলনকে জিইয়ে রেখেছে তৃণমূল। সোমবার রাতেই দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে লিখেছেন, 'কেন্দ্র যদি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে বকেয়া মঞ্জুর না করে তা হলে বাংলা আবার দিল্লির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে।' অর্থাৎ দিল্লির বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া প্রতিবাদকে এখানেই ক্ষান্ত করতে চান না তিনি। একই সুর পঞ্চায়েতমন্ত্রীরও। সাংবাদিক সম্মেলন থেকেই তিনি স্মরণ

করেছেন, কীভাবে দিনের পর দিন আন্দোলন চলেছে। মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ব্যাকফুটে পড়তে হয়েছে তাঁদের, মার খেতে হয়েছে সাধারণ ১০০ দিনের 'বঞ্চিত' কর্মীদের। এদিন প্রদীপ মজুমদার আরও বলেন, ''এই সময়কালে রাজ্যের ১৯টি জেলাতে কেন্দ্রের প্রতিনিধি দল ঘুরে গিয়েছিল। তারা জানিয়েছিল, ৫ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা প্রথাগত ভাবে (বেনিয়ম ও অপব্যবহার) খরচ হয়নি। এই গোটা টাকাটা উদ্ধার করতে হবে। পরে আমরা হিসাব করে জানতে পারি, আরও ২ কোটি টাকা প্রথাগত ভাবে খরচ হয়নি। তা হলে সব মিলিয়ে ৮ কোটি টাকার কাছাকাছি দাঁড়াচ্ছে।'' ১০০ দিনের টাকা নিয়ে নয়ছয়ের অভিযোগে বারংবার ব্যাকফুটে পড়তে হয়েছে রাজ্যকে। অবশ্য পঞ্চায়েতমন্ত্রীর কথায়, বিজেপি শাসিত রাজ্যে এই নয়ছয় আরও বেশি। মঙ্গলবার বিজেপির দিকে তোপ দেগে তিনি বলেন, ''গুজরাটের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর ছেলে জেলে গিয়েছেন। ক'টা কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল সেখানে গিয়েছে? ওখানে ৭১ কোটি টাকার দুর্নীতি। একই ভাবে, কেন্দ্রীয় সরকারের এমআইএস পোর্টালের তথ্য অনুযায়ী উত্তর প্রদেশে প্রায় ৪৯ কোটি টাকার অপব্যবহার হয়েছে। এই টাকা কীসের? ১০০ দিনের কাজের। উত্তর প্রদেশ একা নয়, আরও কয়েকটা রাজ্য রয়েছে। বিহারে ১৭ কোটি ৭৬ লক্ষ কোটি টাকা, মহারাষ্ট্র ১৫ কোটি ২ লক্ষ কোটি টাকা অপব্যবহার হয়েছে। আর এই সবটাই ঘটেছে গত চার বছরে।''

শুরু হচ্ছে ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

আলোর মেলায় সেলুলয়েডে আবেগ, শ্রদ্ধা ও ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অক্টোবরঃ আবারও আলো ঝলমলে কলকাতা। নভেম্বরের হাওয়ায় ভেসে আসছে সিনেমার গন্ধ। টলিপাড়ার আকাশে ফিরে আসছে সেই সিনে ম্যাজিক-৩১তম আন্তর্জাতিক কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব। আগামী ৬ নভেম্বর থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এই সিনেমার মহোৎসব। শহর যেন এক সপ্তাহের জন্য পরিণত হবে সেলুলয়েডের রাজধানীতে, যেখানে গল্প মিলবে গানে, আলো মিশবে আবেগে। সাংবাদিক সম্মেলনের মঞ্চে এ দিন হাজির ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। পাশে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল সেন, হরনাথ চক্রবর্তী, শান্তনু বসু, কোয়েল মল্লিক, জুন মালিয়া-সবাই যেন একসঙ্গে সিনেমার ভাষায় উচ্চারণ করলেন একটাই কথা, 'এ উৎসব আমাদের গর্ব'। অরূপ জানালেন, এবারের উৎসবের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর প্রতি বছরের মতো এই বারও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করবেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর নৃত্যের ছন্দে শুরু হবে সিনেমার রঙিন সপ্তাহ। উৎসবের উদ্বোধনী ছবি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে বাংলা সিনেমার এক চিরন্তন মাইলফলক-অজয় কর পরিচালিত, উত্তম কুমার ও সুচিত্রা সেন অভিনীত 'সপ্তপদী' (১৯৬১)। সেই কালজয়ী প্রেমের গল্প দিয়ে শুরু হবে চলতি বছরের চলচ্চিত্র উৎসবের পর্দা। মনে হবে, সময় যেন এক নিমেষে ফিরে গেছে অতীতের সাদা-কালো দিনগুলিতে, যেখানে প্রেম মানে ছিল শুদ্ধতা, ত্যাগ আর সংবেদন। এই বছরের কেআইএফএফ-এ দেখানো হবে মোট ২১৫টি চলচ্চিত্র, যার মধ্যে রয়েছে ১৮৫টি পূর্ণদৈর্ঘ্যের এবং ৩০টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি। অংশগ্রহণ করছে ৩৯টি দেশ, ১৮টি ভারতীয় ভাষা ও ৩০টি বিদেশি ভাষায় নির্মিত ছবি নিয়ে। ২১টি প্রেক্ষাগৃহে চলবে এই চলচ্চিত্র-উৎসবের আসর। ফোকাস কান্ট্রি হিসেবে এ বছর নির্বাচিত হয়েছে পোল্যান্ড-দেখানো হবে ১৯টি অসাধারণ পোলিশ ছবি। আর 'আনহার্ড ইন্ডিয়া' বিভাগে

থাকছে ৮টি বিরল ভারতীয় ভাষার চলচ্চিত্র। সিনেমার ভাষায় এই বৈচিত্রই তো আসলে ভারতের শক্তি, যা এই উৎসবকে আরও মানবিক করে তোলে। এ বছর উৎসবে থাকবে দুই শ্রদ্ধার্ঘ অধ্যায়-সেন্টেনারি ট্রিবিউট এবং স্পেশ্যাল ট্রিবিউট। সেন্টেনারি ট্রিবিউট-এ স্মরণ করা হবে ঋত্বিক ঘটক, রিচার্ড বার্টন, স্যাম পেকিনপাহ, সন্তোষ দত্ত, সলিল চৌধুরী ও রাজ খোসলাকে। ঘটকের 'অযান্ত্রিক', 'মকলগান্ধার', 'তিতাস একটি নদীর নাম' ও 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিগুলির বিশেষ প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাঁর সেলুলয়েডের দর্শন ফিরে আসবে বড়পর্দায়। অন্যদিকে, স্পেশ্যাল ট্রিবিউট-এ থাকছেন রবার্ট রেডফোর্ড, ক্লডিয়া কারদিনালে, ডেভিড লিঞ্চ, শ্যাম বেনেগাল, অরুণ রায়, রাজা মিত্র ও শশী আনন্দ-সিনেমার জগতে যাঁদের অবদান আন্তর্জাতিক পরিসরে এক অমর ছাপ রেখে গেছে। এছাড়াও, ৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে 'সত্যজিৎ মেমোরিয়াল লেকচার', যেখানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বলিউডের কিংবদন্তি পরিচালক রমেশ সিপ্পি। তাঁর উপস্থিতিতে উদযাপিত হবে শোলে-এর ৫০ বছর-যে ছবি ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। প্রতিবারের মতো এবারও রয়েছে বাংলা প্যানোরামা বিভাগ, যেখানে দেখা যাবে বছরের সেরা বাংলা ছবিগুলির সংকলন। থাকবে প্রতিযোগিতা বিভাগ, স্বল্পদৈর্ঘ্য ও তথ্যচিত্রের প্রদর্শনীও। আরও এক বিশেষ তথ্য-এফআইএপিএফ (ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ফিল্ম প্রোডিউসারস্ অ্যাসোসিয়েশন, বেলজিয়াম) দ্বারা স্বীকৃত এই উৎসব আজ বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ চলচ্চিত্রমেলার মধ্যে গণ্য। এবারে অংশগ্রহণের জন্য জমা পড়েছিল প্রায় ১৮২৭টি চলচ্চিত্র, যার মধ্যে মনোনয়ন পেয়েছে ৪৩টি পূর্ণদৈর্ঘ্য, ১৯টি স্বল্পদৈর্ঘ্য ও ১০টি তথ্যচিত্র। চলচ্চিত্র উৎসব মানে শুধুমাত্র পর্দার সামনে বসে সিনেমা দেখা নয়, মানে একসঙ্গে চলা বহু ভাষা, সংস্কৃতি ও ভাবনার। কেআইএফএফ আবারও প্রমাণ করতে চলেছে-'হোয়ার সিনেমা কানেক্টস্ দ্য ওয়ার্ল্ড'। এই আলো-ছায়ার মেলবন্ধনে কলকাতা আবার এক সপ্তাহের জন্য হয়ে উঠবে আবেগের শহর, সেলুলয়েডের হৃদয়। উত্তম-সুচিত্রার সেই কালজয়ী প্রেমের ছবি দিয়ে শুরু হয়ে যাবে নতুন গল্পের উৎসব। যেমন সিনেমা আমাদের শেখায়-শেষটা যতই সুন্দর হোক, যাত্রার শুরুটাই আসলে সবচেয়ে জাদুময়। **ছবি-সৌরভ দত্ত**

ঘূর্ণিঝড় ‘মন্থা-র মোকাবিলায় সর্বোচ্চ প্রস্তুতি ও।শির, রাজ্যজুড়ে তৎপর প্রশাসন

ভুবনেশ্বর, ২৮ অক্টোবর ঃ বঙ্গোপসাগরের বুক থেকে ধেয়ে আসছে নতুন বিপদ- ‘ গত সোমবার বিকেলের থেকে দিকেই নিম্নচাপটি ক্রমে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নেয়। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এই ঘূর্ণিঝড় আরও শক্তি সঞ্চয় করে ‘ ঘূর্ণিঝড়’-এ পরিণত হতে পারে। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ওড়িশার উপকূলবর্তী ও পাহাড়ি অঞ্চলে সতর্কতা জারি করা হয়েছে, এবং বিপর্যয় মোকাবিলার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়।রাজ্যের রাজস্ব ও বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী সুরেশ পুজারী আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান, ও।শি সরকার ঘূর্ণিঝ। ‘ সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির মোকাবিলায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তিনি বলেন, দক্ষিণ ও।শির আটটি জেলায় ঝড়ের প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ইতিমধ্যেই বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ১২৮টি দলকে মোতায়েন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি জেলা প্রশাসনকে উচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়েছে। বিকেলের মধ্যেই ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলির সমস্ত মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার কাজ শেষ হবে।পুজারী আরও জানান, উপকূলবর্তী ও পাহাড়ি এলাকায় যেসব অঞ্চল বন্যা, ভূমিধস বা জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কায় রয়েছে, সেসব জায়গায় বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই পর্যাপ্ত খাদ্য, পানীয় জল, ওষুধ ও জরুরি সামগ্রীর মজুত রেখেছে। উদ্ধারকারী দলগুলির পাশাপাশি এনডিআরএফ ও ওডিআরএফ-এর সদস্যরাও মাঠে নেমেছেন। স্থানীয় থানাগুলি ও গ্রামীণ প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন কোনও মানুষ বিপদের মুখে একা না প।।ড্ভবঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোয় ইতিমধ্যেই সমুদ্রের ঢেউয়ের উচ্চতা বেড়েছে। আকাশ কালো মেঘে ঢাকা, মাঝে মাঝেই বৃষ্টিপাত ও ঝোড়ো হাওয়ার দাপট শুরু হয়েছে। বিশেষত গঞ্জাম, গজপতি, কোরাপুট, রায়গ।।, কন্ধমাল, মলকানগিরি, নবরংপুর ও গোপালপুর জেলায় প্রশাসনের নজর সবচেয়ে বেশি। এই আটটি জেলাকে ‘ ঝুঁকিপূর্ণ’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দফতর। ভুবনেশ্বর আবহাওয়া কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ‘ বর্তমানে বঙ্গোপসাগরের মধ্যাঞ্চলে অবস্থান করছে এবং ঘণ্টায় ৭০-৮০ কিলোমিটার বেগে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মঙ্গলবার সকাল নাগাদ এটি আরও শক্তি সঞ্চয় করে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিতে পারে। সেই সময় বাতাসের গতি ঘণ্টায় ৯০ থেকে ১১০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।ড্ভআবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, ওড়িশার দক্ষিণ জেলাগুলিতে মঙ্গলবার ও বুধবার প্রবল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। নিচু এলাকাগুলিতে জল জমে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। রাজ্য প্রশাসন ইতিমধ্যেই সব স্কুল ও কলেজকে মঙ্গলবার বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে না যাওয়ার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এবং যারা ইতিমধ্যেই মাছ ধরতে গেছেন তাঁদের ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।মন্ত্রী সুরেশ পুজারী বলেন, আমাদের কাছে আগের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ফণী, আম্ফান, গুলাব- একের পর এক ঘূর্ণিঝড়ের মোকাবিলা করে ও।শি আজ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দেশের অন্যতম দক্ষ রাজ্য হিসেবে পরিচিত। এবারও আমরা সেই ঐতিহ্য বজায় রাখব। কোনও প্রাণহানি যেন না ঘটে, সেটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।তিনি জানান, প্রত্যেক জেলা প্রশাসনকে বিপর্যয়ের সময় বিকল্প বিদ্যুৎ সরবরাহ, পানীয় জলের সংরক্ষণ এবং আশ্রয়কেন্দ্র গুলির প্রস্তুতি সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ব্লকে অন্তত ১০টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে, যেখানে স্থানীয় বাসিন্দারা নিরাপদে থাকতে পারবেন। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরও মেডিক্যাল টিম প্রস্তুত রেখেছে, যাতে বিপর্যয়ের সময় বা পরবর্তীতে কোনও মহামারি ছ।য়ে না পড়ে।এদিকে, ও।শির মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কও আজ উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেছেন। তিনি রাজ্যের সব জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তারা বিপর্যয়ের প্রতিটি পরিস্থিতির জন্য আগাম প্রস্তুত থাকে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক নয়, বরং সচেতনতা ছড়িয়ে দেয়।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ম্যানগ্রোভের মহিমাঃপ্রকৃতির রক্ষাকবচ হিসেবে এর গুরুত্বের কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবরঃ‘মন কি বাত’-এর ১২৭তম পর্বে সম্প্রতি দেশবাসীর উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আবারও প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সংরক্ষণের বার্তা শোনালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবারের অনুষ্ঠানে তিনি বিশেষভাবে আলোকপাত করলেন ম্যানগ্রোভ বনভূমির উপর-যা শুধুমাত্র পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানব সভ্যতার ঢাল হিসেবেও কাজ করে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যেমন পাহাড় এবং সমভূমিতে বনভূমি মাটিকে একত্রে বাঁধা রাখে, তেমনই সমুদ্র উপকূলে ম্যানগ্রোভের একই ভূমিকা রয়েছে। এই বনভূমি আমাদের উপকূলকে রক্ষা করে, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতকে অনেকাংশে কমিয়ে দেয় এবং সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রকে সজীব রাখে।প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের শুরু থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি ম্যানগ্রোভকে কেবল একটি বনভূমি হিসেবে নয়, প্রকৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে দেখতে চান। তিনি বলেন, ম্যানগ্রোভ এমন এক বিশেষ ধরণের উদ্ভিদ, যা লবণাক্ত জল ও জলাভূমিতে জন্ম নেয়। এটি কেবলমাত্র উদ্ভিদজগ নয়, সামুদ্রিক প্রাণবৈচিত্র্যেরও প্রাণ। সুনামি, ঘূর্ণিঝড় বা সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস-যখনই প্রকৃতি রূঢ় মুখ দেখায়, এই ম্যানগ্রোভের ঝোপঝাড়গুলো তখন প্রাকৃতিক বাঁধের মতো কাজ করে। মানুষ ও পরিবেশ, উভয়কেই রক্ষা করে।মোদীর বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্ট ছিল তাঁর দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশ ভাবনা। তিনি তুলে ধরেন গুজরাটের ধোলেরা উপকূলের এক অনন্য উদ্যোগের কথা। প্রায় পাঁচ বছর আগে গুজরাট বনদপ্তরের একটি দল আহমেদাবাদের কাছে ধোলেরার উপকূল অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ লাগানোর কাজ শুরু করেছিল। সেই সময় অনেকেই এই প্রকল্পের ফলাফল নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু আজ, সেই চেষ্টার ফলস্বরূপ ধোলেরা উপকূলজুড়ে ৩,৫০০ হেক্টর এলাকায় ঘন ম্যানগ্রোভ অরণ্য বিস্তার লাভ করেছে। এই বনাঞ্চল এখন শুধুমাত্র প্রকৃতির সবুজ পর্দা নয়, বরং জীববৈচিত্র্যের এক নতুন আবাসস্থল হয়ে উঠেছে।প্রধানমন্ত্রী জানান, ধোলেরার সেই অঞ্চলে আজ ডলফিনের সংখ্যা বেড়েছে। আগে যেসব সামুদ্রিক প্রাণী দেখা যেত না, এখন তারা আবার ফিরে এসেছে। কাঁকড়া, মাছ, এমনকি পরিযায়ী পাখিরাও সেই এলাকায় নতুন করে বসবাস শুরু করেছে।

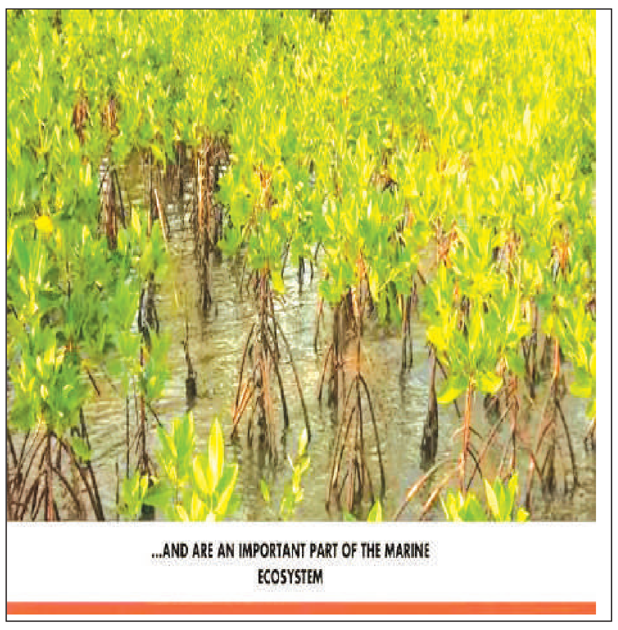

এটি প্রমাণ করে, প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করলে কীভাবে বাস্তুতন্ত্র নিজে থেকেই পুনর্জীবিত হতে পারে।তিনি আরও বলেন, গুজরাটের কচ্ছ জেলায় এখন একটি ‘ লার্নিং সেন্টার’ স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে গবেষকরা ম্যানগ্রোভের বৈজ্ঞানিক ও পরিবেশগত দিক নিয়ে শিখছেন। এই কেন্দ্র প্রকৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা শেখানোর এক জীবন্ত বিদ্যালয় হয়ে উঠেছে।মোদী জানান, তিনি চান ভারতের উপকূলবর্তী প্রতিটি রাজ্য এই ধরণের প্রকল্পে এগিয়ে আসুক। দেশের পূর্ব উপকূলের সু ন্দরবন অঞ্চলকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলা ও ওড়িশার উপকূল আমাদের বহুবার ঘূর্ণিঝড়ের মুখোমুখি হয়েছে। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনভূমি বহুবার সেই ঝড়ের আঘাত কমিয়েছে। এই বনভূমি শুধু প্রকৃতি নয়, মানব সভ্যতারও রক্ষাকবচ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত আজ বিশ্বজুড়ে পরিবেশ সংরক্ষণে এক নতুন মানদণ্ড স্থাপন করছে। দেশজুড়ে ‘ লাইফ’ (Lifestyle for Environment) কর্মসূচি চালু করে জনগণকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন প্রতিদিনের জীবনে পরিবেশবান্ধব সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। তাঁর মতে, পরিবেশ বাঁচানো মানে কেবল গাছ লাগানো নয়, প্রকৃতির সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখা। আমাদের প্রতিটি কাজ যেন প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের বার্তা দেয়, সেটাই প্রকৃত উন্নয়নের মূলমন্ত্র।মন কি বাতের এই পর্বে মোদী দেশের বিভিন্ন প্রান্তের উদাহরণও তুলে ধরেন-যেখানে মানুষ নিজের উদ্যোগে ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ ও পুনর্নির্মাণে ভূমিকা নিয়েছেন। মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, এবং পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এখন ম্যানগ্রোভ পুনরুদ্ধারে নিরলস কাজ করছে। তিনি বলেন, মানুষ যখন প্রকৃতির রক্ষাকর্তা হয়, তখন তার ফল আমরা নিজের চোখেই দেখতে পাই। যেমন ধোলেরায় দেখেছি, তেমন উদাহরণ সারা দেশেই গড়ে উঠছে।তিনি শ্রোতাদের উদ্দেশে বলেন, আপনারা যদি উপকূল অঞ্চলে থাকেন, দেখুন কোথায় কোথায় ম্যানগ্রোভ লাগানো যেতে পারে। বিদ্যালয় ও কলেজের তরুণ প্রজন্মকে এর সঙ্গে যুক্ত করুন। প্রকৃতি আমাদের মায়ের মতো-যদি আমরা তাকে রক্ষা করি, তিনিও আমাদের রক্ষা করবেন।প্রধানমন্ত্রী মোদীর বক্তব্যের মধ্যে ছিল এক প্রকার আবেগ ও বাস্তবতার মিশ্রণ। তিনি বলেন, আমাদের পুরনো সংস্কৃতিতে ‘ দেবতা’ বা ‘ দেবী’র ধারণা ছিল। সেই ভাবনাটিই আজ নতুন আঙ্গিকে ফিরে এসেছে। ম্যানগ্রোভ হোক বা অন্য যে কোনও বন, সেটি কেবল গাছপালা নয়, এটি আমাদের অস্তিত্বের প্রতীক।‘ মন কি বাত’ মূলত এক রেডিও প্ল্যাটফর্ম যেখানে প্রধানমন্ত্রী মাসের শেষ রবিবার দেশবাসীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন, বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের প্রশংসা করেন এবং জাতির উদ্দেশে প্রেরণাদায়ক বার্তা দেন। এবারের পর্বে পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও ম্যানগ্রোভের প্রসঙ্গ তাঁকে আরও মানবিক করে তুলেছে। তাঁর বক্তব্য শুধু একটি সরকারি উদ্যোগের সাফল্য নয়, বরং এক বৃহত্তর বার্তা-প্রকৃতির সঙ্গে মানবজাতির সম্পর্ক পুনর্গঠনের আহ্বান।বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, মোদীর এই বক্তব্য ভবিষ্যতে পরিবেশনীতি গঠনে নতুন মাত্রা আনবে। জলবায়ু পরিবর্তন এখন বিশ্বব্যাপী এক গুরুতর সমস্যা, যার মোকাবিলায় ম্যানগ্রোভ একটি প্রাকৃতিক অস্ত্র। ভারতের প্রায় ৭,৫০০ কিলোমিটার উপকূল জুড়ে যদি ম্যানগ্রোভ বিস্তারের উদ্যোগ সফল হয়, তাহলে শুধু উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রই নয়, স্থানীয় অর্থনীতিও উপকৃত হবে। কারণ ম্যানগ্রোভ অঞ্চলে মাছ, কাঁকড়া ও সামুদ্রিক পণ্যের প্রাচুর্য স্থানীয় মৎস্যজীবীদের জীবিকা বাড়াতে সহায়ক হবে।ধোলেরার উদাহরণ প্রমাণ করেছে-সচেতন পরিকল্পনা, সরকারি সহায়তা ও জনসমর্থন একত্রে থাকলে প্রকৃতি তার হারানো ভারসাম্য ফিরে পায়। একসময় যা ছিল শুকনো, অনুর্বর উপকূল, আজ সেখানে ফিরেছে প্রাণ, রঙ, ও জীবনের গন্ধ। আর সেই জীবনকে ফিরিয়ে আনার পেছনে ম্যানগ্রোভের ভূমিকা অনস্বীকার্য।মন কি বাতের শেষাংশে মোদী আবারও বলেন, আমাদের দেশ সংস্কৃতির দিক থেকে যতটা সমৃদ্ধ, ততটাই প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। এই সম্পদকে টিকিয়ে রাখা আমাদের কর্তব্য। প্রকৃতির যত্ন নেওয়া মানে নিজের ভবিষ্যতের যত্ন নেওয়া।প্রকৃতি যেন কোনও দূরের বিষয় নয়-এই উপলব্ধিই ছিল প্রধানমন্ত্রীর কথার কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর কণ্ঠে ছিল সতর্কতার সুর, আবার আশা ও আস্থার মিশ্রণও। যেমন তিনি বললেন, যদি মানুষ প্রকৃতির পাশে দাঁড়ায়, তবে প্রকৃতি কখনও তাকে একা ছেড়ে দেয় না।এই বার্তাই সম্ভবত আজকের পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়-যেখানে উন্নয়নের প্রতিযোগিতায় মানুষ প্রায়ই ভুলে যায়, পৃথিবী তার একমাত্র বাসস্থান। আর সেই পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখতে হলে, ম্যানগ্রোভ থেকে শুরু করে প্রতিটি গাছ, প্রতিটি নদী, প্রতিটি প্রাণের যত্ন নেওয়াই মানবতার প্রকৃত দায়িত্ব।‘মন কি বাত’-এর এই পর্ব তাই শুধুমাত্র এক রেডিও বার্তা নয়, বরং প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থানের এক নতুন ম্যানিফেস্টো-যেখানে ম্যানগ্রোভ কেবল একটি উদ্ভিদ নয়, বরং এক প্রতীক-স্থিতিশীলতার, সহনশীলতার, আর পুনর্জাগরণের।

অসমে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ‘ নিযুত মইনা ২.০’-এর শুভারম্ভ, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে উপকৃত হবেন তিন লক্ষাধিক ছাত্রী

গুয়াহাটি, ২৮ অক্টোবরঃঅসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হাতে সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে শুভারম্ভ হল রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় ও সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্প ‘ নিযুত মইনা’-এর দ্বিতীয় পর্ব, অর্থাৎ ‘নিযুত মইনা ২.০’। রাজ্যের মেয়েদের শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে এবং বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক ব্যাধিকে রুখে দিতে রাজ্য সরকারের এই বিশেষ উদ্যোগ ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে প্রশংসা কুড়িয়েছে। এবার নতুন সংস্করণের মাধ্যমে আরও বৃহত্তর সংখ্যক ছাত্রী এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।সোমবার গুয়াহাটির সরুসজাই ক্রীড়া কমপ্লেক্সে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ‘নিযুত মইনা ২.০’-এর সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিক্ষা, সমাজকল্যাণ ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠানস্থলে হাজির ছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত হাজার হাজার ছাত্রী ও তাঁদের অভিভাবক। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং কয়েকজন ছাত্রীকে এই প্রকল্পের অধীনে অর্থ সহায়তার চেক তুলে দেন এবং তাঁদের শিক্ষার পথে আরও এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।এই দিনটি শুধুমাত্র একটি সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন নয়, বরং অসমের মেয়েদের স্বনির্ভরতার পথে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বলেন, নিযুত মইনা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যই হল বাল্যবিবাহ রোধ করা এবং মেয়েদের পড়াশোনায় স্থায়িত্ব আনা। প্রথম সংস্করণের সাফল্য আমাদের সাহস জুগিয়েছে। আমরা দেখেছি, প্রথম বছর ‘ নিযুত মইনা ১.০’-এর আওতায় থাকা কোনও ছাত্রী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ মাঝপথে ছাড়েনি। এটা প্রমাণ করেছে, আর্থিক সহায়তা এবং সামাজিক সমর্থন পেলে মেয়েরা নিজেদের ভবিষ্য গড়ে তুলতে পারে।মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আমরা চাই অসমের কোনও ছাত্রী যেন পড়াশোনা ছেড়ে দিতে না হয়। আজকের ছাত্রীই আগামী দিনের

শিক্ষক, ডাক্তার, প্রশাসক ও সমাজনেত্রী। তাঁদের মধ্যে এখন আত্মবিশ্বাস জন্মেছে, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর আকাঙ্ক্ষা বেড়েছে। এই পরিবর্তনই আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন।সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ‘নিযুত মইনা ২.০’-এর অধীনে মোট ৩,৫০,২৬৫ জন ছাত্রী আর্থিক সহায়তা পাবেন। এই সংখ্যা গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। গত অর্থবর্ষে ‘ নিযুত মইনা ১.০’-এর আওতায় ১,৬১,৩০২ জন ছাত্রী এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই প্রকল্পের আওতায় উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্রীদের পাশাপাশি বি.এড কোর্সে অধ্যয়নরত মহিলারাও আর্থিক সাহায্য পাবেন।এই প্রকল্পের আওতায় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের প্রতি মাসে দেওয়া হবে ১,০০০ টাকা করে, স্নাতক স্তরে পড়া ছাত্রীদের দেওয়া হবে ১,২৫০ টাকা করে এবং স্নাতকোত্তর ছাত্রীদের দেওয়া হবে প্রতি মাসে ২,৫০০ টাকা। একইভাবে, বি.এড কোর্সের ছাত্রীদের ক্ষেত্রেও মাসিক ২,৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামী ১০ মাস এই প্রকল্পের অধীনে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি স্থানান্তর করা হবে।মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রকল্পের প্রাথমিক উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আর্থিক সহায়তা নয়, বরং সমাজে মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্বকে আরও জোরদার করা। তিনি বলেন, অসম সরকারের লক্ষ্য হল, যাতে কোনও মেয়ে বাল্যবিবাহের শিকার না হয় এবং আর্থিক কারণে কেউ পড়াশোনা মাঝপথে ছেড়ে না দেয়। আজকের দিনে শিক্ষাই মেয়েদের প্রকৃত স্বাধীনতার চাবিকাঠি। তাই ‘ মইনা’ প্রকল্প সেই স্বাধীনতার দিশারি।এই প্রকল্পের সূচনা কেবল প্রশাসনিক পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সমাজজীবনে তা এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের বার্তা নিয়ে এসেছে। শিক্ষার আলো যে সমাজের প্রতিটি কোণে পৌঁছানো দরকার, তার প্রতিফলন এই প্রকল্পে স্পষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, সরকার রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এই প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করেছে। প্রতিটি জেলার ডেপুটি কমিশনার ও শিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা একত্রে এই প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবেন।মঞ্চে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, একজন মা, একজন বোন কিংবা কন্যা - তাঁদের মুখে যদি আত্মবিশ্বাসের হাসি ফুটে ওঠে, তবে সেটাই আমাদের প্রকল্পের আসল সাফল্য। আজ যে মেয়েরা এখানে উপস্থিত, তাঁরা আগামী দিনে রাজ্যের গর্ব হয়ে উঠবেন।মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর অনুষ্ঠানস্থলে করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে গোটা সরুসজাই স্টেডিয়াম। উপস্থিত ছাত্রীদের অনেকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করেন। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী, এই প্রকল্প তাঁদের জীবনে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী শর্মিষ্ঠা দত্ত বলেন, গত বছর আমি ‘ নিযুতি মইনা ১.০’-এর সুবিধা পেয়েছিলাম। সেই টাকায় নিজের পড়াশোনার খরচ চালাতে পেরেছি, এবং এখন স্বপ্ন দেখি শিক্ষক হওয়ার। মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রকল্প আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের অনেক বড় সহায়।ড্ভসরকারি সূত্রে জানা গেছে, এই প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্বে আরও সহজ ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় অর্থ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি ছাত্রীকে নির্দিষ্ট ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিবন্ধন করতে হবে, এবং যাচাইকৃত অ্যাকাউন্টে অর্থ সরাসরি স্থানান্তর করা হবে। এর ফলে দুর্নীতি ও বিলম্বের সম্ভাবনা অনেক কমবে।বিশেষজ্ঞদের মতে, ‘নিযুত মইনা ২.০’ প্রকল্পটি শুধুমাত্র একটি সামাজিক কল্যাণমূলক উদ্যোগ নয়, বরং এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক বিনিয়োগ, যা ভবিষ্যতের শিক্ষিত নারী সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই প্রকল্পের প্রভাব ইতিমধ্যেই রাজ্যের গ্রামীণ অঞ্চলে অনুভূত হয়েছে, যেখানে আগে অনেক মেয়ে অর্থাভাবে উচ্চশিক্ষা থেকে পিছিয়ে পড়ত। এখন তাঁদের মধ্যে নতুন উদ্যম, নতুন আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার ঘটেছে।সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আগামী বছর এই প্রকল্পের পরিসর আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। রাজ্য সরকার চাইছে, ‘নিযুত মইনা’-র আওতায় কেবল শিক্ষার আর্থিক সহায়তাই নয়, বরং পেশাগত প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা বিকাশের দিকেও পদক্ষেপ নেওয়া হবে।মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতার শেষাংশে বলেন, আমরা চাই, অসমের প্রতিটি ঘরে যেন শিক্ষার আলো জ্বলে। কোনও কন্যাসন্তান যেন নিজেকে দুর্বল না ভাবে। তাঁর স্বপ্ন দেখার অধিকার আছে, তাঁর অর্জনের অধিকার আছে। ‘ নিযুত মইনা’ সেই স্বপ্নেরই প্রতীক।‘ মইনা ২.০’-এর উদ্বোধন উপলক্ষে গোটা অনুষ্ঠানে এক উৎসবের আবহ বিরাজ করেছিল। মঞ্চে নৃত্য, গান ও ছাত্রীর আবৃত্তি অনুষ্ঠানও ছিল। রাজ্যের নানা জেলার প্রতিনিধিরা তাঁদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপন করেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, অসমের প্রতিটি পরিবারের মেয়ের হাতে পৌঁছে যাক এই নিযুত মইনা- এই আমার প্রার্থনা।‘ মইনা ২.০’-এর মাধ্যমে রাজ্যের সমাজকল্যাণে যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল, তা নিঃ

ফের স্থগিত উমর খালিদের জামিন শুনানি, ৩১ অক্টোবর নতুন তারিখ ঘোষণা সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর ঃ২০২০ সালের দিল্লি হিংসা মামলায় অভিযুক্ত প্রাক্তন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা উমর খালিদের জামিনের আবেদন শুনানি আবারও পিছিয়ে গেল। গত সোমবার সুপ্রিম কোর্টে এই শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে তা স্থগিত করে দেয় আদালত। এবার আগামী ৩১ অক্টোবর এই মামলার পরবর্তী শুনানি নির্ধারণ করা হয়েছে।উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লিতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA) বিরোধী আন্দোলনের সময় ব্যাপক হিংসার ঘটনা ঘটে। উত্তর-পূর্ব দিল্লির একাধিক এলাকায় সেই সময় অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও প্রাণহানির ঘটনা গোটা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। অভিযোগ ওঠে, এই হিংসার নেপথ্যে ছিল সংগঠিত ষড়যন্ত্র, যার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা তথা সমাজকর্মী উমর খালিদকে। তাঁর সঙ্গে একই মামলায় অভিযুক্ত শরজিল ইমাম, গুলফিশা ফতিমা ও মীরান হায়দরকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল।এই চারজনের বিরুদ্ধেই গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে যে তাঁরা সিএএ বিরোধী আন্দোলনের আড়ালে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ (Unlawful Activities Prevention Act)-এর অধীনে মামলা দায়ের করা হয়, যা সন্ত্রাসবিরোধী আইন হিসেবে পরিচিত। গ্রেফতারের পর থেকে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে তাঁরা বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন।সোমবার তাঁদের জামিন আবেদনের শুনানি হওয়ার কথা ছিল সুপ্রিম কোর্টে। বিচারপতি অরবিঃদ কুমার ও বিচারপতি এন ভি আনজারিয়ার ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি তোলার কথা থাকলেও, আদালত সূত্রে জানা যায়, কেন্দ্র সরকারের তরফে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এস. ভি. রাজু দুই সপ্তাহের সময় চান মামলার নথি ও যুক্তি প্রস্তুত করার জন্য। যদিও শীর্ষ আদালত এত দীর্ঘ সময় না দিয়ে আগামী শুক্রবার অর্থাৎ ৩১ অক্টোবরের তারিখ নির্ধারণ করেছে পরবর্তী শুনানির জন্য।এই মামলার অগ্রগতি নিয়ে আগ্রহ প্রবল দেশজুড়ে। কারণ, এটি কেবলমাত্র একটি ফৌজদারি মামলা নয়, বরং নাগরিক আন্দোলন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সীমারেখা নিয়ে বড় প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।উমর খালিদের আইনজীবীরা বহুদিন ধরেই দাবি করে আসছেন, তাঁর গ্রেফতার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাঁদের যুক্তি, উমর খালিদ শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা প্রমাণহীন। তাঁদের দাবি, ইউএপিএ আইনের কঠোরতা ব্যবহার করে সরকার ভিন্নমত দমন করছে। অন্যদিকে, প্রসিকিউশন পক্ষের যুক্তি, উমর খালিদ ও তাঁর সহযোগীরা সংগঠিতভাবে হিংসা উৎসকে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিলেন, যার ফলেই রাজধানী জুড়ে দাঙ্গা ছড়ায়।গত বছর দিল্লি হাইকোর্টে জামিনের আবেদন নাকচ হওয়ার পর, উমর খালিদের আইনজীবীরা সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তারও শুনানি বারবার পিছিয়ে গেছে নানা কারণে। কখনও বেঞ্চ পরিবর্তন, কখনও নথি অসম্পূর্ণ থাকা, আবার কখনও সরকার পক্ষের অনুরোধে মামলার তারিখ পিছিয়েছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই উমর খালিদের পরিবার ও সমর্থকদের মধ্যে হতাশা বাড়ছে।উমর খালিদের পিতা ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী সিদ্দিকী মুহম্মদ আলি জানিয়েছেন, আমরা ন্যায়ের প্রতি আস্থা রাখি। কিন্তু শুনানি বারবার পিছিয়ে যাওয়ায় মনে হচ্ছে বিচারপ্রক্রিয়াই যেন এক অন্তহীন অপেক্ষায় পরিণত হচ্ছে।অন্যদিকে, আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, ইউএপিএ-র অধীনে অভিযুক্তদের জামিন পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। কারণ, এই আইনে জামিন মঞ্জুর করতে হলে আদালতকে নিশ্চিত হতে হয় যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে অভিযোগ সত্য নয়। ফলে, বিচারপ্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার আগে জামিন পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায়েই দেখা গেছে, ইউএপিএ মামলায় জামিন আবেদন গ।মিসির কারণে বছর পর বছর ধরে ঝুলে থাকে। উমর খালিদের মামলাও সেই একই পথে এগোচ্ছে। মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন, একটি গণতান্ত্রিক দেশে মত প্রকাশের জন্য একজন নাগরিকের পাঁচ বছর বিচারহীন অবস্থায় জেলে থাকা মানবাধিকারের পরিপন্থী।তবে আদালত এখনও পর্যন্ত মামলাটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। বিচারপতি আনজারিয়া সোমবারের সংক্ষিপ্ত শুনানিতে বলেন, আমরা চাই মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তি হোক। কিন্তু উভয় পক্ষের যুক্তি শোনার জন্যও সময় প্রয়োজন।উল্লেখ্য, দিল্লি হিংসার ঘটনায় মোট ৭৫৪টি মামলা দায়ের হয়েছিল, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি এখনও বিচারাধীন। আদালত জানিয়েছে, প্রতিটি মামলার নথি পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে যাতে নিরপেক্ষ বিচার নিশ্চিত করা যায়।এখন সকলের দৃষ্টি আগামী ৩১ অক্টোবরের দিকে, যেদিন আবারও সুপ্রিম কোর্টে উঠবে উমর খালিদদের জামিনের আবেদন। তাঁদের আইনজীবীরা আশাবাদী, এবার অন্তত প্রাথমিক শুনানির পর আদালত তাঁদের যুক্তি শোনার সুযোগ দেবে।অন্যদিকে, সরকার পক্ষ এখনও দাবি করছে যে, হিংসার ষড়যন্ত্রের প্রমাণ তাঁদের হাতে রয়েছে এবং মামলাটি অত্যন্ত সংবেদনশীল। তাই জামিন দিলে তদন্তে প্রভাব পড়তে পারে।সব মিলিয়ে, দিল্লি হিংসা মামলায় উমর খালিদদের ভবিষ্যৎ এখন সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়। পাঁচ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও মামলাটি ভারতের বিচার ব্যবস্থার গতি ও ন্যায়বিচারের ভারসাম্য নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে।

দিল্লি হাই কোর্টে নতুন তিন বিচারপতির শপথ

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর ঃ মঙ্গলবার দিল্লি হাই কোর্টে নতুন তিন বিচারপতি শপথ নিলেন। মঙ্গলবার দিল্লি হাই কোর্টে তিন নতুন বিচারপতি দীনেশ মেহতা, বিচারপতি অবনীশ ঝিঙ্গান এবং চন্দ্রশেখরণ সুধা শপথগ্রহণ করেছেন।এ দিন প্রধান বিচারপতি দেবেন্দ্র কুমার উপাধ্যায় নতুন বিচারপতিদের শপথবাক্য পাঠ করান। প্রসঙ্গত, রাজস্থান হাই কোর্ট থেকে বিচারপতি মেহতা ও বিচারপতি ঝিঙ্গানকে দিল্লি হাই কোর্টে বদলি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দেশে অপরিবর্তিত পেট্রোল-ডিজেলের দর

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর ঃ মঙ্গলবার দেশীয় বাজারে পেট্রোল - ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। ভারতের তেল বিক্রয়কারী সংস্থাগুলি বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের উপর ভিত্তি করে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম নির্ধারণ করে।এদিন কলকাতায় প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৫.৪১ টাকা, ডিজেলের দাম ৯২.০২ টাকা। দিল্লিতে প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭৭ টাকা ও ডিজেলের দাম ৮৯.৯৭ টাকা । মুম্বইতে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৩.৫০ টাকা, ডিজেলের দাম ৯০.০৩ টাকা । আর চেন্নাইতে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০০. ৮০ টাকা, ডিজেলের দাম ৯২.৩৯ টাকা ।

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জন্য সামগ্রিক ভাবে একটি চ্যালেঞ্জিং দিন হতে পারে। চারপাশের মানুষের অনুভূতির যত্ন নিতে হবে, বিশেষ করে যখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এটি নেতিবাচকতা দূর করার এবং ইতিবাচক যোগাযোগ স্থাপনের

বৃষঃএমন কোন কাজকর্মে নিযুক্ত হোন যা ডইসাহব্যঞ্জক এবং আপনাকে ভারমুক্ত রাখবে। আপনি অন্যদের উপর ব্যয় করতে পছন্দ করেন। আপনি আপনার ঘরের পরিবেশে কোন পরিবর্তন করার

মিথুনঃ মিথুন রাশির জন্য খুব ভাল দিন হতে চলেছে। চারপাশের পরিবেশ আনন্দে ভরপুর থাকবে, যার কারণে ইতিবাচক শক্তি অনুভব করবেন। মানসিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকবে, যার কারণে সম্পর্কগুলিকে শক্তিশালী করতে সক্ষম হবেন।

কর্কট রাশি ঃচোখে ছানির রোগীদের দূষিত বাতাবরণে যাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ ধোঁয়া আপনার চোখকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। যদি সম্ভব হয় তাহলে সূর্যালোকের অতিরিক্ত সংস্পর্শ

সিংহঃ মদ্যপানের অভ্যাস থেকে মুক্তি পাওয়ার পক্ষে এটি একটি অত্যন্ত শুভ দিন। আপনার অবশ্যই বোঝা উচিত যে ওয়াইন পান স্বাস্থ্যের মারাত্মক শত্রু এবং এটি আপনার সক্ষমতাকেও ব্যাহত করে।

কন্যা ঃআপনার ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। সাফল্য অর্জনের জন্য-সময়ের সাথে সাথে আপনার ধারণার পরিবর্তন করতে হবে। এটি আপনার দৃষ্টিকে প্রসারিত করবে-আপনার দিগন্ত বিস্তৃত হবে-আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে এবং আপনার মন সমৃদ্ধ হবে।

তুলাঃতুলা রাশির জন্য পরিস্থিতি কিছুটা কঠিন হতে পারে। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু উত্তেজনা বা বাধা থাকতে পারে, যা মনে উদ্বেগ এবং অসন্তোষের কারণ হতে পারে।

বৃশ্চিকঃবৃশ্চিক রাশির জন্য খুবই ভাল দিন। আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচকতা আকাশ ছুঁয়ে যাবে, যার কারণে চারপাশের পরিবেশও মনোরম থাকবে। সঙ্কট সত্ত্বেও সহজেই সেগুলি কাটিয়ে উঠবেন।

ধনুঃ ভয় আপনার খুশিকে বিঘ্নিত করতে পারে। আপনাকে বুঝতে হবে যে এটি আপনার নিজস্ব ভাবনা এবং কল্পনার ফসল। এটি স্বতঃস্ফূর্ততার মৃত্যু ঘটায়-বাঁচার আনন্দ

মকরঃ মকর রাশির জন্য কিছু চ্যালেঞ্জে পূর্ণ দিন হতে পারে। এই সময়টি মানসিক ভারসাম্যকে প্রভাবিত করতে পারে। শুভ দিন।

কুম্ভঃ কুম্ভ রাশির আত্মবিশ্বাস কিছুটা কম থাকতে পারে। অন্যদের সঙ্গে আলাপচারিতা করার সময় সাবধান থাকুন এবং কথার প্রতি মনোযোগ দিন। বিবাহের যোগ হতে পারে।

মীনঃ আজ আপনাকে বিভিন্ন উত্তেজনা এবং মতভেদের সামনা করতে হতে পারে যা আপনি অস্বস্তিকর এবং উত্যক্ত বোধ করাবে। কিছু বাড়তি পয়সা

আবহাওয়া

বাংলা জুড়ে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কয়েকটি জেলায় কয়েক পশলা বৃষ্টি হতে পারে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, এদিন দক্ষিণবঙ্গে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কোথাও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। ভোরে হালকা শিরশিরানি অনুভূত হতে পারে। দিনের বেলায় চড়া রোদে কিছুটা অস্বস্তিও থাকবে। তবে সোমবার থেকে বৃষ্টি শুরু হবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। ওইদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম , দুই মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।আগামী মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে বৃষ্টির দাপট। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। মঙ্গলবার থেকে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে। ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। জারি রয়েছে হলুদ সর্তকতা। বুধবার হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। বৃহস্পতিবারও দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদে বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকাতেও বুধবার ও বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৮টা ৪২মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০৩টা ৪০মনিট এবং রাত ০১টা ৪৪মনিট । সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৩৩মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৮মিনিটে।

এসআইআর নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের ভাবনা মতুয়া সংঘের

সৌরভ দাশ,বসিরহাট, ২৮ মঙ্গলবার থেকে রাজ্যে চালু হচ্ছে এসআইআর । এসআইআর চালু হলে সব থেকে বেশি সমস্যায় পড়বেন মতুয়া সম্প্রদায় ভুক্ত মনুষরা, তাই আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথকেই বেছে নিতে চলেছেন তারা, এমনটাই আভাস দিলেন রাজ্য সাভার সাংসদ তথা মথুয়া সংঘের সংঘাধিপতি মমতা বালা ঠাকুর। সোমবার স্বরূপনগরের বালতি নিত্যানন্দকাঠি তে তৃণমূলের পক্ষ থেকে শারদীয়া ও দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে এক মিলন উৎসবের আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সাভার সাংসদ ও মতুয়া সংঘের সংঘাধিপতি মমতা বালা ঠাকুর সহ অন্যান্নরা। এখানে উপস্থিত হয়ে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, এসআইআর হলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন মতুয়ারা। দু-হাজার সালের আগেও অনেকে এসেছে কিন্তু অনেক সময় তারা ডকুমেন্টস তৈরি করতে পারেনি বা জমা দিতে পারেনি, তারা হয়নি। অনেক সময় দেখা গেছে তারা তিরিশ চল্লিশ বছর আগে এসেছে কিন্তু ২০০২ সালের পরে হয়তো তারা ভোটার তালিকায় নাম তুলিয়েছে । সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হবে মতুয়া সমাজ। তার কথায়, এটা একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি। তিনি জানান এই বিষয় নিয়ে মতুয়া মহাসংঘের তরফে মিটিং ডাকা হয়েছে, কি করা যায় তা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, এমনকি এই বিষয় নিয়ে আগামীতে ধর্না তেও বসতে পারেন বলে জানান তিনি। বিধায়ক স্বপন মজুমদারের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন তিনি শুনেছেন ২০০২ সালের লিস্টে তার নাম নেই, তাহলে তাকে কেন এখনো রাখা হয়েছে? তার কথায় লিগ্যাল যারা যাদের সঠিক ডকুমেন্টস আছে তারা যদি বাদ পরে সেটা নিয়ে রাজনৈতিক ভাবে শান্তিপূর্ন ভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে দিল্লী পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়া হবে ঠিক যেভাবে আগেও লড়াই করা হয়েছে।

জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক্কের বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,২৮ অক্টোবর ঃ জাতীয় নির্বাচন কমিশন রাজ্যে ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনী এস আই আর কাজ শুরুর কথা ঘোষনার সঙ্গে সঙ্গেই মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক রাজ্যের সব জেলার জেলা নির্বাচনী আধিকারিক, সব বিধানসভা কেন্দ্রের ই আরও, এইআরও ও বুথ লেভেল আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন। আগামী বুধবার প্রস্তাবিত এই ভার্চুয়াল বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্যে সব জেলাশাসকদের পাশাপাশি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সিইও দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি বুথ লেভেল আধিকারিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে জাতীয় নির্বাচন কমিশন আলাদাভাবে তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবে বলে সূত্রের খবর।

মেট্রো রেলওয়ে বিশেষ অভিযান ৫.০ পরিচালনা করছে

কলকাতা, ২৮ চলমান বিশেষ অভিযান ৫.০ এর অংশ হিসেবে, মেট্রো রেলওয়ে বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে নিবিড় পরিচ্ছন্নতা অভিযানের আয়োজন করেছে। যাত্রীদের মেট্রো প্রাঙ্গণে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য তাদের সহযোগিতা বাড়ানোর জন্যও অনুরোধ করা হয়েছে।এই অভিযানের আওতায়, মেট্রো কর্তৃপক্ষ স্টেশন, অফিস, ট্র্যাক এবং রেলওয়ে কলোনিগুলিতে ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই অভিযানের মধ্যে রয়েছে আবর্জনা অপসারণ, অবাঞ্ছিত গাছপালা পরিস্কার করা এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থা পরিস্কার করা। বিশেষ অভিযান ৫.০ এর একটি মূল লক্ষ্য হিসেবে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, কর্মক্ষেত্রে উন্নত স্বাস্থ্যবিধি এবং দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য কর্মকর্তা ও কর্মীরা নিবিড় সমন্বয়ে কাজ করছেন।মেট্রো প্রাঙ্গণ পরিস্কার এবং আবর্জনামুক্ত রাখার জন্য যাত্রীদেরও উৎসাহিত করা হচ্ছে। মেট্রো প্রাঙ্গণে থুতু ফেলা বা আবর্জনা ফেলা না করার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ করে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে নিয়মিত ঘোষণা করা হচ্ছে। সিসিটিভি নজরদারির মাধ্যমে অপরাধীদের সহজেই সনাক্ত করা যাবে এবং ৫০০ টাকা জরিমানা করা হবে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ সকল যাত্রীদের অনুরোধ করেছে যে তারা যেন প্রয়োজনে স্টেশনগুলিতে দেওয়া ডাস্টবিন ব্যবহার করেন।

হরিপালের ব্যবসায়ী সমিতির জগদ্ধাত্রী পূজার প্রতিমা। পূজার আয়োজনের পাশাপাশি স্বাস্থ্য শিবির ও ভোগ বিতরণ করা হয়। ছবি বিনয় সিংহ রায়।

হিঙ্গলগঞ্জে পাড়ায় পাড়ায় গুণীজন সম্মাননা বিজেপির

সৌরভ দাশ, হিঙ্গলগঞ্জ,২৮ অক্টোবর ঃ হিঙ্গলগঞ্জে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে গুণীজনদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করার কার্যক্রম পালন বিজেপির তরফে। মঙ্গলবার হিঙ্গলগঞ্জের রামেশ্বরপুরে বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় একজন চিকিৎসক সহ বেশ কয়েকজন শিক্ষক কে সম্বর্ধিত করা হয় বিজেপির তরফে। মূলত সমাজ গঠনে অধ্যাপক,শিক্ষকদের অবদান, চিকিৎসক দের সেবামূলক কাজ সহ জনহিতকর কাজে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত নিবেদিত প্রাণ গুণীজন দের অবদান কে কুর্নিশ জানাতে তাঁদের সম্বর্ধিত করা হচ্ছে বলে জানান উদ্যোক্তারা। রাজ্য বিজেপি মুখপাত্র অধ্যাপক দীপঙ্কর সরকার চিকিৎসক ও শিক্ষকদের হাতে এই সম্মাননা জ্ঞাপন করে বলেন, হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভায় তাদের পাড়ায় পাড়ায় গুণীজন সম্বর্ধনা কার্যক্রম চলছে। গুণীজন দের সম্মাননা জানাতে পেরে তারা কৃতার্থ,তার কথায় এই মানুষ রা নিজ নিজ পেশায় দীর্ঘদিন যাব দায়বদ্ধ আছেন ,তাদের সম্মাননা জানাতে পেরে তিনি খুবই আনন্দিত।

যুব তৃণমূলের তরফ থেকে ছট পুণ্যার্থীদের সহায়তায় হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে বিশেষ ক্যাম্প

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া,২৮ অক্টোবর ঃ হাওড়ায় তেলকল ঘাট এবং গঙ্গার অন্যান্য ঘাটগুলিতে কলকাতা থেকে ছটপূজার ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী, যুব তৃণমূলের তরফ থেকে ছট পুণ্যার্থীদের সহায়তায় হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে করা হয় বিশেষ ক্যাম্প। সোমবার বিকেলে কলকাতা থেকে হাওড়ায় তেলকল ঘাট এবং গঙ্গার অন্যান্য ঘাটগুলিতে ছটপূজার ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার ছটপূজার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। এছাড়াও হাওড়ার জেলাশাসক ড. পি দীপাপ প্রিয়া, হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, হাওড়া পুরসভার কমিশনার বন্দনা পোখরিওয়াল সহ অন্যান্যরা।

হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে মহাসমারোহে পালিত হয় ছটপূজা। আনুমানিক ৫০ হাজারেরও বেশি পুণ্যার্থীর এখানে সমাগম ঘটে। মধ্য হাওড়া তৃণমূল যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে এদিন আয়োজিত ক্যাম্পে প্রাথমিক চিকিৎসা থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় পূজা সামগ্রিক সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী অরূপ রায় এই ক্যাম্পে উপস্থিত হয়ে ছট পুণ্যার্থীদের মঙ্গল কামনায়

পঞ্চপ্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে মা গঙ্গার আরতি করেন। মধ্য হাওড়ার সকল দলীয় নেতৃত্ব থেকে শুরু করে প্রাক্তন, প্রায সকল কাউন্সিলররা মধ্য হাওড়া কেঃদ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের এই ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন। মধ্য হাওড়ার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক চ্যাটার্জী জানান, এইভাবেই আমাদের যুব সংগঠন মানুষের জন্য রাজপথে নেমে কাজের মাধ্যমে জননেত্রীর ভাবাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। অন্যদিকে, এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হাওড়া পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ থেকে ডাঃ সুজয় চক্রবর্তীর পদত্যাগ প্রসঙ্গে মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, সুজয় বাবু কেন পদত্যাগ করেছেন তা তিনিই বলতে পারবেন। কর্পোরেশনের কাজ প্রসঙ্গে বলতে পারবে সরকার, বিভাগীয় দপ্তরের মন্ত্রী, কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান। তবে, হাওড়া কর্পোরেশনের ৫০ বা ৬৬টি ওয়ার্ড একজনের চোখ দিয়ে দেখা সম্ভব নয়।

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের এক কর্মীকে মদ্যপ অবস্থায় বেধড়ক মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত তিন যুবককে গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া,২৮ অক্টোবর ঃ কর্তব্যরত রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের এক কর্মীকে মদ্যপ অবস্থায় বেধড়ক মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত তিন যুবককে গ্রেফতার করেছে হাওড়ার লিলুয়া থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগ, ওই পর্ষদ কর্মী বাঁ চোখে মারাত্মক চোট নিয়ে গুরুতর জখম অবস্থায় কলকাতার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, লোডশেডিংয়ের খবর পেয়ে শনিবার রাতে গাড়ি নিয়ে ছুটে যান লিলুয়া ভট্টনগরের ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড অফিসের তিন কর্মী। কাজ সেরে ফেরার সময় তাঁরা দেখতে পান চকপাড়া এলাকায় রাস্তার ধারে গাড়িতে বসে দরজা খুলে মদ্যপান করছে কয়েকজন যুবক। গাড়ি নিয়ে যেতে অসুবিধা হওয়ায় তাঁদের দরজা

বন্ধ করতে বলেন বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মী বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী। এই নিয়ে শুরু হয় বচসা। মারধরের ঘটনা ঘটে। বিয়ারের বোতল দিয়ে বিশ্বজিৎ চক্রবর্তীর মাথায় ও চোখে আঘাত করে মদ্যপ যুবকরা। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। তাঁকে বাঁচাতে গেলে বিদ্যুৎৎ পর্ষদের অন্য দুই কর্মীও আক্রান্ত হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে লিলুয়া থানার পুলিশ। গুরুতর জখম অবস্থায় এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বিশ্বজিৎ চক্রবর্তীকে। তাঁর বাঁ চোখে মারাত্মক চোট লাগে। ঘটনার তদন্তে নেমে এলাকার সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে হামলাকারীদের চিহ্নিত করে পুলিশ। তিনজন অভিযুক্ত আমন সিং, অভিষেক রায় ও কৌশিক কাওয়াতকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত তিনজনকে হাওড়া আদালতে পেশ করা হলে একজনের তিনদিনের পুলিশ হেফাজত ও বাকি দুজনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

ছটপুজো সেরে ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা- গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল তিন বছরের শিশুর!

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া,২৮ অক্টোবর ঃ ছটপুজো সেরে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ভ্যান থেকে রাস্তায়.পড়ে গাড়ির ধাক্কায়. মৃত্যু হযেছে তিন বছরের এক শিশুর। সোমবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার নিত্যধন মুখার্জি রোডের বার্ন স্ট্যান্ডার্ড মোড়ে। পুলিশ ইতিমধ্যেই শিশুর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। ভ্যান ও ঘাতক গাড়ি চালক-সহ আটক করা হয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাওড়া থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, মৃতার নাম পুনম কুমারী। বাড়ি হাওড়ার কেলভিন কোর্ট চার্চ রোডে। পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার বিকেলে তেলকল গঙ্গার ঘাটে বাবা-মায়ের সঙ্গে ছটপুজো দিতে গিয়েছিল শিশুটি। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ তিন চাকার একটি ভ্যানে বাবা ও মায়ের সঙ্গে ফিরছিল সে। ভ্যানের পিছনে বসেছিল পুনম। বার্ন স্ট্যান্ডার্ড মো।রে কাছে আসতেই আচমকা ঝাঁকুনিতে শিশুটি টাল সামলাতে না পেরে ভ্যান থেকে রাস্তায় পড়ে যায়। ওই ভ্যানের পিছনেই একটি চারচাকার গাড়ি ছিল। ওই গাড়ির যাত্রীরাও ছটপুজো সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। ওই গাড়ির সামনের চাকাটি শিশুটির মাথায় গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে।

ঘটনার পর সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ গাড়িটিকে থামিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে। তড়িঘড়ি তাকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয, কিন্তু চিকিৎসকদের প্রায় আধঘণ্টার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শিশুটিকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। রাতেই পুলিশ ভ্যান ও ঘাতক চারচাকা গাড়িটিকে চালক-সহ আটক করেছে। সন্তানের আকস্মিক মৃত্যুর খবরে শোকাহত ও দিশেহারা পরিবার।

ট্রাকে লুকিয়ে সোনা পাচারের চেষ্টা, পেট্রাপোলে বিএসএফের জালে ধরা চালক!

নিজস্ব সংবাদদাতা,বনগাঁ,২৮ অক্টোবর ঃ বাংলাদেশ থেকে সোনা পাচারের চেষ্টায় বাধা বিএসএফের! উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোল সীমান্তে একটি ট্রাক থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ সোনা, যার বাজারমূল্য প্রায় আ।াই কোটি টাকা। অভিযোগ, ট্রাকের মাধ্যমেই সোনা পাচার করা হচ্ছিল। ঘটনায় ট্রাকচালককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল, সোমবার রাতে বাংলাদেশের বেনাপোল সীমান্ত পেরিয়ে পেট্রাপোল দিয়ে একটি ট্রাক এদেশে ঢুকেছিল। খালি ট্রাক দেখে সন্দেহ হয়েছিল বিএসএফ জওয়ানদের। তল্লাশি চালাতেই ট্রাকের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে দুটি সবুজ প্যাকেট। ওই প্যাকেট লুকনো ছিল। সেগুলি খুলতেই চমকে ওঠেন কর্তব্যরত জওয়ানরা। প্যাকেটের মধ্যে ছিল বিপুল পরিমাণ সোনা। অভিযোগ, ৬টি সোনার বার ও ২টি বিস্কুট পাচার করা হচ্ছিল। উদ্ধার হওয়া ওই সোনার মোট ওজন ১৯৭৪.৫৪০ গ্রাম। সেগুলির আনুমানিক বাজারদর প্রায় আড়াই কোটি টাকা। ট্রাকচালককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে বিএসএফ। তদন্তে জানা যায়, খালি ট্রাক নিয়ে ভারতে ফেরার সময় কয়েকজন মোটা টাকার প্রলোভন দেখিয়ে ওই চালককে সীমান্ত পার করে দুটি প্যাকেট আনতে বলে। টাকার লোভে রাজি হয়ে যান তিনি। তবে চালকের এই বক্তব্য কতটা সত্য, কারা ওই সোনা হস্তান্তরের পরিকল্পনায় জড়িত-সব দিকই খতিয়ে দেখছে বিএসএফ। বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধারের ঘটনায় একে বড় সাফল্য বলে দাবি করেছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় নজরদারি আরও জোরদার করার কথা জানিয়েছে বিএসএফ।

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত ভোটার তালিকা নিয়ে কংগ্রেসের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা,বসিরহাট,২৮ অক্টোবর ঃ ২০০২ সালে ভোট দিয়েছেন অথচ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আপলোড হওয়া ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই, এই অভিযোগ নিয়ে বসিরহাট ১ নং ব্লক অফিসে ডেপুটেশন জাতীয় কংগ্রেসের তরফে।

সম্প্রতি আপলোড হওয়া ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ২০০২ সালে ভোট দেওয়া বসিরহাটের সংগ্রামপুর শিবহাটি অঞ্চলের একটি বুথের ৩৪ জনের নাম বাদ গেছে। তথ্য প্রমাণ সহযোগে এর সদুত্তর পেতে ও সেই সময়ের আসল ভোটার তালিকা প্রকাশ করে তার সঙ্গে আপলোড হওয়া ভোটার তালিকা মিলিয়ে দেখার আবেদন নিয়ে ডেপুটেশানে সামিল হলেন

কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা।

বসিরহাট এক নম্বর ব্লক অফিসে জাতীয় কংগ্রেসের তরফে এই নিয়ে ডেপুটেশান দেওয়া হয়। ডেপুটেশান জমা দিয়ে আবুল কালাম গাজী বলেন ২০০২ সালের লিস্টে তার নাম ছিলো কিন্তু বর্তমানে অনলাইনে তার নাম আপলোড হয়নি, বাদ গিয়েছে, যাতে সুস্থ ভাবে তার নাম ওঠে তারই আবেদন করছেন তিনি। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা কংগ্রেসের সাধারন সম্পাদক বাবু গাজী বলেন নির্বাচন কমিশান কর্তৃক প্রকাশিত এই তালিকা ঠিক নয়, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করেন ২০০২ সালের মাদার কপির লিস্ট যা এসডিও ও বিডিও অফিসে আছে সেই লিস্ট প্রকাশ করা হোক ও নির্বাচন কমিশনের প্রকাশ করা লিস্টের সঙ্গে তুলনা করা হোক,তাহলে লক্ষ লক্ষ নাম বাদ গেছে প্রমান হয়ে যাবে।

ইস্তফার পরও স্বাভাবিক ছন্দে হাওড়া পুরসভা, নতুন প্রশাসকমণ্ডলী গঠনের প্রস্তুতি তুঙ্গে!

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া,২৮ অক্টোবর ঃ হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তীর পদত্যাগের পর ভেঙে গেছে প্রশাসকমণ্ডলী। এই ঘটনাকে ঘিরে হাওড়ার বাসিন্দা এবং রাজনৈতিক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তবে পুর প্রশাসনের দাবি, পুর পরিষেবা স্বাভাবিকভাবেই চলছে। কমিশনার ও অন্যান্য আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে এদিনও অন্যান্য দিনের মতোই পরিষেবা বজায় ছিল। প্রশাসকমণ্ডলী না থাকায় ভবিষ্যতে পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে কি না, সেই প্রশ্নের জবাবে রাজ্যের মন্ত্রী ও মধ্য হাওড়ার বিধায়ক অরূপ রায় বলেন, সাধারণ মানুষের পুর পরিষেবা কোনওভাবেই ব্যাহত হবে না। খুব শীঘ্রই নতুন প্রশাসকমণ্ডলী গঠন করা হবে এবং আগের মতোই কাজের গতি ফিরে আসবে। মুখ্য প্রশাসকের পদত্যাগ নিয়ে এদিন রাজনৈতিক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। এই প্রসঙ্গে হাওড়ায় তৃণমূলের জেলা সদর সভাপতি গৌতম চৌধুরি বলেন, মুখ্য প্রশাসক তাঁর ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেছেন। এখানে তো কিছু বলার নেই। তবে এবার আগামিদিনে কী হবে সেই সিদ্ধান্ত দলই নেবে। দলই ঠিক করবে হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীতে কারা নেতৃত্ব দেবেন। ঘটনার সমালোচনা করে বিজেপির হাওড়া জেলার নেতা তথা রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই বলেন,

২০১৮ সাল থেকে হাওড়া পুরসভায় কোনও বোর্ড নেই। হাও।া পুরসভা চালাতে ব্যর্থ তৃণমূল সরকার। এই ব্যর্থতার জেরে আজকে ভারতবর্ষের সবথেকে নোংরা শহরে পরিণত হয়েছে হাওড়া। মুখ্য প্রশাসকের পদত্যাগ করে কোনও লাভ নেই। হাওড়া শহরকে নোংরা বানানোর জন্য তৃণমূল সরকারের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। আর এই শাস্তি এবার হাওড়ার বাসিন্দারা আগামিদিনে গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে তৃণমূলকে দেবেন। সিপিএমের জেলা সম্পাদক দিলীপ ঘোষ বলেন, প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্যরা তো কেউ গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নন। তৃণমূল নিজেদের পছন্দের লোককে পুরসভায় প্রশাসকমণ্ডলীতে বসিয়ে রেখেছিল। বর্তমানে হাওড়া পুরসভায় কে থাকল বা কে না থাকল, তা দিয়ে সাধারণ মানুষের কোনও উপকার হবে না। পুরসভায় ভোট চেয়ে, একটা নির্বাচিত বোর্ড চেয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আমরা ল।াই করছি। কিন্তু এই সরকার তাতে কান দিচ্ছে না। আসলে ক্ষতিটা হচ্ছে হাওড়ার বাসিন্দাদের, হাওড়ার সাধারণ মানুষের। এইসব পদত্যাগ করে মানুষের কোনও লাভ হবে না।

স্ত্রী-সন্তানকে উত্যক্তের জেরে চরম পরিণতি! রাগের মাথায় খুন মদ্যপ প্রতিবেশীকে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,২৮ অক্টোবর ঃ মদ্যপ অবস্থায় প্রায়ই স্ত্রী ও সন্তানদের উত্যক্ত করতেন- এমন অভিযোগে বাড়িতে ঘনঘন অশান্তি হত। শেষ পর্যন্ত সেই অশান্তিই প্রাণঘাতী হয়ে উঠল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের হাটা গ্রামে প্রতিবেশীর হাতে খুন হয়েছেন এক যুবক। মৃতের নাম অর্জুন দোলুই (৩২)। ঘটনায় পুলিশ খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্ত প্রতিবেশী ও তাঁর পরিবার ইতিমধ্যেই পলাতক। পুলিশ সূত্রে খবর, বিষ্ণুপুরের জুলপিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের হাটা গ্রামের বাসিন্দা অর্জুন দোলুই। অভিযোগ, মদ্যপ অবস্থায় প্রায়ই প্রতিবেশী জগন্নাথ সর্দারের বাড়িতে গিয়ে ঝামেলা করত অর্জুন। জগন্নাথের অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের বিরক্ত করত। জগন্নাথের স্ত্রী অর্জুনের স্ত্রীকে এনিয়ে অভিযোগ করেন। মদ্যপ অবস্থায় সোমবার রাতে অর্জুন বাড়ি ফিরলে তার স্ত্রী বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করেন। তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে অর্জুন। তাকে সঙ্গে করে জগন্নাথের বাড়িতে যান স্ত্রী। ঠিক সেই সময় জগন্নাথও কাজ সেরে বাড়িতে ফিরেছিলেন। উত্যক্ত করা নিয়ে অভিযোগ, পালটা অভিযোগ নিয়ে. জগন্নাথের সঙ্গে অর্জুনের বচসা ও ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। দু'জনকে হাতাহাতি করতে দেখে অর্জুনের স্ত্রী সেখান থেকে সরে যান। কিছুক্ষণ পর স্বামীকে ডাকতে এসে দেখেন, অর্জুন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছে। তিনি চিৎকার করে প্রতিবেশীদের ডাকেন এবং তাঁদের সহায়তায় স্বামীকে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকরা অর্জুনকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনায় পুলিশ খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্ত জগন্নাথ সর্দার ও তাঁর পরিবার পলাতক বলে জানিয়েছে পুলিশ।

কসবা-কাণ্ডে নতুন মোড়! রাকেশ সিংয়ের মেয়ের শ্লীলতাহানির অভিযোগে আটক সপ্তর্ষি খাঁ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,২৮ অক্টোবর ঃ কসবা-কাণ্ডে নয়া মোড়! সপুত্র রাকেশ সিং গ্রেপ্তার হতেই এবার শ্লীলতাহানির পালটা অভিযোগ। রাকেশ সিংয়ের মেয়ে কসবা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে সপ্তর্ষি খাঁ নামে এক ব্যক্তিকে, যিনি অভিযোগকারী চান্দু খাঁয়ের ছেলে বলে জানা গেছে। মঙ্গলবার ধৃতদের আদালতে তোলার কথা। ঘটনায় যেমন রাকেশ সিং ও তাঁর ছেলের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে, তেমনই শ্লীলতাহানির অভিযোগ নিয়েও তদন্তে নেমেছে কসবা থানার পুলিশ। কসবা এলাকায় একটি সম্পত্তি দখলকে কেঃদ্র করে ঘটনার সূত্রপাত। জানা যায়, কসবায় একটি বিল্ডিংয়ে রাকেশ সিংয়েরঅফিস রয়েছে। ওই বিল্ডিংয়ের মালিক ৭০ বছরের বৃদ্ধ চান্দু খাঁ। অভিযোগ, দীর্ঘ সময় ধরে ওই ফ্ল্যাট দখল করে রেখেছেন রাকেশসিং। ওই ফ্ল্যাট খালি করতে বললে মালিক চাঁন্দু ও

তাঁর ছেলেকে মারধর করেন রাকেশ এবং তাঁর লোকজন। এমনকী ঘটনাস্থলে রাকেশ সিংয়ের ছেলেকেও দেখা যায়। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলের একটি সিসিটিভি ফুটেজে সামনে এসেছে। যেখানে দেখা গিয়েছে, অভিযোগকারীদের চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাচ্ছেন রাকেশ ও তাঁর লোকজন। এমনকী বৃদ্ধের চোখে রাসায়নিক স্প্রে করা হয় বলেও অভিযোগ। গুরুত্বর জখম বৃদ্ধ হাসপাতালে ভর্তি। থানায় অভিযোগ দায়েরের পর পুলিশ রাকেশ ও তাঁরছেলেকে গ্রেপ্তার করে। এরপরেই পালটা কসবা থানায় শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করেন রাকেশ সিংয়ের মেয়ে। সেই ঘটনায় সপ্তর্ষি খাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ ঘিরে শুরু হয়েছে জোর তরজা। উল্লেখ্য, প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তরে ভাঙচুরের ঘটনায় আগেই নাম জড়িয়েছিল বিজেপি নেতা রাকেশ সিংয়ের। সেই ঘটনায় তাঁকে ও তাঁর ছেলেকে গ্রেপ্তারও করেছিল পুলিশ। পরে জামিনে মুক্তি পান দু'জনেই। তবে এর মধ্যেই নতুন মামলায় ফের পুলিশের জালে রাকেশ সিং ও তাঁর পুত্র।

আবাসনের রুলবুকে পরিবর্তন আসছে? পোষ্য নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশ পশু কল্যাণ বোর্ডের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,২৮ অক্টোবর ঃ শহরের একাধিক অভিজাত আবাসনে কুকুরের চলাফেরায় রয়েছে নিষেধাজ্ঞা। সর্বত্র পোষ্য নিয়ে অবাধে ঘোরা যায় না। রামগড়ের অভিজাত আবাসনের ঘটনাকে কেঃদ্র করে সেই বিষয়টিই ফের সামনে এসেছে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ শহরতলির ইএম বাইপাস লাগোয়া বহু আবাসনে কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গাতেই কুকুর নিয়ে যাওয়া যায়। তবে পশু কল্যাণ পর্ষদের সহকারী সম্পাদক স্পষ্ট জানিয়েছেন, আবাসনের ভেতরের পার্ক ও বাগান পোষ্যদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। ঘটনার সূত্রপাত ডা. দীপঙ্কর রায়ের পোষ্য নিয়ে। তিনি রামগ।রে ওয়েস্ট উইন্ড আবাসনের বাসিঃদা। তিনি সামনে এনেছেন একটি চিঠি। আগে রাজারহাটে থাকতেন দীপঙ্করবাবু। সেখান থেকে হালে উঠে এসেছেন রামগ।রে এই অভিজাত আবাসনে। সেখানে তাঁর গোল্ডেন রিট্রিভার প্রস্রাব করা নিয়ে অশান্তি শুরু। আবাসনের রেসিডেঃট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, বাগানের মধ্যে কুকুর নিয়ে ঢোকা নিষিদ্ধ। এমন নিয়মের বিরুদ্ধে কেঃদ্রীয় সরকারে মস্য এবং পশুপালন দপ্তরের পশু কল্যাণ পর্ষদকে চিঠি দিয়েছিলেন দীপঙ্করবাবু। লিখেছিলেন, ওয়েস্ট উইন্ড আবাসনে কুকুর নিয়ে যত্রতত্র যাওয়া যাচ্ছে না। তার উত্তরে পশু কল্যাণ পর্ষদের সহকারী সম্পাদক প্রাচী জৈন স্পষ্ট

Department of Animal Resources Development

জানিয়েছেন, পশুদের শারীরিক কসরতের একান্ত প্রয়োজন। আবাসনের ভিতরের পার্ক, বাগান তাদের ব্যবহার করতে দিতে হবে। পশু কল্যাণ পর্ষদের বক্তব্য, এই নিয়ে ২০১৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি গাইডলাইন প্রকাশ করেছিল কেঃদ্রীয় সরকারে মস্য এবং পশুপালন দপ্তরের পশুকল্যাণ পর্ষদ। শুধু তাই নয়, আবাসনের ভেতরে কেউ যদি কোনও পশু-পাখির প্রতি হিংসাত্মক আচরণ করেন, তার বিরুদ্ধেও কঠোর অবস্থান নিয়েছে অ্যানিম্যাল ওয়েলফেযার বোর্ড। ইতিমধ্যেই দেশের প্রতিটি রাজ্যের পুলিশের ডিজিকে নির্দেশ পাঠানো হযেছে। নির্দেশিকায. স্পষ্ট বলা হযেছে, কোথাও যদি পশু-পাখির উপর নিষ্ঠুর আচরণ হয, তবে প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েল্টি টু অ্যানিম্যালস অ্যাক্ট, ১৯৬০ অনুযাযী. দ্রুত এফআইআর দাযের করতে হবে। এখন প্রশ্ন উঠছে, এই নিযমের প্রভাবে কি বদলে যাবে শহরের সিংহভাগ অভিজাত আবাসনের রুলবুক? ডা. দীপঙ্কর রায় বলছেন, সেটাই করা উচিত। যদিও একাধিক আবাসনের বাসিঃদাদের কথায়, অনেকেই কুকুরে ভয় পান। একসঙ্গে থাকলে সবার কথাই ভাবতে হবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩২৪, সংখ্যা, বুধবার ১১ কার্ত্তিক ১৪৩২

মহাপ্রয়াণে বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দের অকাল মৃত্যুর কারণ। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ডায়াবেটিক। জন্মেছিলেন ১২ জানুয়ারি, আর ইনসুলিন আবিষ্কার হয়ে মার্কেটে এসেছিল ১১ জানুয়ারি। তবে দুঃখের ব্যাপার হলো দুটো ঘটনার মধ্যে তফাৎ ছিল প্রায় ৫০ বছরের, ফলে- বিবেকানন্দ ইনসুলিন এর উপকারিতা পাননি। এবার প্রশ্ন হল বিবেকানন্দ র মতো এরকম শারীরিকভাবে সক্ষম, সর্বত্যাগী, পরিশ্রমী মানুষ এত অল্প বয়সে কেন চলে গেলেন? দুর্ঘটনায় মানুষ অকালে মারা যায়- স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে তো সেরকম কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। মানুষের যাবতীয় রোগের যদি একটি মাত্র কারণই বাছতে বলা হয়- তাহলে সেটা হল তার জিন অর্থাৎ বংশানুক্রমিক ভাবে পাওয়া ব্যাধি। বিবেকানন্দের বাবা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন স্বল্পায়ু- তারও ডায়াবেটিস ছিল, খুব স্ট্রেসফুল জীবন ছিল, রোজগার করতেন প্রচুর, খরচাপাতি করতেন আরো বেশি এবং আত্মীয়স্বজনদের অত্যাচারে জর্জরিত ছিলেন। মারা গেলেন হার্ট অ্যাটাকে। এর সব কটি বৈশিষ্ট্যই তার পুত্র নরেন্দ্রনাথ তথা বিবেকানন্দের জীবনে আমরা দেখতে পাই। এই বংশানুক্রমিক জিন ব্যাপারটা হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। এবার এরপরে আসে পরিবেশের প্রভাব। স্বামী বিবেকানন্দ ভীষণ ভোজনরসিক ছিলেন। সব রকম খাবার খেতেন, প্রচুর পরিমাণে খেতেন। ফলটল কম খেতেন বিশেষত পেয়ারা পছন্দ করতেন না, কিন্তু তেলেভাজা ফাউল কাটলেট মাটন ইলিশ মাছ মিষ্টি এসবের কোনোটাতেই তার 'না' ছিল না। অনেকেই বলেন মৃত্যুর দিন অসুস্থ অবস্থায় ইলিশ মাছ খাওয়াটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেছিল; সেটা তো নিশ্চয়ই হয়েছিল। কিন্তু সেটা তার মৃত্যুর কারণ নয়। এই জিন এবং অনিয়মিত ভোজন - এই দুটিই ডায়াবেটিসের বড় কারণ যা পরবর্তীকালে বিবেকানন্দের হার্টের সমস্যা বয়ে নিয়ে এসেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ জীবনের একটা বড় সময় প্রচণ্ড অভাব এর মধ্যে কাটিয়েছেন, অনেক সময় অনাহারে দিন যাপন করেছেন। লোকসেবায় অকাতরে জীবন দান করেছেন, নিজের স্বাস্থ্যচ্ছন্দের দিকে কখনো একটুও নজর দেননি। এই অনাহার, উপবাস,প্রাত্যহিক ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং অনিয়মিত ভোজন এর অপকারিতাও আছে প্রচুর। যেমন ধরুন আপনার সুগার আছে, আপনি কি একেবারে মিষ্টি খাবেন না? বা আপনি প্রিডায়াবেটিক- আপনি কি মিষ্টি খাবেন না? খেতেই পারেন কিন্তু পরিমাণে খুব অল্প,সারাদিনে কখনোই একটার বেশি নয়। যারা সচেতন প্রিডায়াবেটিক- তাদের মধ্যে একটা জিনিস খুব দেখা যায়; এরা দশদিন হল একটা মিষ্টি ও ছুঁল না- নিশ্চয়ই উপকার হবে। কিন্তু পরের পাঁচ দিন রোজ চারটে করে মিষ্টি খেলো! এতে অপকার অনেক বেশি হল। এর থেকে প্রতিদিন আধখানা করে বেঙ্গল মিষ্টি খাওয়া অনেক বেশি শরীরের ক্ষতি কম হবে। এবার লক্ষ্য করলে দেখবেন স্বামী বিবেকানন্দ যবে থেকে ডায়াবেটিক হলেন সেই সময় থেকে তার খ্যাতিও খুব বাড়তে থাকলো। খ্যাতির সাইডএফেক্ট হল,পরিশ্রম কম হবে- ব্যস্ততা বেড়ে যাবে ফলে- সুগারের অত্যাচার ও বাড়তে থাকবে। স্বামী বিবেকানন্দ নিয়মিত ধূমপান করতেন। তখন জানা ছিল না; ধূমপানের জন্যও হার্টের রোগ হয়েই থাকে। দীর্ঘদিন অনিয়ন্ত্রিত সুগার থাকলে কিডনির সমস্যাও দেখা দেয়- যা স্বামীজীর ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছিল।

অভিনেতা তরুণ কুমার

উত্তমকুমার নিজে স্বয়ং অনুজ তরুণ কুমারের অভিনয় দক্ষতাকে কুর্ণিশ করতেন। আক্ষরিক অর্থেই বাংলা চলচ্চিত্রের মহলে তরুণ কুমার অজাতশত্রু। সেবার উত্তমকুমারের বাড়িতে লক্ষ্মীপুজোর প্যান্ডেল দেখে লোকটি সুব্রতার কাছে কারণ জানতে চাইলেন। সাবলীল ভঙ্গিতে সুব্রতার উত্তর আমার বিয়ে তাই এই প্যান্ডেল। লোকটি সরল মনে সেকথা বিশ্বাস করে । তরুণ কুমার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন , তাঁকে দেখে আবার সুব্রতার কাছে লোকটির প্রশ্ন - উনি আপনার কে? ও, উনি আমার ছোড়দা,আমরা তিন ভাই এক বোন। তরুণ কুমার দোতলা থেকে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন সুব্রতা কী বলছে? লোকটি বলল আপনার বোনের বিয়ে হবে সেকথা বলছে। সব শুনে বুড়ো চিৎকার করতে লাগলেন কী আমার বউ হয়ে গেল বোন সুব্রতা হেসে কুটিকুটি। আক্ষরিক অর্থেই স্বামী - স্ত্রী গ্ল্যামারহীন ভাবে বেঁচেছেন। অথচ তারা মহানায়ক উত্তমকুমারের ভাই ও ভাইয়ের সহধর্মিণী। দাদা অন্ত প্রাণ হয়েও অভিনয়ের ক্ষেত্রে অন্তত দাদাকে তরুণ কুমার নকল করেছেন অতিবড় নিন্দুক বলতে পারবেন না। তরুণ কুমারের অভিনয় স্টাইল ভিন্ন, পর্দায় যেন একটু উঁচু গলায় কথা বলতেন,ভড়কি দিয়ে দর্শকদের মুখে হাসি ফোটাতেন। সিনেমার অভিনেতা হবেন এমন কোনও দিন ভাবেন নি। তুলসী লাহিড়ী মনোজ বসুর কাহিনী নিয়ে 'নতুন প্রভাত' নাটক করলেন। ওই নাটকে আমিনুল হকের চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করলেন বুড়ো অর্থাৎ তরুণ কুমার। চিত্র পরিচালক অর্ধেন্দু সেন রঙমহলে সেই নাটকে তাঁর অভিনয় দেখে উত্তমকুমার কে বললেন ' বুড়ো তো ভাল অভিনয় করে'। নিজের নতুন ছবি ' হ্রদ' - এ (বিমল করের কাহিনী) তরুণ কুমার কে সুযোগ দিলেন। কয়েক বছর পরে ' অবাক পৃথিবী ' করলেন উত্তমকুমার। মিশনারি স্কুলের ফাদারের চরিত্রে বুড়ো অনবদ্য। কার্যত এই সিনেমা থেকে তিনি লাইম লাইটে চলে আসেন। তরুণকুমার সম্পর্কে সবথেকে বড় কথা হল কখনও দাদাকে নকল না করে নিজের অভিনয়ের আলাদা একটা সত্ত্বা বজায় রাখতে পেরেছিলেন। সে ভিলেন চরিত্র হোক অথবা কমেডিয়ান অথবা নায়কের ভাই কিংবা বন্ধু। দেয়া নেয়া', 'স্ত্রী', 'চৌরঙ্গী', 'কাল তুমি আলেয়া', 'ধন্যি মেয়ে', 'সন্ন্যাসী রাজা' 'কমললতা', 'সাত পাকে বাঁধা', 'সপ্তপদী, 'দাদাঠাকুর';অসংখ্য ছবিতে তরুণ কুমার কাজ করেছেন, যার বেশিরভাগই দাদা উত্তমের সঙ্গে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

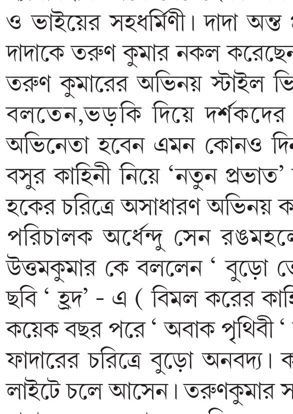

সত্যের জন্য সব কিছুকে ত্যাগ করা যেতে পারে। কিন্তু মিথ্যাকে কোনও সময়ে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। ভারতের রাজধর্ম হিসাবে এই তত্ত্বটি প্রকাশ পেয়েছিল। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতি এই সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। যিনি রাজধর্ম পালন করে থাকেন তাঁকে সত্যের পথ ধরে এগিয়ে চলতে হয়। রামায়ণের রামচন্দ্র এই পথ ধরে এগোতে শুরু করে দিয়েছিলেন। সেই কারণে আজও ভারতের রাষ্ট্রনীতি রামের দৃষ্টান্ত ধরে সামনের দিকে এগোতে থাকে। সারা বিশ্বে ভারতে দুই মহাকাব্যকে নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

ভারতে দুই মহাকাব্যে সেখানে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে ভারতের রাজধর্ম হচ্ছে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। এছাড়া আর কোনও পথকে প্রতিষ্ঠিত করা দিকে ভারতীয় রাজা মহারাজা পা বাড়াননি। অন্যায় সাময়িক জয়লাভ করতে পারে। সাময়িক মুখে হাসি আনতে পারে। কিন্তু তা চিরকাল স্থায়ী থাকে না। সেই কারণে ভারতবর্ষে রাজধর্ম সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। সত্য প্রতিষ্ঠা নিয়ে দর্শন রচিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ এই সত্যকে নিয়ে দর্শন দিয়েছেন তাঁর গীতায়। তিনি বলেছেন, বিশ্বে যা কিছু সত্য তাকে প্রতিষ্ঠা করতে তিনি যুগে যুগে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। অন্যায় শাসনের অবসান এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করে থাকেন। ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সত্যের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। সত্য হচ্ছে একটি শক্তি। মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ।

সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনকে সফল করতে সক্রিয় হন বিপিন গাঙ্গুলী ও অনুকূল মুখার্জি

রবীন্দ্রকুমার শীল

১৯১৪ সালে ২৬ আগস্ট এর ঐতিহাসিক রডা অস্ত্র লুণ্ঠন অভিযানে সঙ্গে যাঁরা প্রধান ভূমিকায় ছিলেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পচিয় এখানে দেওয়া হল। কলকাতার বসে ব্রিটিশ রাজশক্তি দরবারের সম্মুখে থেকে 'রডা কোম্পানি'র অস্ত্র লুঠ করে সশস্ত্র সংগ্রামীদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করাই ছিল

'আত্মোন্নতি সমিতি'র সদস্যদের মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করতে যুক্ত হয়েছিল বেশ কয়েকটি গুপ্ত সংস্থার সদস্যরা। তার মধ্যে ছিল 'মুক্তি সংঘ' তথা উত্তরকালীন 'বি.ভি'-এর বেশ কয়েকজন আদি কর্মনায়কেরা। যুক্ত ছিল 'বি.ভি'। এই সংগঠনের পুরো নাম ছিল 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'। ১৯০৬ সালে বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ (বড়দা) কলকাতায় এসে উপস্থিত হন। সেই বছরেই তাঁর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে কলকাতার বিপ্লবীদের পরিচয় ঘটতে থাকে। এঁদের মধ্যে ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, বিপিনচন্দ্র পাল, সতীশ মুখার্জি (ডন সোসাইটি) প্রমুখ। হেমচন্দ্র দলের 'মুক্তি সংঘ' নামটি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের খুবই পচ্ছন্দ হয়েছিল। তবে তিনি সেই সময়ে বলেছিলেন গুপ্ত সমিতি যেন গুপ্ততেই থাকে। তাই ছিল। হেমচন্দ্রের ভাষায় বলা যেতে পারে, ''গুপ্ত সমিতির তৎকালীন নিয়মানুসারে এই নাম আমরা গোপন-মন্ত্রের মতই গ্রহণ করিয়াছিলাম। দলে ঢুকিবার পাঁচ-সাত বৎসর পর প্রয়োজনবোধে খাঁটি কর্মীকে হয়তো তখনকার দিনে নামটি জানান হইত। পুলিশ বা অপর বিপ্লবী দল তো দূরের কথা, নিজেদের অধিকাংশ কর্মীও দলের এই নাম জানিতেন না। সকলেই সাধারণতঃ আমাদের দলকে 'হেম ঘোষের দল' বলিয়া চিহ্নিত করিতেন। সেই যুগে দলের নাম খুব একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার হইয়া উঠে নাই। উহা সংগোপনে মনে রাখিলেই চলিত।'' (ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়ের 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থের প্রথম পর্বের (২য় সং, ১৩৭৬, ছয়ের পাতায়)।

শ্রীশচন্দ্র পাল ঃ জন্ম ঃ শ্রীশ পাল ঃ জন্ম ১৮৯১ সালে। শিরিষ চন্দ্র পাল ওরফে নরেন রবি। পিতার নাম শরৎচন্দ্র পাল। মাতার নাম ছিল শশীবালা দেবী। থাকতেন ঢাকা মুলবড়গা। থানা ঃ শ্রীনগর। সক্রিয় এবং কট্টরপন্থী বিপ্লবী। রডা কোম্পানির অস্ত্র লুণ্ঠনের মূল কারিগর। পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেট বসন্ত চ্যাটার্জির হত্যাকারী। সঙ্গীসাথী নিয়ে ঢাকায় গিয়েছিলেন ডাকাতি করতে। কিন্তু সেখানে ধরা পড়ে যান। ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড এর ১৮১৮ এর তৃতীয় ধারা অনুযায়ী ১৯১৯ সালে সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তিনি ছাড়া পান। বিপ্লবী আক্রমণ প্রকল্প রচনা করতেন। বৈপ্লবিক কর্মস্থল ছিল কলকাতায়। এখানে তিনি 'মুক্তি সংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং 'আত্মোন্নতি সমিতি'র সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করে যেতেন। নন্দলাল হত্যা, ব্রায়েন হত্যার ষড়যন্ত্র ও রডা কোম্পানির ষড়যন্ত্রের নায়ক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করার শ্রীচন্দ্র পাল আত্মগোপন করে থাকতেন। তাঁর ছদ্মনাম ছিল নরেন দত্ত। বিপ্লবীদের চোখে তিনি ছিলেন 'an action wizard'। 'আত্মোন্নতি সমিতি'র বিশিষ্ট সদস্য এবং রডা কোম্পানি অস্ত্র লুণ্ঠনের সঙ্গে জড়িত বিপ্লবী সতীশ চন্দ্র দে-এর ভাষায় বলা যেতে পারে,'' শ্রীশ পাল (ওরফে নরেন) নির্ভীক বিপ্লবী ছিলেন। শুধু প্রফুল্ল চাকি'র আত্মবলিয়নের জন্য দায়ী পুলিশ অফিসার নন্দ ব্যানার্জীকে সারপেনটাইন লেনে হত্যা করেন নি, আগড়পাড়ায় যে মুরারী মিত্র আমাদের বিপ্লবী নেতা বিপিনদাকে ধরিয়ে দিয়েছিল, তাকেও গুলি করে মেরেছিলেন তাঁর বাড়ির দরজায়।'' (সাপ্তাহিক বসুমতী, ০১.০৭.১৯৬৫) ।১৯১৬ সালে ধরা পড়ে তিনি আইনে বন্দী হন। স্টেট প্রিজনার রূপে নানা জেল ঘুরিয়ে শেষটায় তাঁকে হাজারিবাগের সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়েছিল। ১৯১৯ সালের শেষে দিকে অসুস্থ অবস্থায় তিনি মুক্তিলাভ করেন। মুক্তি লাভের পর দলের নির্দেশে তিনি লোক দেখানো ভাবে রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমৃত্যু অতি সংগোপনে বাছাই করা দুই চারজন দলীয় সদস্যের মাধ্যমে দলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে গেছেন। ১৯৩৯ সালে ১৩ই এপ্রিল মাত্র ৫৩ বছর বয়সে ঢাকা মেডিকেল স্কুল হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। 'মুক্তি সংঘে'র সক্রিয় কর্মী ছিলেন শ্রীশ পাল। দলের ছেলেরা হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। দলের সবাই শ্রীশ পালকে চিনতো। শ্রীশ পালের মাধ্যমে হেমচন্দ্র (বড়দা) প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন। 'মুক্তি সংঘ' প্রথম অ্যাকশন সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করেছিল। ১৯০৮ সালে ৯ নভেম্বর কলকাতার সারপেনটাইন লেনে ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকির আত্ম-বিলয়নের জন্য দায়ী অতিরিক্ত পুলিশ অফিসার নন্দ লাল ব্যানার্জিকে সেদিন পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীশ পালই। তিনি রিভালবার দিয়ে গুলি করে হত্যা করেন পুলিশ অফিসারটিকে। সেদিন এই কাজ সংঘটিত হওয়ার সময়ে 'আত্মোন্নতি সমিতি'র সদস্য রণেন গাঙ্গুলী তাঁর পাশে ছিলেন। 'আত্মোন্নতি সমিতি'র নেতা বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য দায়ী পুলিশ গুপ্তচর মুরারী মিত্রকে ২৫.০৮.১৯১৫ তারিখে তার আগরপাড়ার বাড়ির দরজায় গুলি করে মেরেছিলেন। এখানে উল্লেখ করতে হবে যে ১৯০৫ সালে হেমচন্দ্র ঘোষ ঢাকাতে মুক্তি সমিতি গড়ে তুলেছিলেন। হেমচন্দ্রের সেই সময়ে সঙ্গী ছিলেন শ্রীশ পাল, রাজেন গুহ, গুণেন ঘোষ, মাখন চক্রবর্তী, হরিদাস দত্ত, খগেন দাস, বিভূতি বসু, ক্ষিতিপতি মিত্র, নিকুঞ্জ সেন (বড়), হরিদাস রায়, সুরেন বর্দ্ধন (ডাঃ), কৃষ্ণকান্ত অধিকারী, মুন্সী আলিমুদ্দিন (মাস্টার সাহেব), সতীশ সাহা, প্রমথ (টেনু) চৌধুরী প্রমুখ।

হরিদাস দত্ত ঃ হরিদাস দত্তর জন্ম ঢাকা জেলার কাঠালিয়া (কার্তিকপুর) গ্রামের বিখ্যাত দত্ত পরিবারে। তাঁর জন্মদিনটি হল ১৮৯০ সালের ১৬ নভেম্বর। পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ও মাতার নাম বিন্দুবাসিনী দেবী। ১৯০১ সালের ১৯ মার্চ স্বামী বিবেকানন্দ যখন ঢাকায় যান মেজদাও তখন ঢাকার মামার বাড়িতে। মেজদার দাদা যোগেশ দত্ত ছিলেন বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সহপাঠী। সেই সূত্রেই হরিদাস দত্ত হেমচন্দ্রের তথা বড়দার সংস্পর্শে আসেন। হেমচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন লাভ করেছিলেন। তখন হেমচন্দ্রের বয়স ছিল সতেরো আঠারো বছর। কাজেই দশ বছরের হরিদাস দত্তর সঙ্গী হবার কোনও প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু বালক হরিদাস নাছোড়বান্দা। বড়দের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ দর্শনে যাবেনই। যোগেশ দত্তর পিছন পিছন শেষ পর্যন্ত হরিদাস দত্ত স্বামী বিবেকানন্দ দর্শনে গেলেন এবং তাঁর আশীর্বাদ পেলেন। হরিদাস দত্তের বিপ্লবী জীবনের অঙ্কুরোদ্গমের এই হল শুভ সূচনা। এর পরে ঢাকার প্রখ্যাত মল্লবীর পার্শ্বনাথের আখড়ার লালমাটি স্পর্শে হরিদাস দত্ত নিজেকে বিপ্লবী হিসাবে প্রস্তুত করলেন। হরিদাস দত্তের রাজনৈতিক নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ হলেও তাঁর কর্ম নেতা ছিলেন হেমচন্দ্রের অনুগামী বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র পাল (১৮৮৬-১৯৩৯)। শ্রীশ পালের নির্দেশে হরিদাস পালের প্রথম বৈপ্লবিক কাজ হল, জগদ্দলের আলেকজান্ডার জুটমিলের এক ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার ও'ব্রায়েন সাহেব সেই মিলের এক বাঙালি কেরানিকে পদাঘাত করে মেরে ফেলেছিল। বিচারে তার মাত্র ৫০ টাকা জরিমানা হয়। সেই সাহেবকে চরম দণ্ড দেওয়ার জন্য হরিদাস দত্ত ও তাঁর অপর সতীর্থ বিপ্লবী খগেন দাশ (১৮৯৩-১৯২৭) ওই চটকলের সাধারণ কুলি হিসাবে কাজে অংশ গ্রহণ করেন। তবে ভীত সন্ত্রস্ত ও'ব্রায়েন অতিরিক্ত সতর্ক হয়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত কাজটি করা সম্ভব হয়নি। জাতির সম্মানার্থে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই দুই শিক্ষিত তরুণ চটকলের কাজে যোগ দিয়ে কুলির জীবন যাপন করতে দ্বিধাবোধ করেননি। এই ঘটনার পর হরিদাস দত্তকে কিছু দিনের জন্য গা ঢাকা দিতে হয়েছিল। এস. এস হাবিলদার নামে একটি জাহাজে ভাণ্ডার রক্ষকের কাজ নিয়ে বিদেশে চলে গিয়েছিলেন। তবে ১৯১৪ সালেই তাঁকে আবার দেখলে পেলাম রডা অস্ত্র লুণ্ঠনের রোমাঞ্চকর অভিযানে। জাহাজে করে রডা কোম্পানির অস্ত্র আসার খবর পাওয়া মাত্র জরুরী বৈঠক ডাকার সিদ্ধান্ত হল। দিনের দুপুরে ডালহৌসির মতো জনবহুল স্থানে গাড়ি বোঝাই করা পিস্তল লুট করার পরিকল্পনাকে সফল করে। সেই সব লুণ্ঠিত অস্ত্র বিপ্লবী সংগঠনের মধ্যে রাতারাতি বিতরণ করা হয়েছিল।

মানব সেবায় নিয়োজিত হন লোকমাতা নিবেদিতা

স্বামী দিব্যানন্দ

ভারতের ভাগ্যাকাশে ভগিনী নিবেদিতার আবির্ভাবটা ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। ভবিষ্যতদ্রষ্টা ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলে রেখে গিয়েছিলেন, 'ওরা সব কলমির দল, ওরা এখানকার, ওদের ওখানে আসতেই হবে।' স্বামী বিবেকানন্দ এমন এক নারী শক্তির জন্য অপেক্ষা করছিলেন যিনি দেশের সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হবেন। উৎসাহিত করবেন। পেয়ে গেলেন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেলকে। ১৮৯৮ সালে ২৮ জানুয়ারি কলকাতায় পা রাখলেন মার্গারেট। তবে তাঁকে শিষ্যা রূপে গ্রহণ করার আগে বহুবার যাচাই করে নিয়েছিলেন স্বামীজি। বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন, ভারতবর্ষের জন্য যে কাজ তুমি করবে তার বিরাট সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়। পুরুষ নয়, সিংহিনীর মতন শক্তিময়ী নারী চাই। ..এদেশের জন্য যেমন মেয়ে চাই, তুমি ঠিক তেমনই।' তবে সিদ্ধান্ত তোমায় গ্রহণ করতে হবে। 'আমি তোমায় কথা দিচ্ছি। আবার সাবধান করে দিই, তোমায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কারও আশ্রয়ের ভরসা করা চলবে না।' মোমবাসা জাহাজে চেপে যখন ভারতের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন মার্গাটের তখন তাঁর হাতে ছিল একটি চিরকূট স্বামীজির লেখা-'আমরণ আমি তোমার পাশে থাকবো। কথা দিচ্ছি তোমায়।' স্বামী বিবেকানন্দের কথার ওপরে ভরসা করে পরাধীন ভারতের নাগরিকদের মুক্তি পথ দেখাতে কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তবে তাঁর আগে তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে পড়েছেন এবং বিশদে জেনে নিয়েছিলেন। অফুরন্ত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় কুসংস্কার এবং সামাজিক ভেদাভেদের ফলে মাথা সোজা করে দাঁড়াতে পারছে না ভারতবাসীরা। তাদের এই ধর্মীয় আবেগ এবং সামাজিক বিভেদকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে বহাল তবিয়তে শাসন করে চলেছে ব্রিটিশ সরকার। আয়ারল্যাণ্ডের বাসিন্দারা ব্রিটিশ শাসন বিরোধী ছিল। তারা ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে বের হয়ে আসার জন্য গোপনে গোপনে আন্দোলন করতে শুরু করে। মার্গারেট আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। ১৮৬৭ সালের এই দিনটিতে অর্থাৎ ২৮ শে অক্টোবর স্কটিশ-আইরিশ বংশোদ্ভূত সমাজকর্মী, লেখিকা, শিক্ষিকা ও স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা। সিস্টার নিবেদিতা, উত্তর আয়ারল্যান্ডের ডানগ্যানন শহরে ধর্ম যাজক পিতা স্যামুয়েল রিচমন্ড নোবেল ও মাতা মেরি ইসাবেলার সন্তানরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মসূত্রে নাম ছিল তাঁর মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। পিতাকে হারান মাত্র দশ বছর বয়সে। এরপর মাতামহ আয়ারল্যান্ডের বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী হ্যামিলটন তাঁকে লালন পালন করেন। লন্ডনের চার্চ বোর্ডিং স্কুলের পাঠ শেষে হ্যালিফ্যাক্স কলেজে পড়েন।

১৮৮৪ সালে শিক্ষান্তে শিক্ষকতার জীবন বেছে নেন। একে একে কেসউইকে, রেক্সহ্যামে, চেস্টারে এবং লন্ডনের উইম্বলডনে শিক্ষকতা করেন। কিছুদিন পর নিজেই উইম্বলডনে রাস্কিন স্কুল খুলে নতুন শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষা দান শুরু করেন। সাথে নানা পত্রিকাতে লিখতে শুরু করেন। এছাড়াও বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করা শুরু করেছিলেন, গির্জার তত্ত্বাবধায়ক হয়ে।

১৮৯৫ সালে লন্ডনে এক পারিবারিক আসরে, স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শনের ব্যাখায় মুগ্ধ হন। স্বামীজির ধর্মব্যাখ্যা ও ব্যক্তিত্বের প্রতি আকর্ষণ অনুভবে ওই সময়ের তাঁর প্রতিটি বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর ক্লাসে হাজির হন তিনি ।এবং বিবেকানন্দ কেই তাঁর গুরু স্বীকার করে নেন।

১৮৯৮ সালের ২৮ শে জানুয়ারি, স্বদেশ পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে মার্গারেট ভারতে চলে আসেন। বিবেকানন্দের কাছেই ভারতের ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, সমাজ তত্ত্ব জেনে ভারত চিনে নেন। কিছুদিনের মধ্য রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবে স্ত্রী সারদা দেবীর সাক্ষাৎ পান। ওই বছর ২৫ শে মার্চ স্বামীজির তাঁকে ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষা দেন। দীক্ষান্তে নাম দেন নিবেদিতা।

মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য বাগবাজারের ১৬ নং বোসপাড়া লেনে, নিজ বাসভবনে মেয়েদের জন্য স্কুল খোলেন, যেটির বর্তমান নাম রামকৃষ্ণ সারদা মিশন ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় ।১৮৯৯ সালে মহামারীর (প্লেগ) সময়ে স্থানীয় যুবকদের উদ্বুদ্ধ করে আর্তের সেবায় এবং এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখায় উৎসর্গ করেন নিজেকে এবং যুব সম্প্রদায়কে।

সংঘের নিয়মের গন্ডি বহির্ভূত নিয়মে, ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে গোপনে বিপ্লবীদের সাহায্য করেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। সেই সময় বহু স্বনামধন্য বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যাক্তিত্বের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। সেই সময়ে বাংলার ও ভারতীয় প্রথম সারির পত্র পত্রিকায় ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্য, সমাজ তত্ত্ব, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। তাছাড়া বেশ কয়েকটি বইও লিখেছেন, যেমন কালী দ্য মাদার, ওয়েব অফ ইন্ডিয়ান লাইফ, ক্রেডেল টেলস অফ হিন্দুইজম, দ্য মাস্টার অ্যাঁ আই শ হিম ইত্যাদি।

বিপ্লবীদের আত্মত্যাগে ব্রিটিশ শক্তি কম্পিত

শঙ্করলাল কর্মকার

একটানা ৬৩ দিন অনশন করে দেশের জন্য আত্মবলিদান দিয়েছিলেন তিনি। স্বয়ং দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, যতীন হল এযুগের বিপ্লবী। অত্যাচারী ইংরেজ সরকারকে পরাজিত করবার জন্য নিজের অস্থি দিয়ে গেল। ১৯২১, মাত্র ১৭ বছর বয়স তখন, তখনই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর হাতে

দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেস কমিটি গঠন ও পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন - ভাবা যায়! - তিনি যতীন্দ্রনাথ দাস, সকলের যতীন দাস, কলেজের পড়া বন্ধ করে যোগ দিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে। কলকাতায় জন্ম ও পড়াশোনা। ১৯২৩ সালে তাঁর সাথে পরিচয় হয় কাশীর শচীন সান্যালের। ১৯২৪ সালে স্বদেশী ডাকাতির অভিযোগে শচীন সান্যালের সাথে গ্রেপ্তার হন যতীন দাস। ঢাকা জেলে থাকাকালীন জেল সুপারের সাথে একদিন তাঁর তর্ক-ঝগড়া হতে হতে হাতাহাতি শুরু হয়। এই নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলে যতীন দাস অনশন শুরু করেন, যা চলে ২২ দিন ধরে। শেষে জেল সুপার ক্ষমা চাইলে তিনি অনশন তুলে নেন। ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসের দু-তিন মাস আগে যতীন দাসের জেল মুক্তি হয়।

১৯২৮ সালে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু বি.ভি দলে যতীন দাসকে বিশেষ দায়িত্ব দেন। কলকাতা সম্মেলন উপলক্ষ্যে কলকাতার বিভিন্ন পার্কে পার্কে কুচকাওয়াজ পরিচালনা করতেন যতীন দাস। কলকাতা সম্মেলনের শেষে যতীন দাস ও ভগৎ সিং এলাহাবাদ ও লাহোর যান নতুন ধরনের বোমা তৈরি করতে। কাজ হয়ে যাবার পরে যতীন দাস বাংলায় ফিরে আসেন। ১৯২৯ সালের মে মাসে ডায়মণ্ডহারবারের কাউন্সিল নির্বাচনের সময় সুভাষচন্দ্র বসু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসাবে প্রচারে সমস্ত গ্রাম ঘুরতে থাকেন। মগরাহাট, মন্দিরবাজার, সরিষা, ডায়মণ্ড হারবার, কুলপী, করঞ্জলি প্রভৃতি জায়গায়ে প্রচারে সুভাষচন্দ্র বসুর সাথে সারাক্ষণ থাকতেন তাঁর প্রিয় যতীন দাস।

১৯২৯ সালের ৬ জুন দিল্লীর এ্যাসেমব্লি হলে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত বোমা ফেলে ব্রিটিশ শাসন আইনের বিরুদ্ধে প্রতীকী প্রতিবাদ করে গ্রেপ্তার হন। সেইসূত্রে ১৯২৯ সালের ১৪ জুন কলকাতার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হন যতীন দাস, ১৬ জুন তিনি লাহোর জেলে আসেন। শুরু হয় ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেব সহ যতীন দাসের মামলা। এই মামলাই পরে 'থার্ড লাহোর কন্সপিরেসি কেস'-এ পরিণত হয়। অবশ্য যতীন দাস তখন ব্রিটিশ আইন আদালতকে পা দিয়ে চূর্ণ করে চলে গেছেন।

১৯২৯ সালে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ধরা পড়েন যতীন দাস। লাহোর জেলে ভগত সিং, বটুকেশ্বর দত্ত সহ এদের সবাইকে রাখা হলো পেশাদার অপরাধীদের সঙ্গে। অবর্ণনীয় সেখানকার পরিবেশ, রান্নাঘরে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে টিকটিকি আরশোলা ইঁদুর সেই সাথে অখাদ্য খাবার। কয়েদীদের না আছে কাপড় কাচার সুযোগ না তাদের দেওয়া হয় কোন বই বা পত্রিকা। অথচ পাশের ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে) ব্যবস্থা। এরই প্রতিবাদে যতীন শুরু করলেন অনশন।

ভগৎ সিং ও তাঁর জেলে-বন্দী বিপ্লবী দল জেলেতে রাজনৈতিক-বন্দি'দের জন্য খুব সাধারণ কিছু সুবিধা দাবী করেছিলেন ব্রিটিশ পাঞ্জাব গভর্ন মেন্টের কাছে। খুব সাধারণ এজন্য যে দাবীতে ছিল - রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য একটু পরিস্কার উপযুক্ত খাবার, সংবাদপত্র বা বই পড়তে দেওয়া, কোনও বন্দির শরীর-স্বাস্থ্য অনুযায়ী তাকে জেলেতে কাজ দেওয়া, এইসব। পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট কিছুই মানবে না বলে দিল। দাবী আদায়ে ১৩ জুলাই, ১৯২৯, লাহোর সেন্ট্রাল জেলে শুরু হয় ঐতিহাসিক অনশন ধর্মঘট।

যতীন দাস বলেন, একবার অনশন শুরু করলে দাবী সম্পূর্ণ মানা না হওয়া পর্যন্ত আমার অনশন চলবে, এবং আমৃতঞ্চ্য অনশন চলবে। ব্রিটিশ সরকার প্রথমে ব্যাপারটা হালকা-ভাবে নিলেও যখন দেখলো অবস্থা হাতের বাইরে যাচ্ছে, তখন প্রথমে জোর করে খাওয়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু ফল কিছু হ'ল না। উল্টে অনশনের ধারাবাহিক খবর সংবাদপত্রে প্রকাশ হতে লাগল, সারা দেশে উৎকণ্ঠা ও উত্তাপ - দুই বাড়ল। ফলে ১৬ আগস্ট পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট জেল এনকোয়ারি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল। কিন্তু যেহেতু দাবী তখনও মানা হয়নি, তাই যতীন দাস থামলেন না, কারুর কথাও শুনলেন না।

১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯। লাহোর বোস্টাল জেলের ভেতরে ডাক্তার আর অফিসারদের ভিড়। স্তব্ধ হয়ে এসে দাড়ালেন বন্ধুরা - বিজয় কুমার সিংহ, জিতেন্দ্র নাথ সান্নাল ও অজয় ঘোষ। সূর্য একটু একটু করে উঠছে। ১৩ জুলাই থেকে ইংরেজ বিরোধী যে বিস্ময়কর অনশনের শুরু ১৩ সেপ্টেম্বর ৬৩ দিনের।

রক্ত গোলাপের স্তূপে ঢেকে দেওয়া হ'ল যতীন্দ্রনাথ দাসের নশ্বর দেহ। রাজবন্দীরাই বহন করে নিয়ে গেলেন জেল গেট পর্যন্ত। বাইরে পাঞ্জবের নেতৃবৃন্দ অপেক্ষা করছেন সাথে হাজার হাজার জনগণ। প্রতিটি মানুষের চোখে জল, শহীদের অপরাজিত আত্মাকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। বিকেল চারটেয় শহীদের দেহ'কে বহন করে এক অভুতপূর্ব শোভাযাত্রা শহরের পথে অগ্রসর হ'ল। প্রায় কয়েক লাখ লোকের বিশাল শোক মিছিল যা প্রায় এক-মাইল দীর্ঘ লম্বা।

যতীন দাসের দেহ নিয়ে লাহোর এক্সপ্রেস বিকেলে দিল্লি পৌছলে দিল্লি শহর ভেঙে পড়লো স্টেশানে। ফুল আর ফুলের মালা দিয়ে অগনিত মানুষের মুখে ধ্বনিত হল, বন্দেমাতরম, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, যতীন দাস জিন্দাবাদ। দিল্লি থেকে ট্রেন করে প্রয়াত যতীন দাস এসে পেঁছালেন কলকাতায়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বন্দি বিপ্লবীদের ত্রাতা

তারাপদ সরকার

১৯১০ সাল। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা চলছে। গোয়ালন্দ স্টিমারের ফার্স্ট ক্লাসে বসে আছেন এক ব্যারিস্টার, হঠাৎ মলিনবেশ এক ব্যক্তি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। ব্যারিস্টার দেখে চমকে উঠলেন। আরে এ যে তার পুরনো সহপাঠী। বন্ধুর কাছে সব শুনলেন তিনি । মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা জোগাড় করতে গিয়ে তার ওই অবস্থা হয়েছে শুনে চোখ ছলছল করে উঠল ব্যারিস্টারের। সহপাঠীর দুঃখ দূর করতে মুহূর্তের মধ্যে সঙ্গে থাকা তিন হাজার টাকার অর্ধেকটা দিয়ে দিলেন । বন্ধুর মুখে ফুটে উঠল হাসি। ভবানীপুরে পূর্ণ হালদারের বাড়ি নিলামের উপক্রম হয়েছে। ছ'হাজার টাকা দরকার। কালবিলম্ব না করে গোটা টাকাটাই সেই ব্যারিস্টার দিয়ে দিলেন। একদা সেই ব্যারিস্টারের গৃহশিক্ষক ছিলেন পূর্ণবাবু। তিনি ছাত্রের কাছে 'ঋণ' হিসেবে টাকা নেওয়ার কথা বলতেই ব্যারিস্টার বললেন, মাস্টারমশাই, ও-কথা তুলবেন না ওতে আমার পাপ হবে। পিতৃঋণের মতো গুরুঋণও তো একটা আছে। তিনি দেশবন্ধু। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। আইনজীবী হিসেবে ঈর্ষণীয় রোজগার করা মানুষটি একদিন সব ছেড়ে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। একঝটকায় ছেড়ে ছিলেন সব শখ আহ্লাদ বিলাসিতা । বহরের ফরমায়েশি ঢাকাই ধুতি ছেড়ে পরা শুরু করেছিলেন মোটা খাদির ধুতি। গিলে করা পাঞ্জাবির বদলে গায়ে দিয়েছিলেন খাদির মোটা ফতুয়া। যিনি নিজের বসতবাড়িটিও দান করে দিয়ে ছিলেন জনসাধারণের উদ্দেশ্যে। যে মানুষটি রেলযাত্রার সময়ে গোটা কামরা রিজার্ভ করতেন, তিনিই জনতার সঙ্গী হতে নেমে এলেন তৃতীয় শ্রেণিতে। পেশা জীবনের শুরুতে তাঁর সামান্য আয় হত যা দিয়ে তাঁর দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। ট্রামভাড়ার সামান্য পয়সা বাঁচানোর জন্য তিনি হাইকোর্ট থেকে ভবানীপুর হেঁটে যেতেন। চিত্তরঞ্জন দাশ অর্থ উপার্জনের জন্য রাজনৈতিক মামলার পাশাপাশি মাঝে মাঝে জমিদার, মহাজনদের মামলাও পরিচালনা করতেন। উপার্জিত অর্থ তিনি সর্বদা গরীব-অসহায় জনগণকে দিতেন এবং তা দিয়ে দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের মামলা পরিচালনা করতেন। একবার ডুমরাঁওয়ের মহারানীর মৃত্যুর পর রাজা কেশবপ্রসাদ তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকার না হতে পেরে মামলা করেন। শোনা যায় এই মামলা লড়ার জন্য নাকি চিত্তরঞ্জন প্রতি মাসে একটা মোটা টাকা পারিশ্রমিক পেতেন। আর মামলায় জয়ী হওয়ার পর রাজা কেশবপ্রসাদ খুশি হয়ে চিত্তরঞ্জনকে ৫০,০০০ টাকা পারিশ্রমিক দেন। আইনজীবী হিসেবে ঈর্ষণীয় রোজগার করতেন দেশবন্ধু। আবার এই মানুষটিই রোজগারের পুরোটাই দাতা কর্ণের মত বিলিয়ে দিতেন মানুষজনের মধ্যে। আইনজীবী হিসেবে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা ছাড়াও চিত্তরঞ্জনের জীবনের আরও কয়েকটি বাঁক ফেরানো মামলা ছিল ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা, নোয়াখালি নোট চুরি, ভূকৈলাশ জমিদারির নোট চুরি, ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা ইত্যাদি। মামলার সওয়াল-জবাবে চিত্তরঞ্জন প্রয়োজনে ব্রিটিশ বিচারকদেরও যথেষ্ট বাক্যবাণে বিদ্ধ করতেন।

সুভাষচন্দ্রের প্রতি চিত্তরঞ্জনের স্নেহের চেয়েও বেশি ছিল বিশ্বাস। তাই বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারি করে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেফতারের পরে চিত্তরঞ্জন উত্তেজিত হয়ে বলে উঠেছিলেন।

আদিবাসী নাবালিকাকে অপহরণ করে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে চার্জসিট গঠন

দেবশ্রী মজুমদার, রামপুরহাট, ২৮ অক্টোবর ঃ আদিবাসী নাবালিকাকে অপহরণ করে ধর্ষণ ও খুনের এক মামলায় অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে চার্জসিট গঠন হলো রামপুরহাট আদালতে। সরকারি আইনজীবী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভাস চট্টোপাধ্যায় এবং প্রদীপ সোরেন জানান, আজকে আদালতে চার্জসিট দাখিল হলো। এছাড়াও বেশকিছু সায়েন্টিফিক এভিডেন্স সহ সাপ্লিমেন্টারি চার্জ আদালতে জমা দেওয়া হয়। নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৬ টি ডেট চাওয়া হয়। আদালত তা মঞ্জুর করেছে। ৩১ অক্টোবর থেকে এই মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হবে। মূলতঃ আদিবাসী নাবালিকাকে অপহরণ, শ্লীলতাহানী, ধর্ষণ, খুন ইত্যাদি অপরাধ মূলক ধারায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জসিট গঠন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রায় ২০ দিন নিখোঁজ থাকার পর পচাগলা মৃতদেহের অর্ধেকাংশ উদ্ধার হয় সপ্তম শ্রেণীর এক আদিবাসী স্কুলছাত্রীর। ওই ছাত্রীকে অপহরণ করে খুন করার অভিযোগ ওঠে স্কুলেরই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়েছে বীরভূমের রামপুরহাট থানার বারমেসিয়া গ্রামে। মৃত ছাত্রী বীরভূমের রামপুরহাট থানার বারমেসিয়া গ্রামের বাসিন্দা। এলাকার শ্যামপাহাড়ি শ্রী রামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠের সপ্তম শ্রেণিতে পড়ত মেয়েটি। ছাত্রীটির পরিবারের অভিযোগ, ওই স্কুলের ভৌত বিজ্ঞানের শিক্ষক মনোজ কুমার পাল তাঁদের মেয়েকে অপহরণ করে ও পরে খুন করে তিন টুকরো করে। পুলিশে অভিযোগ জানান ছাত্রীটির পরিবার। তদন্তে নেমে ওই স্কুলশিক্ষককে পুলিশ ঘটনার পরদিনই আটক করে। শিক্ষকের বাড়ি পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে। তুম্বুনি স্কুল লাগোয়া ভাড়া বাড়িতে থাকতেন তিনি। মৃত ছাত্রীর পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত ২৮ আগষ্ট রামপুরহাটে টিউশন পড়তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি সপ্তম শ্রেণীর ওই ছাত্রী। পরিবারের তরফে রামপুরহাট থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছিল। মেয়েটির পরিবারের দাবি, পরে তারা জানতে পারেন স্কুলের ভৌত বিজ্ঞানের শিক্ষক মনোজ কুমার পাল তাদের মেয়েকে অপহরণ করে। এরপরেই ঘটনার পরদিন স্কুলে গিয়ে শিক্ষককে মারধর করেন পরিবারের লোকজন। খবর পেয়ে রামপুরহাট থানার পুলিশ অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করে। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদ ভেঙে পরেন শিক্ষক। সেদিন রাতে পুলিশকে ছাত্রীর হদিশ দেয় অভিযুক্ত শিক্ষক। এরপরেই সেদিন রাতে রামপুরহাট থানার কালিডাঙ্গা গ্রামের কাছে সেচখাল থেকে ওই ছাত্রীর পচাগলা দু'টুকরো মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তবে দেহের কোমর থেকে নিচের অংশ এখনও পাওয়া যায়নি। মেয়েটির দু'টুকরো দেহ উদ্ধারের পর উত্তেজনা আরও বেড়ে যায় এলাকায়। পুলিশ ধৃত স্কুল শিক্ষককে দফায়- দফায় জেরা করে। সেই সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে ছাত্রীটির পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও। ছাত্রীর দিদা নীলিমা বেসরা বলেন, ২৮ তারিখ বিকেলে মনোজ কুমার পাল নামে স্কুলের মাস্টার নাতনিকে ফুসলিয়ে প্রথমে ঝাড়খণ্ডের মলুটি নিয়ে যায়। পরে রামপুরহাটের দিকে যায়। এভাবে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়ে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে খুন করে। এরপর কালিডাঙ্গা সেচখালে কুইলা গ্রামের কাছে তাকে ফেলে দেয়। বুধবার খবর পেয়ে তার মৃতদেহ সনাক্ত করি। আমরা ওই শিক্ষকের ফাঁসি চাই। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারণা, ধর্ষণের পর তাকে খুন করা হয়েছে। প্রমাণ লোপাট করতে দেহ তিন টুকরো করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সেচখালে ফেলা হয়েছিল। রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তুলে ১৫ দিন হেফাজতে চেয়েছিল পুলিশ। বিচারক নয়দিন পুলিশ হেফাজত মঞ্জুর করেছিল। এদিন অভিযুক্ত শিক্ষককে ফের আদালতে তোলা হয়। রামপুরহাট থানার আইসি সুকমল ঘোষ বলেন, শিক্ষক যাতে জামিন না পায় সেই জন্য আমরা হাইকোর্ট থেকে আইনজীবী নিয়ে আসা হয়েছে। আমরাও চাই অভিযুক্ত শিক্ষকের ফাঁসি হোক।

ভাগীরথীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে মৃত দুই তরুণঃ নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৮ অক্টোবর ঃ পবিত্র ছটপুজোর সকালে পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় ঘটলো মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। দেবরাজঘাটে পুণ্যস্নান করতে নেমে ভাগীরথীর স্রোতে তলিয়ে গেল দুই তরুণ। তাঁদের নাম শিবম সাউ (২৫) ও সুজন সাউ (১৮)। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও পুলিশ। তল্লাশি অভিযান চলছে, তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তাঁদের খোঁজ মেলেনি। সূর্যদেব ও ছঠী মাইয়ের আরাধনায় মঙ্গলবার সকাল থেকেই ঘাটে ছিল উপচে পড়া ভিড়। পুণ্যস্নান করতে নেমেই দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি। মুহূর্তের মধ্যেই উৎসবের আনন্দ ছায়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ে শোকের আবহে। ঘটনার খবর পেয়ে উপস্থিত হন কাটোয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কাশীনাথ মিস্ত্রি, তাঁর নেতৃত্বে বিপর্যয় মোকাবিলা দলের সদস্য ও বিশাল পুলিশবাহিনী ঘাটজুড়ে তল্লাশি চালাচ্ছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, দেবরাজঘাট দীর্ঘদিন ধরেই বিপদজনক এলাকা হিসেবে পরিচিত। প্রায়ই এমন দুর্ঘটনা ঘটে, কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের কোনো স্থায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাঁদের দাবি, বারবার সতর্ক করার পরও প্রশাসনের উদাসীনতায় প্রাণহানি ঘটছে বারবার। এদিকে, দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা কাটোয়া জুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। দেবরাজঘাটে ভিড় জমিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দা ও পুণ্যার্থীরা - উৎসবের আনন্দ এখন বিষাদের রঙে ঢেকে গেছে।

'মন্থা'র দাপটে তটবর্তী অঞ্চলজুড়ে চরম সতর্কতা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৮ অক্টোবর ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলজুড়ে এখন সর্বত্র একটাই আতঙ্ক-ঘূর্ণিঝড় 'মন্থা' ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে এই ঘূর্ণিঝড়, এবং আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে গভীর রাতে এটি তীব্র ঘূর্ণিঝড় হিসেবেই স্থলভাগে আছড়ে পড়তে পারে। ইতিমধ্যেই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর, শঙ্করপুরসহ সমগ্র উপকূল অঞ্চলে। দিঘার সমুদ্র এখন একেবারে উত্তাল- প্রচণ্ড ঢেউ তটে এসে আছড়ে পড়ছে বারবার। বৃষ্টির সঙ্গে চলছে প্রবল দমকা হাওয়া, যা ধীরে ধীরে ঝড়ের রূপ নিচ্ছে। পর্যটকপ্রিয় দিঘা শহরে পর্যটকদের নিরাপত্তায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছে কঠোর নির্দেশিকা। সৈকতে নামা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এবং মাইকিং করে বারবার সতর্ক করা হচ্ছে পর্যটকদের। অনেক পর্যটক ইতিমধ্যেই হোটেল ছেড়ে নিরাপদ স্থানে সরে গেছেন। এদিকে, উপকূলবর্তী গ্রামগুলিতে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নৌকা ও ট্রলারগুলিকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে তীরে। স্থানীয় প্রশাসন, বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর, সিভিল ডিফেন্স ও পুলিশ - সকলে এখন ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। দিঘা, কাঁথি, রামনগর, খেজুরি, নন্দকুমার, তমলুক - সব জায়গাতেই জারি হয়েছে সতর্কতা। নিম্নাঞ্চল থেকে বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে জোরকদমে। আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে একাধিক জায়গায়। আবহাওয়াবিদদের মতে, 'মন্থা' স্থলভাগে আছড়ে পড়ার পর তার প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের পাশাপাশি পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি ও কলকাতাতেও দেখা দিতে পারে বৃষ্টির তীব্রতা ও ঝোড়ো হাওয়া। একদিকে প্রশাসনের প্রস্তুতি, অন্যদিকে মানুষের মনে বাড়ছে উৎকণ্ঠা- উপকূলজুড়ে এখন একটাই প্রশ্ন, কতটা তাণ্ডব দেখাবে ঘূর্ণিঝড় 'মন্থা'।

বিদ্যুতের সমস্যা মেটাতে দক্ষিন ২৪ পরগনায় বিদ্যুতের সাব স্টেশন তৈরি হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ২৮ অক্টোবর ঃ সুন্দরবনের ১৩ টি ব্লক নিয়ে দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলায় ২৯ টি ব্লক। আর দ্বীপাঞ্চল বেষ্টিত এই জেলায় এবার বিদ্যুতের সমস্যা মেটাতে একাধিক সাব স্টেশন তৈরির কাজে হাত দিলো জেলা গ্রামীণ বিদ্যুৎ নিগম। জেলার সব জায়গায় ৩৩১১ কেভি সাব স্টেশন তৈরি হচ্ছে। ফলে বছর খানেকের মধ্যে বিদ্যুতের সমস্যা দূর হবে পুরো জেলা জুড়ে। উস্থির হটুগঞ্জ, মগরাহাটের শেরপুর, রায়দিঘির নন্দকুমারপুর, বারুইপুরের কুমোরহাট, বাসন্তীর ঝড়খালি, ক্যানিংয়ের হেরোভাঙা, মৌখালির মতো জায়গাতেও এই সাব স্টেশন তৈরি হবে। ফলে প্রান্তিক এলাকাতেও পৌঁছে যাবে বিদ্যুৎ। অপরদিকে গোসাবার ছোট মোল্লাখালিতেও হবে নতুন সাব স্টেশন। এর জন্য গোমোর ও বিদ্যাধরী নদীর উপর দিয়ে মোট ৩৩ হাজার ভোল্ট বিদ্যুতের তার যাবে। ছোট মোল্লাখালির ওই কাজের জন্য ইতিমধ্যেই কয়েকটি জায়গায় বিদ্যুতের পোল বসানোর কাজ জোরকদমে চলছে। জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার বেলে দুর্গানগর পঞ্চায়েত এলাকায় ইতিমধ্যে এই সাব স্টেশনের কাজ জোরকদমে চলছে। জয়নগর থানার ধোষায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ঠিক রাখার জন্য একটি অস্থায়ী সাব-স্টেশন তৈরি করা হয়েছে। আরও নতুন সাব স্টেশন নির্মাণের জন্য শীঘ্রই টেন্ডার ডাকা হবে বলে বিদ্যুৎ দফতর সূত্রে জানা গেল। দফতর সূত্রে এ ও জানা গেল, কুলতলির মনিরতট এলাকায় এই কাজ শুরু হয়ে গেছে। লো- ভোল্টেজ ও লোডশেডিংয়ের সমস্যা এড়াতে কুলতলির মৈপীঠের দেবীপুর বাজারের কাছে সাব-স্টেশন নির্মানের জন্য জমি পাওয়া গেছে। কয়েকটি জায়গায় দ্রুত কাজ শুরু হবে। গোসাবার ছোট মোল্লাখালিতে সাব স্টেশন নির্মাণের জন্য প্রথম পর্যায়ে রাজাপুর থেকে কচুখালি গোমোর নদীর উপর দিয়ে তার নিয়ে যাওয়া হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে কচুখালি থেকে বড় মোল্লাখালি বিদ্যাধরী নদীর উপর দিয়ে ওই তার যাবে। ফলে জেলার সর্বত্র পরিষেবা মিলবে। আর এই সাব স্টেশন গুলি চালু হয়ে গেলে দক্ষিন ২৪ পরগনায় আর বিদ্যুৎ এর কোনো সমস্যা থাকবে না।

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/৩১_২০২৫/কে/৮৬৫; তারিখ: ২৩-১০-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন; টেন্ডার নং ঃ ৩১_২০২৫। কাজের নাম ঃ কাটিহার ডিভিশনে - দুই বছরের জন্য নিউ দিল্লি (এনডিএলএস) রেস্ট হাউস এবং ওআরএইচ বেলেঘাটা, কলকাতা সহ এসএসই/পি/কাটিহার, এসএসই/পি/মালদা টাউন এবং এসএসই/পি/বারসোই জংশনের আওতাধীন স্প্লিট এসি, উইন্ডো এসি, ক্যাসেট এসি, টাওয়ার এসি, প্যাকেজ এসি এবং ওয়াটার কুলারের সংশোধনমূলক মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার মূল্য: ৯৬,৩৫,১২৩.৯২/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ১,৯২,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এলএমজি/ইএনজিজি/৭৪ অফ ২০২৫, তারিখ: ২৪-১০-২০২৫; নিম্নোক্ত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ এসএসই/ডব্লিউ/ডব্লিউএস/লামডিং -এর আওতাধীন বারলাংফারে অবস্থিত ওয়াটার ইনটেক পয়েন্টে পি.এস ট্যাঙ্কের বড় মেরামত, প্রত্যেকটি ১০ লক্ষ গ্যালন ধারণক্ষমতার ২টি। টেন্ডার মূল্য: ৬৮,০২,৬৮১.৬৬/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,৩৬,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৮-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা হবে ১৯-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সামসেরগঞ্জের দু'টি সোনার দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৮ অক্টোবর ঃ সোমবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত বাসুদেবপুর বাজারে ঘটে গেল দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা। এদিন বাসুদেবপুর বাজারে দু'টি সোনার দোকানে সাটার কেটে তালা ভেঙে দোকানের সবকিছু লুটপাট করে নিয়ে যায় দুস্কৃতিরা। মঙ্গলবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ জয় মা জুয়েলার্স নামের এক সোনার দোকানের মালিক জানতে পারেন তার দোকানে চুরি হয়েছে। তৎক্ষণাত তিনি বাজারে এসে দেখেন, সাটার কেটে, পাঁচটি তালা ভেঙে দোকানের ভেতরে তছনছ করেছে চোরেরা । ঘটনার খবর পেয়ে ভোরেই বাসুদেবপুর বাজারে পৌঁছায় সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। জয় মা জুয়েলার্সের মালিক সরোজ কুমার দাস জানান, ভোরবেলায় আমি জানতে পারি আমার দোকানে চুরি হয়েছে। এসে দেখি পাঁচটি তালা ভাঙ্গা এবং সাটার কাটা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, চোরেদের যাতে সনাক্ত না করা যায় তাই প্রথমেই তারা দোকানের সিসি ক্যামেরার মুখ ঘুরিয়ে দেয়। তারপর দোকানে ঢুকে সবকিছু তছনছ করা হয়েছে। তার দাবি, দোকান থেকে প্রায় দু'ভরি সোনার গয়না, রুপোর গয়না এবং বেশ কিছু নগদ টাকা চুরি গেছে। অন্যদিকে, সাহা জুয়েলার্সের মালিক অনুপ কুমার দাসও দাবি করেছেন তার দোকান থেকেও বেশ কিছু অলংকার সামগ্রী ও নগদ টাকা খোয়া গেছে। তবে সামসেরগঞ্জের ব্যস্ততম এলাকার এই বাজার থেকে কীভাবে রাতের অন্ধকারে এই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটলো তা নিয়ে হতবাক স্থানীয়রা। এলাকায় পুলিশি নজরদারি আরও জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন তারা। ইতিমধ্যেই পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

ছট পূজার সময় স্টেশনগুলিতে স্বেচ্ছাসেবী সেবা প্রদান ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস-এর

মালিগাঁও, ২৮ অক্টোবর ঃ ছট পূজার শুভ উপলক্ষ্যে, ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস-এর স্বেচ্ছাসেবকরা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের অধীনে বিভিন্ন স্টেশনে সক্রিয়ভাবে

তাদের সহায়তা প্রদান করেন। তাদের প্রচেষ্টা উৎসবের ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং যাত্রীদের সহায়তা করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে, যা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা তার এখতিয়ারে সুগম, সুরক্ষিত এবং আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করার জন্য বিস্তৃত পদক্ষেপের পরিপূরক। এই প্রচেষ্টার সমর্থনে, কাটিহার এবং নিউ জলপাইগুড়ি জেলা সমিতির অধীনে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে স্বেচ্ছাসেবী পরিষেবা প্রদান করেছে। স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস, রোভারস, রেঞ্জার্স এবং ইউনিট লিডার সহ প্রায় ৩০ জন সদস্য কাটিহার, বারসোই, পূর্ণিয়া, যোগবাণী, ফরবেসগঞ্জ, নিউ জলপাইগুড়ি এবং কিষাণগঞ্জের মতো স্টেশনগুলিতে সক্রিয়ভাবে তাদের সহায়তা প্রদান করেন। তাদের অবদানের মধ্যে ট্রেনে ওঠা এবং নামার সময় ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং নির্দেশনা দেওয়া, যাত্রীদের প্ল্যাটফর্মে চলাচলে সহায়তা করা এবং তীর্থযাত্রী এবং দূরপাল্লার ভ্রমণকারীদের আরাম ও স্বস্তি নিশ্চিত করার জন্য বিনামূল্যে পানীয় জল সরবরাহ করা ছিল। উৎসবের মরশুমে চাহিদা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে, উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেল সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুটগুলিতে ৬২০ টি ট্রিপ কভার করে স্পেশাল ফেস্টিভ ট্রেন চালাচ্ছে। এই ট্রেনগুলি প্রধান গন্তব্যস্থানগুলিকে সংযুক্ত করেছে এবং নিজ শহর ও তীর্থস্থানে যাওয়ার যাত্রীদের জন্য সুবিধাজনক ভ্রমণ নিশ্চিত করেছে। প্রচণ্ড ভিড়ের পরিপ্রেক্ষিতে, কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, গুয়াহাটি, যোগবাণী এবং কিষাণগঞ্জ সহ প্রধান স্টেশনগুলিতে অস্থায়ী হোল্ডিং এরিয়া, উন্নত ঘোষণা প্রণালী, অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টার, অটোম্যাটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন এবং ২৪ ঘন্টাই খোলা থাকা ওয়ার রুম সহ বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাত্রীদের সহায়তা এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য অতিরিক্ত কর্মী এবং আরপিএফ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে, যাতে সুরক্ষিত এবং আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করা যায়। এই পদক্ষেপের ফলে উৎসবের সময় যাত্রীদের সুগম চলাচল নিশ্চিত হয়েছে এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সামুহিক সেবা এবং টীম ওয়ার্ক মনোভাবকে প্রতিফলিত করেছে। ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের স্বেচ্ছাসেবী সহায়তা পরিষেবা এবং শৃঙ্খলার মূল্যবোধকে তুলে ধরে, যা রেলওয়ের প্রচেষ্টার পরিপূরক। এই সম্মিলিত পদক্ষেপের মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ছট পূজা এবং অন্যান্য প্রধান উৎসবের সময় সুরক্ষিত, আরামদায়ক এবং সুসংগঠিত ভ্রমণের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

এক রাতে এলাকার ৭ মন্দির ও ৩ টি বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি!

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৮ অক্টোবর ঃ এক রাতে সাত মন্দির ও তিনটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন দেবনগর, উত্তর পাড়া, পাঙ্গা সাহেব বাড়ি এলাকায়। পর পর সাতটি মন্দির ও একের পর এক বাড়িতে হানা দেয় চোরের দল। সোমবার রাতে একটি বারোয়ারি মন্দিরেও চুরির ঘটনা ঘটে। মন্দির থেকে সোনা ও রূপোর অলঙ্কার লুট করেছে চোরের দল। মঙ্গলবার সকালে মন্দিরের নিত্য পুজোর পুরোহিত এসে দেখেন মন্দিরের গেটের তালা ভাঙা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাঁকডাক শুরু করেন। মায়ের মাথার সোনা বাঁধানো রুপোর মুকুট, ২টো হার, কানের খোয়া গেছে। যার আনুমানিক মূল্য ৩ লক্ষেরও বেশি। আশেপাশের এরম প্রায় ৬টি মন্দির থেকে চুরি হয়েছে এদিনই রাতে। বাড়ির মন্দির হোক কিংবা বারোয়ারি মন্দির, বাদ যায়নি কোনটাই। রাত নামতেই সন্তর্পণে চোরের আগমন হয়েছে। সকাল হতেই একের পর এক চুরির ঘটনা সামনে এসেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। দলবেঁধে চোরেরা এই চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে বলেই পুলিশের অনুমান। পর পর চুরির ঘটনা এলাকায় ব্যাপক আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে। রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারছেন না এলাকাবাসী। এই বুঝি চোরের দল হানা দিল। নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বাসিন্দারা।

মেট্রো রেল ভবনে আজ, ২৮.১০.২০২৫ তারিখে, মেট্রো রেল এবং আরভিএনএল-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে, স্বচ্ছোৎসব এবং স্বচ্ছতা হি সেবা ২০২৫ অভিযানের সময় ''স্বচ্ছ রেল স্বচ্ছ ভারত'' শীর্ষক পুস্তিকাটি উন্মোচন করেন মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শুভ্রাংশু শেখর মিশ্র।

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে সংশোধনমূলক মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/৩২_২০২৫/কে/৮৬৬, তারিখঃ ২৩-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ৩২_২০২৫, কাজের নামঃ কাটিহার ডিভিশনেঃ- এসএসই/পি/নিউ জলপাইগুড়ি, এসএসই/পি/শিলিগুড়ি জংশন এবং এসএসই/পি/কিষাণগঞ্জের অধিক্ষেত্রে স্প্লিট এসি, উইন্ডো এসি, ক্যাসেট এসি, টাওয়ার এসি, প্যাকেজ এসি এবং ওয়াটার কুলারের দুই বছরের জন্য সংশোধনমূলক মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার মূল্যঃ ৭২,৮২,৪৯৫.৪২ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,৪৫,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

এস আই আর ঘোষণা হতেই শুরু রাজনৈতিক সন্ত্রাস

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৮ অক্টোবর ঃ গতকাল বিকেলে ঘোষণা হয়েছে এসআইআর। জাতীয় নির্বাচন কমিশন মঙ্গলবার থেকেই এসআইআর ঘোষণার কথা বলেছেন। এসআইআর ঘোষণা হতেই রাজনৈতিক সন্ত্রাসে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহারের দিনহাটা। গতকাল গভীর রাতে কোচবিহার জেলার দিনহাটা শহরে বিজেপি নেতা অজয় রায়ের বাড়ির সামনে ব্যাপক বোমাবাজির অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের দিকে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখতে পাওয়া যায় গভীর রাতে বাইকে চেপে এবং পায়ে হেঁটে বেশ কিছু দুস্কৃতি অজয় রায়ের বাড়ির সামনে এসে এলোপাথারিই বোমাবাজি করতে থাকে। এই ছবি ভাইরাল হতেই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় দিনহাটা শহর জুড়ে। এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অজয় রায় বলেন - গতকাল গভীর রাতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহর পুত্র সায়ন্তন গুহ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আমার বাড়ির সামনে এসে বেশকিছু দুস্কৃতি নিয়ে বোমাবাজি করে পালিয়ে যায়। আসলে তারা এসআইআর নিয়ে চিন্তিত। কারণ যেভাবে ভুয়ো ভোটারের সাহায্যে ভোট বৈতরণী পার হয় তা আগামী দিনের সম্ভব নয় তা তারা বুঝে গেছেন।। দিনহাটার মানুষ সবকিছু দেখছে আগামী ২৬- এর বিধানসভা নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার দিয়ে এর সঠিক জবাব দেবেন। যদিও এই ঘটনা নিয়ে ব্যঙ্গ করেছে মন্ত্রী পুত্র সায়ন্তন গুহ। তিনি বলেন, অজয় রায়ের বাড়ির পাশেই আমাদের যুবনেতার বাড়ি সেখানে আমরা সকলে গিয়েছিলাম গতকাল ছট পুজো ছিল তার বাড়িতে চা খাওয়ার পরে আমরা যখন বাড়ি ফিরে আসলাম সেই সময় নিজেদের মধ্যেই কালিপটকা এবং দু একটি চকলেট বোম পড়েছিল এমন ভান করছে যেন এটমবোম পড়েছে পুরো দিনহাটা শহর ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি ব্যঙ্গ করে আরো বলেন - এন আই এর উপরেও যদি কোন তদন্ত সংস্থা থাকে তাদের দিয়ে তদন্ত করা খুব প্রয়োজন। অজয় রায় বলতে পারবে তার বাড়িতে কোন বোম পাওয়া গেছে বা কোনরকম ধোঁয়া দেখতে পাওয়া গেছে। স্বভাবতই এই ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোত্তর। এর আগে বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক সন্ত্রাসে উত্তপ্ত হয়েছে দিনহাটা। সামনেই নির্বাচন তার আগে আরো একবার শাসক এবং বিরোধী রাজনৈতিক তরজায় রীতিমতো অস্বস্তিতে সাধারণ মানুষ। এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার কথাও জানিয়েছেন অজয় রায়।

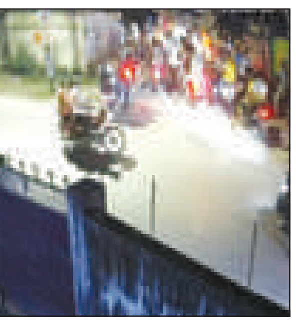

হামসফর সপ্তাহে একদিন নয় তিনদিন চালুর প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৮ অক্টোবর ঃ উত্তর-দক্ষিণের যোগাযোগ আরও মজবুত করতে এই প্রস্তাব দিলেন সাংসদ! উত্তরবঙ্গবাসীর জন্য দারুন সুখবর! জলপাইগুড়ি রোড থেকে শিয়ালদহ হামসফর সপ্তাহে একদিন নয় তিনদিন চালুর প্রস্তাব দিলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় রেলমন্ত্রীকে। তিনি সাক্ষাৎ করেন রেলমন্ত্রীর সঙ্গে, এমনই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন। কলকাতায় ইস্টার্ন রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্কারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে ধরেন তিনি। শুধু হামসফর নয়, জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন চালুর বিষয়েও উদ্যোগী হয়েছেন সাংসদ। তাঁর দাবি, জলপাইগুড়ি ও আশেপাশের জেলার যাত্রীদের সুবিধার্থে হাওড়া-এনজেপি বন্দে ভারত ট্রেনটি জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকেও চালু করা হোক। পাশাপাশি, পুরী ভ্রমণ ও ভুবনেশ্বরের এইমসে চিকিৎসার সুবিধার জন্য জলপাইগুড়ি রোড থেকে একটি নতুন ট্রেন চালুর প্রস্তাবও দিয়েছেন। দিঘা ভ্রমণের সুবিধার কথা ভেবে পাহাড়িয়া এক্সপ্রেসকে প্রতিদিন চালানোর দাবি তোলেন সাংসদ। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এনএফ রেলের জোনাল ইউজার্স কমিটির সদস্য পার্থ রায়। ডাঃ জয়ন্ত রায় জানান, মানুষের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই এই প্রস্তাবগুলি দিয়েছি। ইতিমধ্যেই রেলের পক্ষ থেকে আশ্বাস পাওয়া গেছে, ধাপে ধাপে এই দাবিগুলি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে। ইস্টার্ন রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্কার বলেন, সাংসদের সব প্রস্তাবই রেলের উচ্চমহলে পাঠানো হয়েছে। বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে।

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-43/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District- Purulia, **20(Twenty)** nos. works/Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in.** Document download/sell starting from **28.10.2025 up to 15.11.2025 16.00 PM**. Bid submission starting from **28.10.2025 up to 15.11.2025 at 16:00 AM**. And Opening on **17.11.2025 at 16:05 P.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

রসুলপুর বাজারে পরপর দোকানে চুরি, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৮ অক্টোবর ঃ পূর্ব বর্ধমানের মেমারির রসুলপুর বাজার এলাকায় সোমবার গভীর রাতে পরপর একাধিক দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রথমে একটি চালের দোকানের শাটার ভেঙে ভিতরে ঢোকে চোরের দল। দোকান থেকে নগদ প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ও পাঁচ বস্তা বিরিয়ানির চাল উধাও হয়ে যায়। এরপর একই রাতে চোরেরা একটি গয়নার দোকান, গ্যাস সিলিন্ডার ডিস্ট্রিবিউটরের দোকান ও একটি কাপড়ের দোকানেও হাত মারে। অভিযোগ, গয়নার দোকান থেকে কয়েক গ্রাম সোনা, গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরের দোকান থেকে প্রায় ২৫ হাজার টাকা নগদ, এবং কাপড়ের দোকান থেকে নগদ টাকাসহ কিছু সালোয়ার-কামিজ চুরি যায়। চুরির আগে সিসিটিভি ক্যামেরার তার কেটে দেয় দুস্কৃতীরা। এমনকি এলাকায় থাকা একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের জানলা ভাঙার চেষ্টাও করে তারা। যদিও রড কাটতে না পারায় ভিতরে ঢুকতে পারেনি বলে জানিয়েছে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। পুলিশ সূত্রে খবর, একাধিক দুস্কৃতী মিলে এই চুরির ঘটনায় যুক্ত। ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালিয়ে তদন্ত শুরু করেছে মেমারি থানার পুলিশ।

জামালপুরের পারাতলে শতবর্ষ প্রাচীন জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৮ অক্টোবর ঃ শতবর্ষ প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জগদ্ধাত্রী পুজো নতুন রূপে আবারও শুরু করল পারাতল যুব গোষ্ঠী। দীর্ঘ বিরতির পর ছয় বছর আগে এই পুজো নতুনভাবে শুরু হয় এই সংগঠনের

উদ্যোগে। তবে এই পুজোর সূচনা কিন্তু বহু আগে, স্বর্ণলতা সরকার ও তার পরিবার করেছিলেন। স্বর্ণলতা দেবী, যাঁর তিন কন্যা ছিলেন কিন্তু পুত্র সন্তান ছিল না, জীবদ্দশাতেই তাঁর বাড়ি ও জগদ্ধাত্রী মায়ের মন্দির পারাতল যুব গোষ্ঠীকে দান করে যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কন্যারা কিছুদিন পুজো পরিচালনা করলেও, এক বছর আর্থিক ও অন্যান্য সমস্যার কারণে পুজো বন্ধ থাকার পর যুব গোষ্ঠী সদস্যরাই মায়ের পুজো পুনরায় শুরু করেন। সেই থেকেই শুরু হয় পারাতল গ্রামে পুজোর নতুন অধ্যায়। এবারও মহা ধুমধাম করে অনুষ্ঠিত হচ্ছে পুজো। পারাতল স্কুলধার থেকে শোভাযাত্রা করে মাকে মন্দিরে আনা হয়। রাস্তার বিভিন্ন মোড়ে আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার পুজোর উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন জামালপুরের বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন, এবং পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ শিপ্রা ওঝা। মেহেমুদ খাঁন বলেন, শতবর্ষ প্রাচীন এই পুজো উদ্বোধন করতে পেরে আমি গর্বিত। প্রতিবছরই আসি এই আনন্দে শরিক হতে। এখানে অসাধারণ পরিবেশে পুজো হয়। তিনি আরও জানান, গতকাল তিনি কালনার শুঁড়ে সংঘশ্রী ক্লাবের পুজোও উদ্বোধন করেছেন, যেখানে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর থানার ওসি কৃপাসিন্ধু ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি ভূতনাথ মালিক, প্রধান মিঠু পাল, এবং অঞ্চল সভাপতি আজাদ রহমান। বিধায়ক অলোক মাঝি বলেন, বাঙালি উৎসবপ্রিয় জাতি। দুর্গা পুজো, কালী পুজোর পর এখন জগদ্ধাত্রী পুজোয় মাতোয়ারা সকলেই। পারাতল যুব গোষ্ঠীর এই পুজোয় এসে আমি সত্যিই মুগ্ধ। সংগঠনের সভাপতি জয়ন্ত সরকার ও সম্পাদক জগন্নাথ মজুমদার জানান, দশমী পর্যন্ত চলবে এই পুজো, প্রতি রাতে থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দশমীর দিন ভোগ খাওয়ানো হবে। আবহাওয়ায় সামান্য বিঘ্ন ঘটলেও উৎসবের আমেজে তার প্রভাব পড়েনি। দুর্গা, কালী, ও জগদ্ধাত্রী - সব পুজোতেই যেমন দেখা যায়, এখানেও সম্প্রীতির আবহ স্পষ্ট। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলে মিলে এই উৎসবে অংশ নিচ্ছেন। তাই তো, মুসলিম সম্প্রদায়ের হলেও মেহেমুদ খাঁন একের পর এক পুজো উদ্বোধনে আমন্ত্রিত হন - জামালপুরের ধর্মীয় সম্প্রীতির এ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

জুয়ার ঠেকে পুলিশের হানায় গ্রেফতার ৫, আদালতে পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৮ অক্টোবর ঃ সোনামুখী থানার পুলিশ জুয়ার ঠেকে হানা দিয়ে পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোনামুখী থানার একটি বিশেষ দল মানিকবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কৃষ্ণবাটি জঙ্গলে অভিযান চালায়। অভিযানে জুয়া খেলার সময় পাঁচজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলা হয়। তাদের কাছ থেকে পাঁচটি মোবাইল ফোন, তিনটি মোটরসাইকেল, বিপুল অঙ্কের নগদ অর্থ, তাসসহ জুয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে মঙ্গলবার বিষ্ণুপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জুয়া-বিরোধী অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।

কাটিহার মণ্ডলে পার্কিং স্ট্যাণ্ড ঠিকা প্রদানের জন্যে ই-নিলাম

কাটিহার মণ্ডলের পার্কিং স্ট্যাণ্ডের ঠিকা প্রদানের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১০৯৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-পার্কিং-পিআরএনএ-

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-কেআইআর-বিওআরএ-এমএক্স-১৪০-২৫-২ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের বাগডোগরা ষ্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/২	পার্কিং-কেআইআর-ইকেআই-এমএক্স-১০৩-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের একলাখী ষ্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৩	পার্কিং-কেআইআর-কেএনই-এমএক্স-১০৫-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের কিশনগঞ্জ/পিআরএস দিশায় দুই চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত (ব্যক্তিগত বাহন) বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৪	পার্কিং-কেআইআর-পিআরএনএ-এমএক্স-১৪৩-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের পূর্ণিয়া ষ্টেশনে দুই চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত (কার) বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৫	পার্কিং-কেআইআর-এআরআর-এমএক্স-১১১-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের আরারিয়া ষ্টেশনে চতুর্দিকের এলাকায় দুই চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত (ব্যক্তিগত বাহন) বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৬	পার্কিং-কেআইআর-এমএলএফসি-এমএক্স-১৪১-২৫-৩ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের মালডা কোর্ট ষ্টেশনে দুই চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত (কার) বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৭	পার্কিং-কেআইআর-বিএনডিপি-এমএক্স-১৬২-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের বুনিয়াদপুর ষ্টেশনে দুই চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত (ব্যক্তিগত বাহন) বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এবি/১	পার্কিং-কেআইআর-এনজেপি-পিসিসিভি-১৪৪-২৫-১ (পার্কিং-প্যাসেঞ্জার ক্যারিং কমার্সিয়ল ভেহিকল)	কেবল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে - গুডস শেড এলাকায় ট্রাক পার্কিং
এবি/২	পার্কিং-কেআইআর-এমএলএফসি-পিসিসিভি-১৫১-২৫-১ (পার্কিং-প্যাসেঞ্জার ক্যারিং কমার্সিয়ল ভেহিকল)	মালদা কোর্টে তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত (ট্যাক্সি) এবং ট্রাক/বাসের পার্কিং সুবিধা

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৭-১১-২০২৫ তারিখে ১০.৩০ ঘন্টায় এবং বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১২.২০ ঘন্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

গৃহস্থালী

মেঝেয় রঙ্গোলির স্টিকার তুলতে নাজেহাল? জগদ্ধাত্রী পুজোর আগে জেনে নিন পরিষ্কারের কৌশল

দীপাবলিতে গৃহসজ্জায় রঙ্গোলি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেউ কেউ নিজে হাতে বাড়িতে রঙ্গোলি আঁকেন। আবার কেউ কেউ এখন ব্যস্ততার চাপে হালফিলের রঙ্গোলি স্টিকারের উপর ভরসা করেন। উৎসবের মরশুম শেষে হাতে তৈরি রঙ্গোলি উঠে যায় সহজেই। রঙ্গোলি স্টিকার নিয়ে যত ঝক্কি। কিছুতেই তা মেঝে থেকে তুলে ফেলা সম্ভব হয় না। এদিকে আবার সামনেই জগদ্ধাত্রী পুজো। তার আগে ঘর পরিষ্কার করতে চাইলে জেনে নিন সহজ কৌশল। একটি পাত্রে গরম জল নিন। তাতে কিছুটা বাসন মাজার সাবান মেশান। যেখানে স্টিকার লেগে রয়েছে তার উপর ওই মিশ্রণ দিন। কিছুক্ষণ রেখে হালকা হাতে ঘষে তুলে ফেলুন। স্টিকারের দাগ উঠে যেতে বাধ্য। একটি কাপড়ে রাবিং অ্যালকোহল দিন। এবার ভালো করে ওই স্টিকারটি উপর ঘষুন। মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যে মেঝে পরিষ্কার হতে বাধ্য।

যেখানে স্টিকারটি লাগানো রয়েছে, সেখানে রান্নার তেল কিংবা অলিভ অয়েল দিয়ে ঘষে নিন। কিছুক্ষণের মধ্যে ম্যাজিকের মতো কাজ করবেন। ভিনিগারও স্টিকারের জেদি দাগ পরিষ্কারে দারুণ কাজ করে। মেঝেতে খুব বেশিক্ষণ ভিনিগার দিয়ে রাখবেন না। তাতে রং বদলের সম্ভাবনা তৈরি হয়। রঙ্গোলির স্টিকার মেঝে থেকে তোলার আগে বেশ কয়েকটি কথা মাথায় রাখা প্রয়োজন। সেগুলি হল- যে মিশ্রণ দিয়ে রঙ্গোলির স্টিকার তুলছেন, সেটি মেঝের কোনও এক কোণে প্রথমে ঢেলে রাখুন। দেখে নিন মেঝের রং পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে কিনা। সেই অনুযায়ী ওই মিশ্রণ ব্যবহার করুন। আপনার ব্যবহার করা রাসায়নিক মেঝের ক্ষতি করতে পারে। তাই চেষ্টা করুন রাসায়নিক ব্যবহার না করতে। খুব বেশি জোরে ঘষবেন না। তাতে মেঝের ক্ষতি হতে পারে।

দুরন্তবার্তা পরিচালিত চন্দ্রননগরের সেরা পুজোগুলোর মধ্যে অন্যতম পুজা গুলোকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। ছবি -চিত্রজিৎ দত্ত।

লেকটাউনে শ্রীভূমির শতদল ক্লাবের ৫১ তম বর্ষের জগদ্ধাত্রী মূর্তি উন্মোচন করলেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বোস। নিজস্ব ছবি।

সাবধান! ভুলেও চাইবেন না অন্যের ব্যবহার করা এই ৫ জিনিস

ছোটবেলা থেকেই আমরা শুনে আসছি 'শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং'। আর সেই ভাবেই মধ্যবিত্ত মানসিকতায় অন্যের জিনিস ব্যবহারে কোনও বাধা নিষেধ দেখা যায় না। কারণে হোক বা অকারণে অন্যের জিনিস ব্যবহারে মজা পান, এমন অনেক মানুষই রয়েছেন। তা সে জামাকাপড় হোক বা ঘড়ি-জুতো যাই হয়ে থাক না কেন! কিন্তু বাস্তুশাস্ত্র বলছে, এই অভ্যেস মোটেও ভালো নয়। বরং হঠাৎ করেই আপনার উন্নতির পথ রুদ্ধ হতে পারে। অশুভ শক্তির আঁতাতে নষ্ট হতে পারে ব্যক্তিগত জীবন।

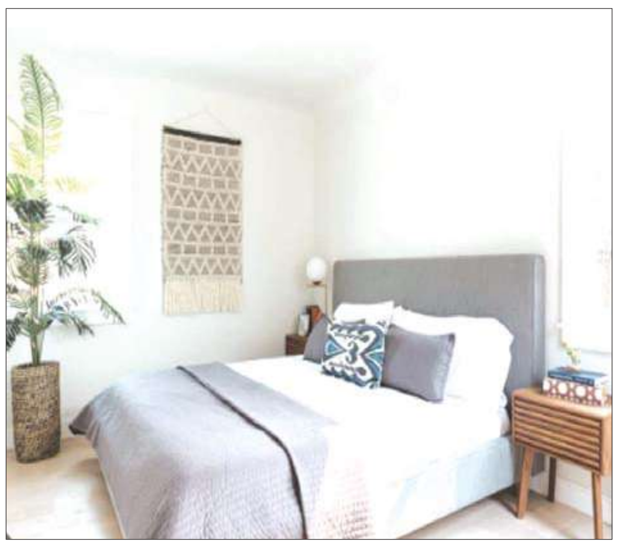

কীভাবে সতর্ক হবেন?

(১) অনেকেই অন্যের পছন্দের ঘড়ি নিজের হাতে গলিয়ে নেন। বাস্তুশাস্ত্র মতে অন্যের হাতের ঘড়ি একদমই নিজের হাতে গলানো উচিত নয়। অন্যের ঘড়ি পরলে তাঁর গ্রহদশা, যোগ, নক্ষত্রের অবস্থান সরাসরি আপনার জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে এটি আপনার দুর্ভাগ্যের কারণও হয়ে উঠতে পারে।

(২) কখনও কারোর আঙুলের আংটি ধার করে ভুলেও নিজের আঙুলে গলাবেন না। বাস্তুশাস্ত্র মতে, আপনার জীবনে কুপ্রভাব পড়তে পারে। ব্যক্তির গ্রহের অবস্থান সবচেয়ে বেশি আবদ্ধ থাকে আংটিতেই। সেই আঙটি আপনি ধারণ করলে তা আপনার ভাগ্যকে প্রভাবিত করতে পারে।

(৩) কারোর পরিধান করা জামাকাপড় ভুলেও নিজের গায়ে গলাবেন না। পোশাকের মধ্যে ব্যক্তির আশা, আকাঙ্খা আভা লুকিয়ে থাকে। অন্যের অকাচা কাপড় তা আপনার ভাগ্যকে প্রভাবিত করতে পারে। নেগেটিভ এনার্জির ফলে খারাপ প্রভাব পড়তে পারে আপনার জীবনে। (৪) ব্যাঙ্কে হোক বা পোস্ট অফিসে। কোনও দরকারি কাজে গেলে অনেকসময় কলম নিয়ে যেতে ভুলে যান অনেকেই। সেক্ষেত্রে ধার করা ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। কিন্তু বাস্তুশাস্ত্র মতে, অন্যের কলম নিজের কাছে রাখলে কেরিয়ার নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই ভুলেও অন্যের ব্যবহার করা কলম বাড়িতে তুলবেন না। (৫) কারোর বাড়িতে গিয়েছেন? তাঁর ব্যবহার করা বিছানায় ভুলেও শোবেন না। বাস্তুশাস্ত্র বলছে, এতে আর্থিক

গুয়াহাটিতে অপহরণের ব্যর্থ চেষ্টা, উদ্ধার অপহৃত ব্যক্তি, গ্রেফতার আট

গুয়াহাটি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.)ঃ গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর থানার পুলিশ অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অভিযান চালিয়ে অপহরণকারীদের কবজা থেকে উদ্ধার করেছে অপহৃত জনৈক যুবককে। অপহরণের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে অতি সক্রিয় বেসরকারি সংগঠন 'লাচিত সেনা'-র আট সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ আজ সোমবার দিশপুর থানা সূত্রে জানা গেছে।

পুজোর বাসিফুলই বাগান পরিচর্যার ব্রহ্মাস্ত্র! জেনে নিন কীভাবে সার তৈরি করবেন

পুজোর সময় ফুল প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়িতেই ব্যবহার করা হয়। দিন পেরতে না পেরতেই সিংহাসনে থাকা ফুল বাসি। শুকনো ফুল তুলে সিংহাসন পরিষ্কার করেন গৃহিণী। আর তা ফেলে দেওয়া হয়। তবে জানেন কী, পুজোয় ব্যবহৃত শুকনো ফুলই বাগান পরিচর্যার ব্রহ্মাস্ত্র। ঘরোয়া পদ্ধতিতে সামান্য কসরতেই শুকনো ফুল দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে সার। তাই রোজকার বাসি ফুল ফেলে দেওয়ার আগে জেনে নিন সার তৈরির পদ্ধতি।

সিংহাসন পরিষ্কারের সময় প্রথমে পূজা বর্জ্য চরিত্র অনুযায়ী আলাদা করুন। যেমন - শুকনো ফুলের সঙ্গে শুকনো ফুল রাখুন। তেমনই আবার বেলপাতা, কলাপাতা, দূর্বা আলাদা করে রাখুন।

বাগান থাকলে পিছনের দিকে একটি জায়গায় সেগুলি আলাদা আলাদা করে ফেলে রাখুন। আবার ব্যালকনি হলে সেখানে আলাদা আলাদা বিনে পূজা বর্জ্য রেখে দিন।

নাইট্রোজেন, কার্বন সমৃদ্ধ সার চাইলে আলাদা করে মিশ্রণ তৈরি করতে হবে। শুকনো গাঁদা, জবা, জুঁইয়ের সঙ্গে সবুজ পাতার সঙ্গে ফেলে দেওয়া খাবার মিশিয়ে নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ সার তৈরি সম্ভব। কার্বন সমৃদ্ধ সার তৈরির ক্ষেত্রে শুকনো কলাপাতা, নারকেল, কাগজ একসঙ্গে মেশাতে হবে।

মাটিতে মেশানোর সময় অবশ্যই সারের পরিমাণ বুঝে দিন। নইলে অতিরিক্ত সারের প্রভাবে গাছের ক্ষতি হতে পারে।

সার তৈরির সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আপনার পূজা বর্জ্যের সঙ্গে ভুল করেও কাপড়ের ফুল যেন না মিশে যায়। তাতেও গাছের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

এই বর্জ্য যাতে বাড়ির খুদে সদস্যের হাতে না চলে আসে, সেদিকে নজর রাখুন। যখন বাগানে গাছের গোড়ায় বাড়িতে তৈরি সার দেবেন তখন অবশ্যই গ্লাভস পরুন। নইলে হাতের ক্ষতি হতে পারে।

ট্রাম্পের শুল্ক নীতিতে ক্ষুব্ধ প্রাক্তন মন্ত্রী

২৮ অক্টোবর ঃ ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার হোয়াইট হাউসের দখল নেওয়ার পর ভারত-মার্কিন সম্পর্কে কাঁটা বিছিয়েছে। বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চললেও শুল্ক খাঁড়ার কোপে রক্তক্ষরণ চলছেই। এহেন পরিস্থিতির মাঝেই এবার ট্রাম্পের সমালোচনায় মুখর হলেন আমেরিকার প্রাক্তন বাণিজ্য মন্ত্রী জিনা রাইমন্ডো। তাঁর অভিযোগ, বন্ধু ভারতের সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে। ট্রাম্পের নীতি বিশ্বে আমেরিকাকে একঘরে করছে। হার্ভাড কেনেডি স্কুলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের ভুল নীতির সমালোচনায় সরব হয়ে জিনা বলেন, বর্তমান সরকার আমেরিকার সমস্ত বন্ধু দেশগুলিকে অসন্তুষ্ট করছে। 'আমেরিকাকে গ্রেট' বানানোর নীতি আলাদা, কিন্তু আমেরিকাকে বিশ্বে একা করে দেওয়ার নীতি বিধ্বংসী। বিশ্বে আমেরিকাকে ' করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। জিনার কথায়, ইউরোপ, জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে অংশীদারিত্ব বাড়ানো আমেরিকাকে শক্তিশালী করার জন্য অপরিহার্য। এই দেশগুলির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বা।াতে অনেক কিছুই করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গেই ভারতের কথা উল্লেখ করে প্রাক্তন মার্কিন মন্ত্রী বলেন, আমি মনে করি ভারতের সঙ্গে আমরা যা করছি তা বড়সড় ভুল। বন্ধু দেশের সঙ্গে বিরুদ্ধে এহেন আচরণ অত্যন্ত অন্যায় বলে দাবি করেন তিনি। উল্লেখ্য, ভারত-মার্কিন বাণিজ্যচুক্তি সম্পন্ন না হওয়ার কারণে প্রথমে ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে আমেরিকা। পরে রাশিয়ার থেকে তেল কেনার জন্য আমেরিকা অভিযোগ তোলে রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধে পরোক্ষভাবে রাশিয়াকে মদত দিচ্ছে ভারত। এই অভিযোগে আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হয় ভারতের উপর। সবমিলিয়ে ভারতের ঘাড়ে পড়ে ৫০ শতাংশ শুল্কের কোপ। আমেরিকার এহেন খামখেয়ালি শুল্ক কোপ আমেরিকার অন্দরেই সমালোচিত হয়েছে বারবার। এদিকে ভারত-মার্কিন বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চলেছে। কিন্তু এখনও একমত হয়ে চুক্তি সই করতে পারেনি দু'পক্ষ। বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, সেদেশের কর্পোরেট সংস্থাগুলির চাপে কৃষিপণ্য, মৎস্য এবং ডেয়ারি পণ্যের ভারতীয় বাজার উন্মুক্ত করতে চায় আমেরিকা। সেই শর্তে রাজি নয় ভারত। তার ফলেই আটকে রয়েছে ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি।

Name Change
I, Somjit Roy (Old Name) S/O–Juran Chandra Roy resident of - Kanthalbaria , Nakashipara , Nadia , West Bengal, Pin-741126 do hereby declared that I have changed my name from Somjit Roy to Sanjit Kumar Roy and henceforth I shall be known as Sanjit Kumar Roy (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Sanjit Kumar Roy & Somjit Roy both are same and one identical person.

Name Change
I, Khokhon Baroi & Khokan Baroi (Old Name) S/O–Pabitra resident of Malkot , Shikarpur , Karandighi , Dist-Uttar Dinajpur , West Bengal, Pin-733201 do hereby declared that I have changed my name from Khokhon Baroi & Khokan Baroi to Khokan Badai and henceforth I shall be known as Khokan Badai (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Khokan Badai (new name) & (old name) Khokhon Baroi & Khokan Baroi both are same and one identical person.

Name Change
I, Saidur Rahaman Sk & Saidar Rahaman (Old Name) S/O–Alhamdo resident of Mahalandi Bautipara , Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Saidur Rahaman Sk & Saidar Rahaman to Seikh Saidur Rahaman and henceforth I shall be known as Seikh Saidur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Seikh Saidur Rahaman (new name) & (old name) Saidur Rahaman Sk & Saidar Rahaman both are same and one identical person.

Name Change
I, Datatali Sk (Old Name) S/O– Gul Mohammad resident of Chak Rangapara , Milki , Beldanga , Murshidabad , West Bengal, Pin- 742163 do hereby declared that I have changed my name from Datatali Sk to Doyat Ali Sekh and henceforth I shall be known as Doyat Ali Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025.My name Doyat Ali Sekh & Datatali Sk both are same and one identical person.

Name Change
I , Sajahan Sk (Old Name) S/O–Suvan Sk resident of Vill- Alighata , Po-Dear Fatepur , Ps-Lalgola , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742148 do hereby declared that I have changed my name from Sajahan Sk to Sajahan Sekh and henceforth I shall be known as Sajahan Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025.My name Sajahan Sekh & Sajahan Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Abdul Rahaman (Old Name) S/O–Mukbul Sk resident of Jibanpur, Ranitala, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Rahaman to Abdur Rahaman and henceforth I shall be known as Abdur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Abdur Rahaman & Abdul Rahaman both are same and one identical person.

Name Change
I, Rumpa Roy (Old Name) W/O–Goutam Sarkar resident of - Hanspukuria Natunpara , Hanspukuria , Palashipara , Nadia , West Bengal, Pin- 741160 do hereby declared that I have changed my name from Rumpa Roy to Rumpa Sarkar and henceforth I shall be known as Rumpa Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Rumpa Sarkar & Rumpa Roy both are same and one identical person.

Name Change
I, Abbash Sekh (Old Name) S/O– Iyatulla Sk resident of Vill- Rangamatichandpara , Po-Jadupur , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742405 do hereby declared that I have changed my name from Abbash Sekh to Abbas Sk and henceforth I shall be known as Abbas Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Abbas Sk & Abbash Sekh both are same and one identical person.

Name Change
I, Nurjahan Khatun (Old Name) W/O–Sabir Ali resident of Bajarpara, Ramna Etbarnagar, Basantapur, Domkal, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Nurjahan Khatun to Nurjahan Bibi and henceforth I shall be known as Nurjahan Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Nurjahan Bibi & Nurjahan Khatun both are same and one identical person.

Name Change
I, Mst Mujkera Bibi (Old Name) W/O–Sayedul Islam resident of Sitalpara , Ramna Sekhdighi, Sagardighi- , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742227 do hereby declared that I have changed my name from Mst Mujkera Bibi to Musamat Mujkeera Begam and henceforth I shall be known as Musamat Mujkeera Begam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Musamat Mujkeera Begam & Mst Mujkera Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I , Sampa Bibi (Old Name) W/O–Minarul Islam resident of Vill- Alighata , Po-Dear Fatepur , Ps-Lalgola , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742148 do hereby declared that I have changed my name from Sampa Bibi to Sampa Khatun and henceforth I shall be known as Sampa Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025.My name Sampa Khatun & Sampa Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Sejabul Sk (Old Name) S/O–Kalimuddin resident of Vill- Chak Protappur , Po-Mothabari , Ps- Mothabari , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732207 do hereby declared that I have changed my name from Sejabul Sk to Md Sejabul Sk and henceforth I shall be known as Md Sejabul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Md Sejabul Sk & Sejabul Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Sahajamal, my father's (Old Name) Maksed Sekh resident of Vill- & Po-Sekhpara , Ps-Raninagar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742308 do hereby declared that I have changed my father's name from Maksed Sekh to Maksed Ali Mondal and henceforth my father's name shall be known as Maksed Ali Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My father's name Maksed Ali Mondal & Maksed Sekh both are same and one identical person.

সফলতার সাথে প্রতারিতদের অর্থ ফেরত করল নব বারাকপুর থানা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নববারাকপুর,২৮ সাইবার প্রতারণার ফাঁদে ব্যতিব্যস্ত আজকের সাধারণ মানুষের জীবন। সাইবার জগৎ অর্থা ইন্টারনেট, মোবাইল ইত্যাদি ছাড়া আজকের মানুষের জীবন ভাবাই যায় না।

Name Change
I,AMANUL HOQUE (old name) S/O - JIYAR MONDAL , residing at SALIGRAM PO- SALIGRAM PS-NAKASHIPARA DIST-NADIA PIN-741154. West Bengal, do hereby declare that I,have changed my name AMANUL HOQUE (old name) to AMANUR MONDAL (new name) and henceforth I shall be known as AMANUR MONDAL (new name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Domkal court dated on 28/10/2025. AMANUR MONDAL(New name) & AMANUL HOQUE (old name) both name are same and one identical Person.

Name Change
I, Jaydeb Das (old name) son of Madan Mohan Das, residing at Vill & P.O – Barbasudebpur, P.S – Sutahata, Dist: Purba Medinipur, Pin: 721645, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Joydeb Das (new name) as declared before the Ld. Executive Magistrate, Haldia vide affidavit No. 1083 dated 06/08/2025. Jaydeb Das and Joydeb Das both are same and one identical person.

Name Change
I, Abdul Matin Molya (old name) son of Masiyar Rahaman Molla, residing at Fulbari, P.O- Jogendra Nagar, Canning, Dist: South 24 Parganas, Pin: 743329, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Abdul Matin Molla (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 28/10/2025. Abdul Matin Molya and Abdul Matin Molla both are same and one identical person.

Name Change
I, Masiyar Rahaman Molya (old name) son of Daud Molla, residing at Fulbari, P.O- Jogendra Nagar, Canning, Dist: South 24 Parganas, Pin: 743329, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Masiyar Rahaman Molla (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 28/10/2025. Masiyar Rahaman Molya and Masiyar Rahaman Molla both are same and one identical person.

Name Change
I,AIJEL SEKH (old name) S/O -SAHAJAMALA SEKH , residing at CHAPRA PO- BANGALJHI PS-CHAPRA DIST-NADIA PIN-741123. West Bengal, do hereby declare that I,have changed my name AIJEL SEKH (old name)to AIJEL SHAIKH (new name) and henceforth I shall be known as AIJEL SHAIKH (new name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Domkal court dated on 28/10/2025. AIJEL SHAIKH (New name) & AIJEL SEKH (old name) both name are same and one identical Person.

Name Change
I, Madhabbhatt Acharjee (Old Name) S/o Ajit Kumar Bhattacharya Residing at Vill - Berachampachara Bagan, P.o - Debalaya, P.s - Deganga, District - North 24 Parganas, Pin - 743424, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Madhabbhatt Acharya (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 24-10-2025. Madhabbhatt Acharjee (Old Name) and Madhabbhatt Acharya (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Priya Bhattacharjee (Old Name) W/o Mrinmoy Ghosh Residing at Vill - Changdana, P.o - Belapur, P.s - Deganga, District - North 24 Parganas, Pin - 743423, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Priya Bhattacharya (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 24-10-2025. Priya Bhattacharjee (Old Name) and Priya Bhattacharya (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Yakub Goldar (Old Name) S/o Golam Rabbani Goldar Residing at Vill - Swarupnagar, P.o - Kachua Swarupnagar, P.s - Matia, District - North 24 Parganas, Pin - 743293, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Iyakub Goldar (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 24-10-2025. Yakub Goldar (Old Name) and Iyakub Goldar (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Saddam Hussen Mondal (Old Name) S/o Kuddus Ali Mandal Residing at Vill - Huda Bishnupur, P.o - Shimulia, P.s - Gopalnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743262 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Saddam Hossain Mandal (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 21-10-2025. Saddam Hussen Mondal (Old Name) and Saddam Hossain Mandal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Khalilur Rahaman Sekh (Old Name) S/o Sk Keramat Residing at Vill - Rajnagar, P.o - Kumarpur, P.s - Bhabanipur, District - Purba Medinipur Pin - 721654 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sk Khalilur Rahaman (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Haldia vide affidavit no 11422 Dated 27-10-2025. Khalilur Rahaman Sekh (Old Name) and Sk Khalilur Rahaman (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Imtiyaz (old name) S/O Mushtaque Ahmed, residing at I-82/5, Kasai Para, Po & Ps.- Garden Reach Kolkata, Pin-700024, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Imtiyaj Ahmed (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 21/10/2025. Imtiyaj Ahmed (new name) and Md Imtiyaz (old name) both are same and identical person.

Name Change
I ARIF SK S/O RAFIK MISTRI MY FATHER NAME HASBEEN RECORDED IN MY BIRTH CERTIFICATE AND VOTAR CARD, AADHAAR CARD AS RAFIK SK. AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 13/ 10/ 25 MY FATHER RAFIK MISTRI AND RAFIK SK IS SAME PERSON. R/O VILL GANGA BAS PO AMGHATA DIST NADIA.

Name Change
I ARIF SK S/O RAFIK MISTRI MY MOTHER NAME HASBEEN RECORDED IN DALIYA BIBI IN HER VOTER AND ADDHAAR CARD. AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNA GAR COURT ON 13.10.25 MY MOTHER DALIYA BIBI AND DALI BIBI IS SAME PERSON R/O VILL GANGA BAS PO-AMGHATA DIST NADIA.

Name Change
I, FATEMA BIBI (Old Name) W/O SAHAD BUKSH MOLLA Residing at Laskar Para, Chatta Kalikapur, District - South 24 Parganas, Pin - 700140 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as FATEMA BEGAM (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 24-10-2025. FATEMA BIBI (Old Name) and FATEMA BEGAM (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I BISHU PODDER (Father's Name) on behalf my minor daughter TITLE PODDER (Old Name) Residing at 100, Niranjan Sen Nagar, P.O. & P.S.-Baranagar, District-North 24 Parganas, Pin-700108, West Bengal, India have changed her name and she shall henceforth be known as TITLI PODDER (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit Dated 24/10/2025. TITLE PODDER (Old Name) and TITLI PODDER (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, ANWARA BIBI (Old Name) D/O AZAD ALI MALLIK Residing at Aguri Band Punisol, P.O.-Punisole, District - Bankura, Pin - 722152 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as ANUARA BEGAM MALLIK (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 24-10-2025. ANWARA BIBI (Old Name) and ANUARA BEGAM MALLIK (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, FATMA ZOHRA (Old Name) W/O SHAHID ANIS Residing at 22, Rai Charan Ghosh Lane, P.O.& P.S-Tiljala, District - Kolkata, Pin - 700039 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as ZOHRA FATEMA (New Name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit no 45700, dated 11-07-2024. FATMA ZOHRA (Old Name) and ZOHRA FATEMA (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, RUPA CHOWDHURY (Old Name) D/O Late SACHINDRA LAL CHAWDHURY Residing at 13, Sukanta Park, Prafulla Kanan, District - North 24 Parganas, Pin - 700101 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as RUPA CHAWDHURY (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 24-10-2025. RUPA CHOWDHURY (Old Name) and RUPA CHAWDHURY (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, ANTARA CHATTACHERJEE (Old Name) W/O DEBASIS CHATTERJEE Residing at 3, Raja Raj Krishna Street, Flat-A-5, P.O-Beadon Street, P.S.-Burtala, District - Kolkata, Pin - 700006 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as ANTARA CHATTERJEE (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 5, Dated 24-10-2025. ANTARA CHATTACHERJEE (Old Name) and ANTARA CHATTERJEE (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, HASANUJAMAN NAODA S/O LIYAKAT NHODA MY NAME HASBEEN RECORDED IN MY VOTER CARD AS HASANUJAMAN MAODA AFIDAFIT BY JUDICIAL MAGISTRATE ALIPORE COURT ON 8/8/25 HASANUJAMAN NADOA, AND HASANUAMAN MAODA AND HASNADIAJMAN SK IS SAME PERRSON R/O VILL - SALI GRAM PS - NAKASHIPARA NADIA.

Name Change
I, KHASRU AMIN (Old Name) S/O SAHAJAHAN KABIR MONDAL Residing at Vill-Banglani Dakshin Para, P.O-Banglani, P.S-Swarupnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743286 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as KHASRU AMIN MONDAL (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barasat vide affidavit no 5394, dated 17-10-2025. KHASRU AMIN (Old Name) and KHASRU AMIN MONDAL (New Name) both are same and identical person.

মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা সুচিকিৎসা

Name Change
I, Saokat Sardar S/o Late Jamser Sardar Residing at Vill - South Iswaripur, P.o - Iswaripur, P.s - Canning Now Jibantala, District - South 24 Parganas, Pin- 743502, West Bengal India that my deceased father who previously known as Jamser, Sardar Jamsed (Old Name) shall henceforth be known as Jamser Sardar (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) vide affidavit no 63186 dated 25-09-2025. I declare that my deceased father Jamser, Sardar Jamsed (Old Name) and Jamser Sardar (New Name) is same and one identical person.

Name Change
I, Narendra Kashyap (old name) son of Haribons Kashyap, 111B, Netaji Subhas Road, Barabazar, Canning Street, Kolkata – 700001, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Narindra Kashyap (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 27/10/2025. Narendra Kashyap and Narindra Kashyap both are same and one identical person.

Name Change
I, Dev Kumar Daftari (Old Name) S/o Late Rup Chand Daftari Residing at Flat-2C, 2nd Floor, 302, New Station Road, Hind Motor, Vtc - Uttarpara, P.o - Bhadrakali, District- Hooghly, Pin - 712232, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Deu Kumar Daftari (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 06/2025 Dated 28-10-2025. Dev Kumar Daftari (Old Name) and Deu Kumar Daftari (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Arihant Kumar Daftari (Old Name) S/o Deu Kumar Daftari Residing at Flat-2C, 2nd Floor, Sumangal Enclave, 302, New Station Road, Hind Motor, Vtc - Uttarpara, P.o - Bhadrakali, District- Hooghly, Pin - 712232, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Arihant Daftari (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 07/2025 Dated 28-10-2025. Arihant Kumar Daftari (Old Name) and Arihant Daftari (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Zarina Khan (Old Name) D/o Alihasil Khan Residing at 6/14H/4, Nilmoni Halder Lane, Vtc+P.o - Dharmatala, District - Kolkata, Pin - 700013 West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Zareena Begum (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 05/2025 Dated 28-10-2025. Zarina Khan (Old Name) and Zareena Begum (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Jasim Mandal (পুরাতন নাম) পিতা Jahed Mandal ঠিকানা barachupria, Paschimpara, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 27-10-2025 এর Affidavit no 0052025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Jasim Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Jasim Mondal (নতুন নাম) ও Jasim Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Shymal Kumar Roy (পুরাতন নাম) পিতা Subhash Chandra Roy ঠিকানা 568B, Natun Pukur Road, P.oP.s - Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700124, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 27-10-2025 এর Affidavit no 004/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Shyamal Kumar Roy (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Shyamal Kumar Roy (নতুন নাম) ও Shymal Kumar Roy (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I , Prabhat Ghosh S/O- Gopal Chandra Ghosh resident of Subhash Pally, Bajepratap Pur, P.O.- Burdwan, P.S.- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713101, shall henceforth be known as 'PRABHAT CHANDRA GHOSH' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 16/10/2025. That Prabhat Ghosh and Prabhat Chandra Ghosh both are same and one identical person.

Name Change
I, Rausonara Begom (old name) wife of Sk Fazlul Haque, residing at Vill: Dabra, P.O – Dabra, Pandua, Hooghly – 712152, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Rousonara Begum (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 17/10/2025. Rausonara Begom and Rousonara Begum both are same and one identical person.

Name Change
I, Lul Haque (old name) son of Sk Ali Hossain, residing at Vill: Dabra, P.O – Dabra, Pandua, Hooghly – 712152, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Fazlul Haque (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 17/10/2025. Lul Haque and Sk Fazlul Haque both are same and one identical person.

Name Change
I, RAVI KUMAR PATODIA(old name) son of HARI KISHAN PATODIA residing at 145, Block-A, Bangur Avenue, Kolkata-700055, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as RAVINDRA KUMAR PATODIA (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 28/10/2025. RAVI KUMAR PATODIA and RAVINDRA KUMAR PATODIA both are same and one identical person.

প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয়ে ইলেক্ট্রিক চুল্লি তৈরি করবে বালুরঘাট পুরসভা, তৈরি হচ্ছে পরিবেশবান্ধব চুল্লি

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৮ অক্টোবর ঃ শহরে এবার বিকল্প ইলেকট্রিক চুল্লির ব্যবস্থা করতে চলেছে বালুরঘাট পুরসভা।

খিদিরপুরের পর এবার চকভবানী শ্মশান কালীবাড়িতেও বসতে চলেছে ইলেকট্রিক চুল্লি। প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয়ে ওই ইলেকট্রিক চুল্লি তৈরি করবে বালুরঘাট পুরসভা। ইতিমধ্যেই রাজ্যের মিউনিসিপাল অ্যাফেয়ার্স থেকে ওই কাজের জন্য অনুমোদন পেয়েছে। দ্রুত টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করে ওই কাজ শুরু হবে বলে জানা গেছে। বালুরঘাট পুরসভা সূত্রে খবর, বালুরঘাট শহরে দুইটি বড় শ্মশান রয়েছে। একটি খিদিরপুর এবং আরেকটি বালুরঘাটের চকভবানী শ্মশান কালীবাড়ি এলাকায়। বিগত পুর বোর্ডের আমলে বালুরঘাটের খিদিরপুরে ইলেকট্রিক চুল্লি বসানো হয়েছে। তবে ওই চুল্লি ঘিরে নানা অভিযোগ রয়েছে। দীর্ঘদিন ইলেকট্রিক চুল্লি খারাপ হয়েছিল। বর্তমান পুরবোর্ড ওই চুল্লিটি প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে নতুন করে চালু করেছে। ওই চুল্লিতে মৃতদেহ সৎকারের চাপ এতটাই যে মাঝেমধ্যে তা বিকল হয়ে যায়। ফলে মৃতদেহ নিয়ে আসা আত্মীয়-পরিজনদের বেশ হয়রানির শিকার হতে হয়। অপরদিকে, শহরে দিনদিন জনবসতি বেড়ে চললেও চকভবানি এলাকায় এতদিন কাঠেই দেহ সৎকার করা হত। বাসিন্দাদের তাই দীর্ঘদিন ধরেই দাবি ছিল, বৈদ্যুতিক চুল্লি চালু হোক। তাতে সৎকার যেমন দ্রুত হবে, তেমনই দেহ দাহ করার ধোঁয়া থেকেও পরিবেশ বাঁচবে। তাই বিকল্প হিসেবে শ্মশান কালীবাড়ি এলাকায় ওই ইলেকট্রিক চুল্লি তৈরি করবে পুরসভা। এইবিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র জানান, খিদিরপুর শ্মশানে ইলেকট্রিক চুল্লি রয়েছে। এবার চকভবানী শ্মশান কালীবাড়িতেও ইলেকট্রিক চুল্লি বসানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়েছে। ওই চুল্লির জন্য অনুমোদন মিলেছে। প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হবে। শহরে বিকল্প ইলেকট্রিক চুল্লি হলে পরিষেবা শহরবাসীকে আরও ভালভাবে দেওয়া যাবে। ইতিমধ্যেই শ্মশান কালীবাড়ি এলাকায় পরিকাঠামো মজুত রয়েছে। শ্মশানের পাশেই রয়েছে একটি শিশু উদ্যান। তবে রাজ্য পুর দফতর শহরবাসীর দাবি পূরণে চকভবানি মহাশ্মশানে বৈদ্যুতিন চুল্লি বসানোর জন্য অনুমোদন দেয়। ফলস্বরূপ, দেহ সকারের সময় যে ধোঁয়া নিষ্কাশন হবে, এবার তা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের মাধ্যমে পরিশ্রুত করে চুল্লির মাধ্যমে উপরে উঠে যাবে। এই ইলেকট্রিক চুল্লি চালু হলে বালুরঘাট শহর এবং তার আশেপাশের অঞ্চলের সাধারণ মানুষের সুবিধা হবে।

রিষড়া এন এস রোডে ছট পূজার দ্বিতীয়ার্ধের আকর্ষণ

পুলক চক্রবর্তী, রিষড়া, ২৮ অক্টোবর ঃ শুরু হয় ছট পূজার দ্বিতীয়ার্ধের কার্যক্রম। দলে দলে শ্রী শাম পরিবারের ভক্তবৃন্দ দ্বারা পরিচালিত ছট পূজার বিশেষ নজর করা আলোক মন্দিরিত পথেই সকলকে প্রসাদ বিতরণ

করা হয় এবং ফল ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এছাড়া নজরকাড়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এমএস রোডের এলাকাবাসীদের উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয়। ধর্মের শ্রদ্ধা ও ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকারে ছটি মাইয়া প্রসাদ ও সামগ্রী গ্রহণ করার জন্য উপস্থিত হয় এলাকার লোকেরা। এই পূজা উপলক্ষ্যে এন এস রোডের মোড়ে মঞ্চে উপবিষ্ট হন রিষড়ার পৌরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্র, উপ পৌরপ্রধান প্রধান জাহিদ হাসানখান, কাউন্সিলর বিশেষত প্রকাশ সাউ এছাড়া মনোজ শাও। সকল সম্মানীয় অতিথিবর্গকে উত্তরীয় ও ব্যাচ পড়িয়ে ফুলের তোড়া ও চেয়ারম্যানের ছবি ও স্মারক দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। রিষড়া এন এস রোড এর শ্রী শ্যাম দরবার এর মুল প্রেসিডেন্ট গেনা যাদব উপস্থিত থেকে তার মূল বক্তব্য ও আগামী দিনের কর্মসূচি ব্যক্ত করেন। পৌরপ্রধান তার বক্তব্যে বলেন, ছট পূজা বাংলার এক ঐতিহ্য, এই ঐতিহ্য বহনকারী সকল মা-বোনেদের হার্দিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা প্রণাম জানাই। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন আগামীদিনে এই এনএস রোড উন্নতিকরণ ও সংস্কার করা হবে যেখানে হাইওয়ের মত গাড়ি এবং যানবাহন চলাফেরা করবে। তিনিও দরিদ্রদের হাতে তুলে দেন জল এবং ছট পূজার প্রসাদ ও বস্ত্র। পুলিশি প্রশাসন পুরো এন এস রোড ধরে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। উক্ত 'শ্রী শাম দরবার রিষড়া সংস্থার' পূজা উৎসব উপলক্ষে সকল ভক্তবৃন্দ আজ ভোরে মা গঙ্গার আরতি করেন এবং সূর্যদেবকে পূজা করেন এবং আজ সমগ্র এনএস রোড বাসিদের মেডিকেল পরিষেবা প্রদান করা হয় যা সত্যিই নজর কেড়েছে। যা প্রত্যেক বছরের মতই আগামী দিনে অব্যাহত থাকবে।

ঐক্যের উৎসব 'সহরায়' মেতেছেন আট থেকে আশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৮ অক্টোবর ঃ ধান কাটার মরশুমে উৎসবের আমেজে ভাসছে বাঁকুড়া। সোনালি ফসল ঘরে তোলার আগে আদিবাসী সমাজ মেতে উঠেছে ঐতিহ্যবাহী 'সহরায়' উৎসবে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বাঁকুড়ার আইলাকান্দি এলাকার জাহের থান এখন পরিণত হয়েছে এক মিলনমেলায়। ধামসা-মাদলের তালে তালে নাচে মেতেছেন আট থেকে আশি। শুধু আদিবাসী সমাজই নয়, এই আনন্দে সামিল হয়েছেন এলাকার অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষও। মাঠের পাকা ধান বাড়িতে তুলে আনার আনন্দে মেতে ওঠে প্রতিটি পরিবার। আর এই আনন্দ উদ্যাপন করতেই বাঁকুড়ার আদিবাসী সমাজ পালন করে সহরায় উৎসব। এই উৎসবের সঙ্গে মিল রয়েছে নবান্ন উৎসবের। এই উৎসব ভ্রাতৃত্ববোধ, আত্মিক বন্ধন এবং ভালোবাসাকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। চার দিন ধরে নানা আচার-উপচারে পালিত হয় এই উৎসব। সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলে আট থেকে আশি আনন্দের জোয়ারে গা ভাসান। অবিরাম চলতে থাকে ধামসা-মাদলের তালে নাচ। সঙ্গে থাকে দেদার খাওয়া-দাওয়া। প্রযুক্তির যুগে বাঁকুড়ায় আধুনিকতা প্রবেশ করলেও, আদিবাসী সমাজ যে তাঁদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি থেকে এক চুলও সরেনি, সহরায় উৎসব তার প্রমাণ।

লামডিং মণ্ডলে সহযোগী সিগন্যালিং কাজ

ই-টেণ্ডার নং. এসএনটি-১৩-এলএমজি-২০২৫-২৬-আরটি তারিখঃ ২৪-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **কাজের নামঃ** লামডিং-ফরকাটিং খণ্ডে য়ার্ডের উন্নতকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত (অর্থাৎ সিটিআর এবং টিটিআর) সহযোগী সিগন্যালিং কাজ এবং "সিডব্লিউআর স্থাপনের জন্যে টিডব্লিউএস এবং ডব্লিউসিএমএস সহিত আগিয়াঠুরি-নারেঙ্গী-টিটিআর" এর সঙ্গে সম্পর্কিত সহযোগী সিগন্যালিং কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৫৯,৬৮,২২৪.৬৬/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,১৯,৪০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৭-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিএসটিই, লামডিং

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

DAINHAT MUNICIPALITY

For Details of floated e-tender against the Development work under

E-NIT no: 40/DM/ENGG/ (APAS)/ 2025-2026

DATE: 27/10/2025

For Details Visit:

http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in

Office ph no **7478003845**

Sd/- **Chairman**

Dainhat Municipality

Maliara Gram Panchayat

Maliara, Bankura

Notice Inviting e-Tender **E-NIT NO-11/APAS/2025-26) (2nd Call)** Pradhan Maliara Gram Panchayat invites percentage rate e-Tender for the **15 nos.** different works at different places. All information is available **www.wbtebders.gov.in**

Sd/- Pradhan

Maliara Gram Panchayat

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১

টেলিঃ (+৯১-৩৩) ২৬৩৮-৩২১১-১৩, ফ্যাক্সঃ (+৯১-৩৩) ২৬৪১-২৬১৩

আই. টি. বিভাগ

নং. 046/EE/IT/25-26 তারিখ- ১৮।১০।২০২৫

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

সরবরাহ, ইনস্টলেশন এবং কমিশনিং আইটি নেটওয়ার্ক অবকাঠামোর জন্য প্রকৃত পরিষেবা প্রদানকারী / সংস্থাগুলির কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য https://wbtenders.gov.in ওয়েবসাইট থেকে সরাসরি পাওয়া যেতে পারে। ০৫.১১.২০২৫ তারিখে তার আগে বিকাল ০৬.০০ টায় জমা দেওয়া দরপত্র। পণ্যের বিবরণ এইচএমসি-এর ওয়েবসাইটে অর্থাৎ www.myhmc.in-এ পাওয়া যাবে।

কোনও কারণ না দেখিয়েই দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার কর্পোরেশন সংরক্ষণ করে।

161(2)/25-26

18.10.25

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার

হাওড়া পৌরনিগম

পাখিদের বাঁচাতে বিশেষ উদ্যোগ নিল বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৮ অক্টোবর ঃ প্রখর শীত থেকে পাখিদের বাঁচাতে ও পাখির সংখ্যা বৃদ্ধিতে বিশেষ উদ্যোগ নিল বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগ। উত্তর বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি রেঞ্জের উদ্যোগে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হল পাখিদের বাসস্থান তৈরির কাজ। গঙ্গাজলঘাটির জঙ্গলে ৫,৬ টি জায়গায় বিভিন্ন গাছে মাটির হাঁড়ি দিয়ে পাখিদের ওই বাসা তৈরি করা হচ্ছে। গাছে টাঙানোর আগে ওই হাঁড়িতে দেওয়া হচ্ছে মাটির প্রলেপ, ভেতরে রাখা হচ্ছে ঘাস, শুকনো পাতা ও গাছের সরু ডাল। যেখানে বাস করার মত অনুকূল পরিবেশ পাবে পাখিরা। এই কদিনে প্রায় ৮০ টি বাসা তৈরি করে ফেলেছে বন দফতর। আরও প্রায় ৩০০ টির মত বাসা তৈরি করা হবে বলে জানা গেছে। এই বিষয়ে বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগের ডিএফও শেখ ফরিদ জে জানিয়েছেন এটি পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছে। ফল ভাল হলে আগামী দিনে অন্য রেঞ্জেও একই উদ্যোগ নেওয়া হবে। গঙ্গাজলঘাটি রেঞ্জের তরফ থেকে ব্যক্তিগতভাবে জানানো হয়েছে এই উদ্যোগ যদি অন্যান্য রেঞ্জে নেওয়া হয় তাহলে শীতে পাখিগুলি একটু উষ্ণতা পাবে। বাসার ভিতরে ডিম পাড়তে পারবে এবং

বাচ্চা হবে। বাঁকুড়া জেলায় প্রতিবছর যথেষ্ট ঠান্ডা পড়ে। এই ঠান্ডায় এক ধাক্কায় বেশ কিছু পাখি মারা যায়। সেই পাখিগুলির কথা ভেবেই করা যেতে পারে এমন মাটির হাঁড়ির বাসা। খুব একটা বেশি খরচ নেই। মাটির হাঁড়ি এবং তার মধ্যে মাটির প্রলেপ, ভিতরে ঘাস এবং কিছু সরু গাছের ডাল। তারপর গাছে টাঙিয়ে দিলেই হবে। ব্যক্তিগত উদ্যোগেও করতে পারেন। প্রথমে মাটির হাঁড়ি তৈরি করে, তাকে ভালো করে মাটির প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে। মানুষের হাতের গন্ধ যাতে না থাকে তার জন্য গাছের রস লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে হাড়িতে। হাঁড়ির ভিতরে রয়েছে দুটি ছিদ্র যাতে জল বেরিয়ে যেতে পারে। এভাবেই সাবধানতা অবলম্বন করে পাখির কৃত্রিম বাসা বানাচ্ছে গঙ্গাজলঘাটি রেঞ্জ।

চা নিয়ে বিবাদ, প্রাণ গেল ব্যক্তির

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৮ অক্টোবর ঃ মাত্র এক কাপ চা চাওয়ায় প্রাণ গেল এক ব্যক্তির। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে মুর্শিদাবাদে সালার থানার লাইব্রেরি পাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃত ব্যক্তির নাম ফিরোজ সেখ (৫০)। ওই ব্যক্তি সম্পূর্ণ মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি। সালার থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। মৃতের পরিবারের তরফে কোনও অভিযোগ দিলে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হবে। ফিরোজের দেহ ইতিমধ্যে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মানসিক ভারসাম্যহীন ওই ব্যক্তি এলাকার বিভিন্ন দোকানে ঘুরে ঘুরে লোকের কাছ থেকে বিভিন্ন জিনিস চেয়ে খেতেন। এদিন সকালেও ফিরোজ, বাবলু শেখ নামে এক ব্যক্তির চায়ের দোকানে চা খেতে যান। কিন্তু কোনও কারণে ওই দোকানদার ফিরোজকে চা দিতে অস্বীকার করেন। সূত্রের খবর এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ফিরোজ দোকানিকে প্রচন্ড গালাগালি করতে থাকেন এবং রাস্তায় পড়ে থাকা একটি লাঠি নিয়ে মারতে যান। ঘটনার কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, এরপরই উত্তেজিত দোকানদার একটি ঝাঁটা নিয়ে ফিরোজকে মারধর করে নিজের দোকানের সামনে থেকে তাড়িয়ে দেন। ভয় পেয়ে ফিরোজ দৌড়াতে শুরু করলে প্রায় ৫০ মিটার দূরে গিয়ে সে রাস্তায় পড়ে যায় এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে গুরুতর আঘাত পান। সূত্রের খবর সেখানেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ফিরোজের মৃত্যু হয়। ফিরোজকে রাস্তায় বেশ কিছুক্ষণ পড়ে থাকতে দেখে এলাকার লোকজন সালার থানায় খবর দেন। সালার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

রান্নার গ্যাস সরাসরি ঘরে, নভেম্বরেই পাইপলাইনে রান্নার গ্যাস পরিষেবা চালু হচ্ছে কল্যাণীতে!

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৮ অক্টোবর ঃ নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই নদীয়ার কল্যাণীতে শুরু হচ্ছে পাইপলাইনের মাধ্যমে রান্নার গ্যাস সরবরাহের পরিষেবা। টাইমস অফ ইন্ডিয়া-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (BGCL) জানিয়েছে যে, কেএমডিএ এলাকার মধ্যে পাইপলাইন গ্যাস প্রকল্পের সূচনা হবে কল্যাণী থেকেই। নভেম্বরের শুরুতেই কার্যকর হবে এই পরিষেবা। GAIL এবং রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন ক্যালকাটা গ্যাস সাপ্লাই কর্পোরেশন-এর যৌথ উদ্যোগে গড়ে ওঠা সংস্থা বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড। জানা গেছে, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই প্রাথমিক ভাবে ১৭১টি বাড়িতে PNG (পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস) সরবরাহ শুরু করবে BGCL। ওই বাড়িগুলিতে ইতিমধ্যেই গ্যাসের মিটার বসানোর কাজ হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত, BGCL ২০২৩ সাল থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত। নিউ টাউনের ইউনিওয়ার্ল্ড এবং রোজডেল হাউজিং কমপ্লেক্সে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাস থেকেই এই প্রক্রিয়ায় গ্যাস সরবরাহ করে আসছে। কোম্পানির তরফে জানা গেছে, এতদিন পানাগড় থেকে গ্যাস এনে তারপর তা পাইপলাইনের মাধ্যমে সমস্ত বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হতো। BGCL-এর সিইও অনুপম মুখোপাধ্যায় বলেন, 'কল্যাণীতে সরাসরি পাইপলাইনের মাধ্যমেই গ্যাস সরবরাহ করা হবে।' ইতিমধ্যেই কল্যাণী সেন্ট্রাল পার্কের চারপাশে প্রায় ২২ কিলোমিটার অঞ্চলে মাঝারি ঘনত্বের পলি-ইথিলিন (MDPE) পাইপলাইন বসানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৯, ১২ এবং ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে এই PNG সরবরাহ করা হবে। পরে ধীরে ধীরে এই পরিষেবা পর্যায়ক্রমে অন্যান্য এলাকাতেও সম্প্রসারিত হবে। শীঘ্রই কল্যাণীর ১০,০০০ পরিবার এই পিএনজি পরিষেবা পাবে বলে জানিয়েছে সংস্থা। বর্তমানে দুর্গাপুর থেকে রাজারামবাটি হয়ে নদীয়ার গয়েশপুর পর্যন্ত গ্যাস পাইপলাইন বসানো হয়েছে। শুধু নদীয়া নয়, এই পাইপলাইন কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর, বিমানবন্দর এবং চিংড়িহাটা হয়ে বারুইপুর পর্যন্ত পাইপলাইন বসানো হয়েছে। বর্তমানে কলকাতার ইউনিওয়ার্ল্ড, রোজডেল, আরবানা এবং শ্রীরামপুরের অ্যালকোভ মিলিয়ে মোট ৪২০ জন পোস্ট-পেইড পিএনজি গ্রাহক রয়েছেন। বৃহত্তর কলকাতার ১,৫১৯ বর্গকিলোমিটার এলাকায় সিএনজি ও পিএনজি সরবরাহের একমাত্র লাইসেন্সপ্রাপ্ত সংস্থা হলো বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিসিএল)। সংস্থাটি কলকাতা পুর এলাকা ছাড়াও হাওড়া, হুগলি, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার কিছু অঞ্চলে পরিষেবা দেওয়ার একক দায়িত্বে রয়েছে।

বড় সাফল্য মালদা জেলা পুলিশের, গ্রেপ্তার মাদক পাচারকারবারি কিং পিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৮ অক্টোবর ঃ আবারো বড় সাফল্য মালদা জেলা পুলিশের। কলকাতার নিউ মার্কেট থেকে গ্রেপ্তার মাদক পাচারকারবারি কিং পিং। মালদা পুলিশের জালে আন্তঃরাজ্য মাদক পাচার চক্রের পান্ডা। পশ্চিমবঙ্গ সহ একাধিক রাজ্যে মাদক পাচার কাণ্ডে মোস্ট ওয়ান্টেড হাসমত শেখ-কে গ্রেফতার করল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কলকাতার নিউমার্কেট এলাকার একটি হোটেল থেকে তাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। একইসঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার আরও দুই সঙ্গীকেও। মালদার কালিয়াচকের শাহবাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বামুনটোলার বাসিন্দা হাসমত। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খন্ড, মণিপুর প্রভৃতি একাধিক রাজ্যে মাদক কারবারের বড়সড় চক্র তৈরি করেছিল হাসমত। এরআগেই হাসমত গ্রুপের অন্তত একশো মাদক কারবারিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও একাধিক রাজ্যের তার মাদকচক্র সক্রিয় বলে জেনেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে একাধিক মাদক ও বিস্ফোরক আইনে মামলা রয়েছে। হাসমতের সঙ্গেই গ্রেফতার করা হয়েছে তার আরও দুই সাগরেদ সাব্বির শেখ এবং রবিউল শেখ- কে। হাসমত এরাজ্যে ব্রাউন সুগার তৈরি এবং ডিস্ট্রিবিউশনের অন্যতম মাথা বলে দাবি পুলিশের। মণিপুর থেকে কাঁচামাল এনে বিভিন্ন রাজ্যে সরবরাহ করা এবং ব্রাউন সুগার তৈরি ও বিক্রির চক্র রয়েছে হাসমতের। মাত্র ২৭ বছর বয়সেই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির অধিকারী হাসমত। সিকিম, দার্জিলিং, কলকাতা সহ একাধিক জায়গায় তার হোটেল রয়েছে। প্রচুর নামী, বেনামি সম্পত্তি ও জমির মালিক এই হাসমত। ধৃতদের মঙ্গলবার মালদা আদালতে তোলা হয়।

COMFORT FINCAP

COMFORT FINCAP LIMITED

CIN: L65923WB1982PLC035441

Registered Office: 22, Camac Street, Block 'B', Kolkata- 700016, West Bengal;

Corporate Office.: A-301, Hetal Arch,Opp. Natraj Market, S. V. Road, Malad (West), Mumbai- 400064;

Phone No.: 022-6894-8500/08/09, **Fax:** 022-2889-2527; **Email:** info@comfortfincap.com; **Website:** www.comfortfincap.com.

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025

The Board of Directors of the Company, at its Meeting held on Tuesday, October 28, 2025 have, *inter-alia* considered and approved the unaudited financial results (standalone and consolidated) of the Company, for the quarter and half year ended September 30, 2025.

The results, along with the Limited Review Report thereon, have been posted on the Company's website at www.comfortfincap.com/investor-relations and on the website of the stock exchange where the Company's shares are listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. Also, it can be accessed by scanning the QR code.

RE-LODGEMENT OF TRANSFER DEEDS (ONE-TIME SPECIAL WINDOW)

Securities and Exchange Board of India ("SEBI") has provided a special window from July 07, 2025 to January 06, 2026 for shareholders holding shares in physical form to re-lodge transfer requests lodged prior to April 01, 2019 that were rejected/returned/not processed. All such transfers will be effected only in demat mode. Shareholders falling under this category are requested to initiate the process within the stipulated time. For assistance, please contact our Registrar and Transfer Agent i.e, Bigshare Services Pvt. Ltd. at investor@bigshareonline.com or the Company at info@comfortfincap.com.

For and on behalf of the Board of Directors of Comfort Fincap Limited

Sd/-

Ankur Agrawal

Director and Chairperson

DIN: 06408167

Place: Mumbai

Date: October 28, 2025

Note: The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025.

লামডিং ডিভিশনে "বিজ্ঞাপন সম্পদের" জন্য ই-নিলাম

লামডিং ডিভিশনে (তিন) ০৩ বছরের জন্য "বিজ্ঞাপনের সম্পদের" জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** এডিভিটি-এলএমজি-৪৩-২৫, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট) ঃ** ০৩-১১-২০২৫ তারিখের ১০.৩০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৪-১১-২০২৫ তারিখের ১০.৪০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিনঃ ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-এলএমজি-টিজিই-ওএইচ-৩৬৭-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অফ হোম)	ঠেকেরাগুড়ি (টিজিই) স্টেশন সার্কুলেটিং এরিয়াতে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এএ/২	এডিভিটি-এলএমজি-ডিএমএল-ওএইচ-৪০১-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অফ হোম)	ধরমতুল (ডিএমএল) স্টেশন সার্কুলেটিং এরিয়াতে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এএ/৩	এডিভিটি-এলএমজি-এমবিও-ওএইচ-৩৭৬-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অফ হোম)	মৈরাবাড়ি (এমবিও) রেলওয়ে স্টেশনে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এএ/৪	এডিভিটি-এলএমজি-এসসিই-ওএইচ-৩৭৩-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অফ হোম)	শেনচোয়া (এসসিই) রেলওয়ে স্টেশনে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এএ/৫	এডিভিটি-এলএমজি-এইচবিএন-ওএইচ-৩৭১-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অফ হোম)	হয়বারগাঁও (এইচবিএন) রেলওয়ে স্টেশনে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এএ/৬	এডিভিটি-এলএমজি-ডিবিজেড-ওএইচ-৩৮১-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অফ হোম)	ধিং বাজার (ডিবিজেড) রেলওয়ে স্টেশনে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এএ/৭	এডিভিটি-এলএমজি-আরইউপি-ওএইচ-৩৭৯-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অফ হোম)	রূপহিগাঁও (আরইউপি) রেলওয়ে স্টেশনে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এএ/৮	এডিভিটি-এলএমজি-সিপিকে-ওএইচ-৩৬৬-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অফ হোম)	চাপারমুখ (সিপিকে) সার্কুলেটিং এরিয়াতে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এএ/৯	এডিভিটি-এলএমজি-জেকেবি-ওএইচ-৩৭২-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অফ হোম)	জখলাবান্ধা (জেকেবি) রেলওয়ে স্টেশনে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এএ/১০	এডিভিটি-এলএমজি-কেকেইটি-ওএইচ-৩৬৯-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অফ হোম)	কামরূপ ক্ষেত্রী (কেকেইটি) সার্কুলেটিং এরিয়াতে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এএ/১১	এডিভিটি-এলএমজি-এইচজেআই-ওএইচ-৪১১-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অফ হোম)	হোজাই (এইচজেআই) স্টেশন সার্কুলেটিং এরিয়াতে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এএ/১২	এডিভিটি-এলএমজি-আরএএইচএ-ওএইচ-৩৭৮-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অফ হোম)	রহা (আরএএইচএ) রেলওয়ে স্টেশনে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এএ/১৩	এডিভিটি-এলএমজি-বিআরএইচইউ-ওএইচ-৩৭০-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অফ হোম)	বরাহু (বিআরএইচইউ) রেলওয়ে স্টেশনে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারেব জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এএ/১৪	এডিভিটি-এলএমজি-জেআইডি-ওএইচ-৩৮২-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অফ হোম)	জাগীরোড (জেআইডি) রেলওয়ে স্টেশনে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এএ/১৫	এডিভিটি-এলএমজি-বিইই-ওএইচ-৩৮০-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অফ হোম)	বেবেজিয়া (বিইই) রেলওয়ে স্টেশনে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এএ/১৬	এডিভিটি-এলএমজি-এসএইচটিটি-ওএইচ-৩৭৭-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অফ হোম)	শিলঘাট টাউন (এসএইচটিটি) রেলওয়ে স্টেশনে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এএ/১৭	এডিভিটি-এলএমজি-এওএনআই-ওএইচ-৩৭৫-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অফ হোম)	আমনি (এওএনআই) রেলওয়ে স্টেশনে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এএ/১৮	এডিভিটি-এলএমজি-এজেআরই-ওএইচ-৩৬৮-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অফ হোম)	আজুরি (এজেআরই) স্টেশন সার্কুলেটিং এরিয়াতে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এএ/১৯	এডিভিটি-এলএমজি-এনজিএএন -ওএইচ-৩৭৪-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অফ হোম)	নগাঁও (এনজিএএন) রেলওয়ে স্টেশনে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এবি/১	এডিভিটি-এলএমজি-বিআরএইচইউ -ওএসএন -৩৯০-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	বরাহু (বিআরএইচইউ) রেলওয়ে স্টেশন চত্বরে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এবি/২	এডিভিটি-এলএমজি-ডিআইইউ -ওএসএন -৪০৮-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	ধিং (ডিআইইউ) স্টেশন চত্বরে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এবি/৩	এডিভিটি-এলএমজি-এইচজেআই -ওএসএন -৪১০-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	হোজাই (এইচজেআই) স্টেশন চত্বরে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এবি/৪	এডিভিটি-এলএমজি-টিআরবিই -ওএসএন -৪০৪-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	তারাবাড়ি (টিআরবিই) স্টেশন চত্বরে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এবি/৫	এডিভিটি-এলএমজি-জেআইডি -ওএসএন -৩৮৭-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	জাগীরোড (জেআইডি) রেলওয়ে স্টেশন চত্বরে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এবি/৬	এডিভিটি-এলএমজি-এসসিই -ওএসএন -৩৯৪-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	শেনসোয়া (এসসিই) স্টেশন চত্বরে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এবি/৭	এডিভিটি-এলএমজি-বিকেএস -ওএসএন -৪০৫-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	বালিকটিয়া (বিকেএস) স্টেশন চত্বরে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এবি/৮	এডিভিটি-এলএমজি-আরইউপি -ওএসএন -৪০০-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	রূপহিগাঁও (আরইউপি) স্টেশন চত্বরে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এবি/৯	এডিভিটি-এলএমজি-কেকেইটি -ওএসএন -৩৮৮-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	কামরূপ ক্ষেত্রী (কেকেইটি) রেলওয়ে স্টেশন চত্বরে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এবি/১০	এডিভিটি-এলএমজি-ডিএমএল-ওএসএন -৩৮৫-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	ধরমতুল (ডিএমএল) রেলওয়ে স্টেশন চত্বরে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এবি/১১	এডিভিটি-এলএমজি-টিজিই-ওএসএন -৩৮৪-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	ঠেকেরাগুড়ি (টিজিই) রেলওয়ে স্টেশন চত্বরে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এবি/১২	এডিভিটি-এলএমজি-ডিবিজেড-ওএসএন -৪০৭-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	ধিং বাজার (ডিবিজেড) স্টেশন চত্বরে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এবি/১৩	এডিভিটি-এলএমজি-এইচবিএন-ওএসএন -৩৯৯-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	হয়বরগাঁও (এইচবিএন) স্টেশন চত্বরে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এবি/১৪	এডিভিটি-এলএমজি-এওএনআই-ওএসএন -৩৯৬-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	আমনি (এওএনআই) স্টেশন চত্বরে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এবি/১৫	এডিভিটি-এলএমজি-এমবিও-ওএসএন -৪০৯-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	মৈরাবাড়ি (এমবিও) স্টেশন চত্বরে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এবি/১৬	এডিভিটি-এলএমজি-আরএএইচএ-ওএসএন -৩৯২-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	রহা (আরএএইচএ) স্টেশন চত্বরে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এবি/১৭	এডিভিটি-এলএমজি-এজেআরই-ওএসএন -৩৮৬-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	আজুরি (এজেআরই) রেলওয়ে স্টেশন চত্বরে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এবি/১৮	এডিভিটি-এলএমজি-বিটিডিআর-ওএসএন -৪০৬-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	বটদ্রবা রোড (বিটিডিআর) স্টেশন চত্বরে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এবি/১৯	এডিভিটি-এলএমজি-এসএমজিআর-ওএসএন -৩৮৯-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	সামাগুড়ি (এসএমজিআর) রেলওয়ে স্টেশন চত্বরে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এবি/২০	এডিভিটি-এলএমজি-সিপিকে-ওএসএন -৩৮৩-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	চাপারমুখ (সিপিকে) রেলওয়ে স্টেশন চত্বরে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এবি/২১	এডিভিটি-এলএমজি-ডিজিএক্স-ওএসএন -৪০২-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	দগাঁও (ডিজিএক্স) স্টেশন চত্বরে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এবি/২২	এডিভিটি-এলএমজি-জেআরএক্স-ওএসএন -৪০৩-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	জুরিয়াগাঁও (জেআরএক্স) স্টেশন চত্বরে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এবি/২৩	এডিভিটি-এলএমজি-এনজিএএন-ওএসএন -৩৯৫-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	নগাঁও (এনজিএএন) স্টেশন চত্বরে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এবি/২৪	এডিভিটি-এলএমজি-বিইই-ওএসএন -৩৯৩-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	বেবেজিয়া (বিইই) স্টেশন চত্বরে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এবি/২৫	এডিভিটি-এলএমজি-এসএইচটিটি-ওএসএন -৩৯৮-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	শিলঘাট টাউন (এসএইচটিটি) রেলওয়ে স্টেশন চত্বরে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।
এবি/২৬	এডিভিটি-এলএমজি-জেকেবি-ওএসএন -৩৯৭-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	জখলাবান্ধা (জেকেবি) রেলওয়ে স্টেশন চত্বরে ০৩ বছর সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম আহ্বানের প্রস্তাব।

সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কোচের উপর গোঁসা করে মাদ্রিদ ছাড়তে পারেন ভিনিসিয়াস

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ২৮ অক্টোবরঃ এল ক্লাসিকো জয়ের পরও শান্ত নন রিয়াল মাদ্রিদের তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়র। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএস-এর রিপোর্ট বলছে, কোচ জাবি আলনসোর (সজ্ঞজ্রট কজ্ঞাক্লণ) আচরণে 'অসম্মানিত' বোধ করছেন ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার। দ্বিতীয়ার্ধে তাঁকে পরিবর্তন করে তুলে নেওয়ায় ক্ষোভ চেপে রাখতে পারেননি। এখন নাকি ক্লাব ছেড়ে যাওয়ার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে ভাবছেন! রবিবার সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে বার্সেলোনার বিরুদ্ধে ম্যাচ ২-১ স্কোরলাইনে জিতে নেয় রিয়াল। কিন্তু ৭২ মিনিটে ভিনিসিয়াসকে তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন আলনসো। মাঠ ছাড়ার সময়ই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, খুশি নন তিনি। আলনসোর দিকে তাকিয়ে কিছু বলেও বসেন। এএস জানাচ্ছে, বেঞ্চে ফেরার পথে ভিনিসিয়াস নাকি চিৎকার করে ওঠেন, ''সব সময় আমাকেই কেন? এবার আমি যাচ্ছি। দল ছাড়াই ভালো!'' গত বছর ব্যালন ডি'অরের তালিকায় নাম উঠেছিল ভিনিসিয়াসের। ক্লাবের অন্যতম ফরোয়ার্ড হিসেবেই দেখা

হয় তাঁকে। কিন্তু আলনসোর অধীনে পুরনো হিসেব বদলে গিয়েছে। নতুন কোচ নিজের ট্যাকটিক্যাল ভারসাম্য বজায় রাখতে প্রয়োজনে বড় নামকেও তুলে নিতে পিছপা নন। আর তাতেই কপাল পুড়েছে ভিনির। যদিও ব্রাজিলীয় তারকা প্রকাশ্যে বিষোদ্গার করেননি। ম্যাচ শেষে সংবাদমাধ্যমে বলেন, ''রিয়াল মাদ্রিদ সমর্থকদের জন্য বার্তা-বিশেষ করে যারা বের্নাবেউয়ে এসে দলকে সমর্থন দিয়েছেন। এল ক্লাসিকো সব সময়ই আলাদা। মাঠে এবং মাঠের বাইরে অনেক কিছু ঘটে। আমরা চেষ্টা করি ভারসাম্য রাখার, কিন্তু সব সময় সম্ভব হয় না। আমরা কাউকে অপমান করতে চাইনি-না তরুণ খেলোয়াড়দের, না সমর্থকদের। আমরা মাঠে নিজেদের দায়িত্বটাই পালন করেছি!'' অন্যদিকে, জাবি আলনসো ম্যাচ-পরবর্তী সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন, ভিনিসিয়াসকে আরও কিছুক্ষণ মাঠে রাখা গেলেও দলের ভারসাম্য ধরে রাখতে পরিবর্তন জরুরি ছিল। কোচের ভাষায়, ''ভিনিসিয়াস ভালো খেলছিল। শুধু গোলটা আসেনি। ও যখন সবচেয়ে ভালো ছন্দে, তখনই খেলোয়াড় বদল করতে হয়েছে। আমার মনে হয়েছিল, তাজা পা দরকার। শিডিউল এখন খুব ব্যস্ত। তাই এই সিদ্ধান্তই সঠিক মনে হয়েছে!'' পাশাপাশি আরও যোগ করেন, ''ফ্রাঙ্কো মাস্তান্তুয়োনোর ক্ষেত্রেও একই ঘটেছিল। বদলানোর সময় ও বলেছিল, 'আমাকেও তুলছ?' আমি বলেছিলাম, 'হ্যাঁ'! ভিনিসিয়াসও ঠিক তেমনই প্রতিক্রিয়া দিয়েছে। এটা স্বাভাবিক। কেউই মাঠ ছাড়তে চায় না, বিশেষ করে যখন ভালো খেলছে।''

শামি-শাহবাজের দাপটে গুজরাটকে হারিয়ে ৬ পয়েন্ট বাংলার

নিজসস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অক্টোবরঃ জাতীয় দলে অনেকে তাঁকে 'ব্রাত্য' বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু ম্যাচের রং কীভাবে ঘুরিয়ে দিতে হয় তা ভালো মতোই জানেন মহম্মদ শামি। প্রথম ম্যাচে ৭ উইকেট তোলার পর দ্বিতীয় ম্যাচে গুজরাটের বিরুদ্ধে ৮ উইকেট তুললেন তারকা পেসার। তার মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে রইল 'পাঞ্জা' অর্থাৎ ৫ উইকেট। অন্যদিকে চোট সারিয়ে কামব্যাক করে ম্যাচে ৯ উইকেট শাহবাজ আহমেদের। দুই বোলারের দাপটে গুজরাটকে ১৪১ রানে হারিয়ে ফের ৬ পয়েন্ট ঘরে তুলল বাংলা। চতুর্থ দিনে গুজরাটের উর্ভিল ও জয়মিত জুটি গড়ে বাংলার জন্য পরিস্থিতি কঠিন করে তুলেছিলেন। তবে আচমকা চোট পান উর্ভিল। তিনি রিটায়ার্ড হার্ট হলে নামেন উমং কুমার। তাঁকে শাহবাজ ফেরাতেই গুজরাটের যাবতীয় লড়াই শেষ হয়ে যায়। বাকি ম্যাজিক শামির। শেষের দিকে টানা ৩ উইকেট তুলে খেলা ঘুরিয়ে দিলেন। উর্ভিল (১০৯) ফিরে এসেও শেষরক্ষা করতে পারেননি। বাংলার জন্য কঠিন হতে থাকা ম্যাচকে অনায়াসে সহজ করে দিলেন শামি-শাহবাজরা। ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম ইনিংসে বাংলা ২৭৯ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল। সুমন্ত গুপ্ত ৬৩, অভিষেক পোড়েল ৫১ ও সুদীপ কুমার ঘরামি ৫৬ রান করেন। জবাবে গুজরাটকে একেবারেই স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি বাংলার বোলিং। একমাত্র মনন হিংরাজিয়া (৮০) ছাড়া কেউই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি। চোট সারিয়ে ফিরে ৩৪ রানে ৬ উইকেট নেন শাহবাজ আহমেদ। গুজরাটের ইনিংস থামে ১৬৭ রানে। ১১২ রানের বিরাট লিড ছিল বাংলার

হাতে। দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলার ধীর গতির ব্যাটিং নিয়ে খানিক সমালোচনা হয়েছিল। হাফসেঞ্চুরি করেন সুদীপ ও অনুষ্টুপ মজুমদার। দুই ইনিংসেই হাফসেঞ্চুরি করলেন সুদীপ। কিন্তু কেন আরও দ্রুতগতিতে রান করল না সেই প্রশ্ন উঠছিল। যেখানে বৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল এবং প্রতিদিনই খারাপ আলোর জন্য তাড়াতাড়ি ম্যাচ শেষ হয়ে যাচ্ছিল। এমনকী চতুর্থ দিনেও ৬ ওভার ব্যাট করে বাংলা। গুজরাটের জন্য লক্ষ্য ছিল ৩২৭ রান। একটু বেশিই কি রক্ষণাত্মক নীতি নিয়ে ফেলেছিল বাংলা? বিশেষ করে গুজরাটের ব্যাটার উর্ভিল প্যাটেল ঝড়ের গতিতে রান করছিলেন, তাতে মনে হচ্ছিল ম্যাচ ড্র হয়ে যেতে পারে। যদিও বাংলার বোলাররা ইনিংসের শুরুতেই ধাক্কা দিয়েছিলেন। প্রথম বলেই অভিষেক দেশাইকে ফেরান শামি। আর্য দেশাইকে ফেরান আকাশ দীপ। সপ্তম ওভারে আউট মননও। কিন্তু সেখান থেকে গুজরাটকে টানা শুরু করেন উর্ভিল ও জয়মিত প্যাটেল। দুজনে বড় জুটিও গড়েন। সেখান থেকে বাংলাকে ম্যাচে ফেরান শাহবাজ। তারপর গুজরাট ব্যাটিংকে ধসিয়ে দিলেন শামি। তিনি ৩৮ রানে দিয়ে ৫ উইকেট তোলেন। ম্যাচে ৮ উইকেট। অন্যদিকে শাহবাজ এই ইনিংসে ৩ উইকেট-সহ মোট ৯ উইকেট তোলেন। বাংলা ম্যাচ জিতল ১৪১ রানে। টানা দুই ম্যাচ জিতে ১২ পয়েন্ট বাংলার।

আপাতত স্থিতিশীল শ্রেয়স, মেসেজের উত্তরও দিচ্ছেন!

আপডেট জানালেন সূর্যকুমার

ক্যানবেরা, ২৮ অক্টোবরঃ অবশেষে স্বস্তির খবর। সিডনিতে ভয়াবহ চোট পাওয়া শ্রেয়স আইয়ার এখন স্থিতিশীল। টিম ইন্ডিয়ার টি-২০ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব জানালেন, আইসিইউতে চিকিৎসাধীন শ্রেয়স মেসেজের উত্তর দিচ্ছেন। অর্থাৎ, আশঙ্কা অনেকটাই কেটে গেছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ একদিনের ম্যাচে ক্যাচ নিতে গিয়ে মাঠেই চোট পান শ্রেয়স। অ্যালেক্স ক্যারির শট ধরতে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট থেকে দৌড়ে পড়ে যান। বল হাতে রাখলেও আর উঠে দাঁড়াতে পারেননি। দ্রুত টিম ডাক্তারেরা তাঁকে স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে নিয়ে যান। পরে সিডনির হাসপাতালে ভর্তি করা হলে স্ক্যান রিপোর্টে দেখা যায়, তাঁর প্লীহায় রক্তক্ষরণ। বোর্ডের নির্দেশে শ্রেয়সকে সঙ্গে সঙ্গে আইসিইউ-তে স্থানান্তরিত করা হয়। এই ধরনের আঘাত প্রথম ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ধরা হয়। সেই সময়টুকু পার হওয়ার পর চিকিৎসকেরা জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। তবে এখনও তাঁকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে সূর্যকুমার যাদব বলেন, ''প্রথম দিন যখন শুনলাম শ্রেয়স আহত, তখনই কল করেছিলাম। কিন্তু জানতে পারলাম, ফোনটা ওর কাছে নেই। তারপর টিম ফিজিওর সঙ্গে কথা বলি-তিনিই জানান, অবস্থা স্থিতিশীল। প্রথম দিন কিছু নিশ্চিত বলা যাচ্ছিল না। কিন্তু গত দু'দিন ধরে ওর সঙ্গে মেসেজে কথা হচ্ছে। ও এখন উত্তর দিচ্ছে, মানে অবস্থা ভালো।'' সূর্যের সংযোজন, ''চিকিৎসকেরা পাশে আছেন। পর্যবেক্ষণে থাকলেও ও এখন ঠিক আছে। আমি যেভাবে কথা বলেছি, শুনে মনে হচ্ছে, দ্রুত সেরে উঠবে!'' মেডিক্যাল টিম সূত্রে খবর, শ্রেয়সকে অন্তত আরও কয়েক দিন সিডনির হাসপাতালে রাখা হবে। নিয়মিত স্ক্যান ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাঁর শারীরিক অবস্থা যাচাই করা হচ্ছে। এখন সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা না থাকায় অবস্থার উন্নতি স্পষ্ট! প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল, পাঁজরে চোট লেগেছে। কিন্তু পরে দেখা যায়, আঘাত আসলে প্লীহায়। যা শরীরের সংবেদনশীল অঙ্গ, যা সংক্রমণ প্রতিরোধ ও রক্ত ফিল্টার করার কাজ করে। এই অঙ্গে ক্ষত হলে গভীর রক্তক্ষরণ পর্যন্ত হতে পারে। গুরুতর ক্ষেত্রে সার্জারির প্রয়োজন হয়। শ্রেয়সের ক্ষেত্রে ক্ষতটিকে 'সেল্ফ-কন্টেইনড' বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আঘাত গভীর নয় এবং রক্তপাত বন্ধ রয়েছে। ফলে অস্ত্রোপচারের দরকার পড়েনি। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, আগামী কয়েক দিনে শরীরের প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করেই তাঁকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। চিকিৎসকদের অনুমান, সম্পূর্ণ সুস্থ হতে প্লীহার কমপক্ষে ছ'থেকে বারো সপ্তাহ সময় লাগে। এই সময়ে কোনও রকম শারীরিক পরিশ্রম বা ধাক্কাধাক্কি নিষিদ্ধ। চিকিৎসা সম্পূর্ণ সফল হলে শ্রেয়সের তিন মাসের মধ্যে মাঠে ফেরার সম্ভাবনা। তার পরেই শুরু হবে ধীরে ধীরে ফিটনেস ট্রেনিং ও রিহ্যাব।

'আইসিসিকে চালাচ্ছে ভারতই!'

সৌরভের জমানার নজির টেনে বিসিসিআইকে ঠুকলেন প্রাক্তন ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রড

লন্ডন, ২৮ অক্টোবরঃ মারাত্মক অভিযোগ তুললেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রাক্তন ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রড। তিনি দাবি করেছেন, একটি বিশেষ ম্যাচে ভারতের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ না নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে তাঁকে 'রাজনৈতিক চাপে'র মুখে ফেলা হয়েছিল। জরিমানা সংক্রান্ত ইস্যুতে ফোন করে হুঁশিয়ারি আসে, 'এটা ভারত, একটু নরম হও।' প্রাক্তন ইংল্যান্ড ক্রিকেটার এবং স্টুয়ার্ট ব্রডের বাবা ক্রিস ব্রড 'দ্য টেলিগ্রাফ'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানান, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অধিনায়কত্বে খেলা একটি ম্যাচে তিনি রেফারি ছিলেন। ভারতের ইনিংস শেষে দেখা যায়, দল তিন-চার ওভার পিছিয়ে। যা নিয়ম অনুযায়ী জরিমানাযোগ্য অপরাধ। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই আসে একটি ফোন কল। নির্দেশ দেওয়া হয়, ভারতের বিরুদ্ধে কঠোর না হতে। ব্রডের কথায়, ''আমাকে বলা হয়েছিল, সময় বের করো, একটু শিথিল হও, কারণ এটা ভারত। আমি তখন বাধ্য হয়ে কিছু সময় বাদ দিলাম, যাতে ওভার রেট জরিমানার সীমার মধ্যে না পড়ে!'' পরের খেলাতেও ফের একই ঘটনা। ব্রডের কথায়, ''সেই ম্যাচেও সৌরভ কোনও তাড়াহুড়ো করছিল না। আমি আবার ফোন করে জানতে চাইলাম, এবার কী করব? তখন আমাকে বলা হল, এবার শাস্তি দাও। বুঝলাম, ব্যাপারটা গোলমেলে। শুরু থেকেই খেলায় রাজনীতি ঢুকে পড়েছিল।'' সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন, ''আজকের দিনে ক্রিকেট অনেক বেশি রাজনৈতিক। যখন আমি রেফারি ছিলাম, তখনও প্রভাব ছিল, কিন্তু এখন আরও তীব্র। ভারতই এখন আইসিসিকে চালায়। তাদের বিস্তর টাকা, আর তার ফলে সংগঠনের নিয়ন্ত্রণও অনেকটাই তাদের হাতে। সত্যি বলতে কী, আমি এখন ওই জায়গায় না থাকায় খুশি-কারণ এটা আর শুধুমাত্র ক্রিকেট নয়, রাজনীতির আসর হয়ে গেছে।'' ক্রিস ব্রডের বক্তব্যে ইঙ্গিত, আইসিসির শীর্ষ পদগুলিতেও এখন ভারতের প্রভাব বেড়ে গিয়েছে। তাঁর মতে, এখনকার অফিসিয়ালরা হয় রাজনৈতিকভাবে আরও সচেতন, নয়তো নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেই মাথা নিচু করে থাকেন। প্রসঙ্গত, ২০০০ সালের গোড়ায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে টিম ইন্ডিয়া বেশ কয়েকটি বড় সিরিজ খেলেছিল, যেখানে ওভার রেট নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধে। ক্রিস ব্রড সেই সময় নিয়মিত ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে ছিলেন। তখন চুপ থেকে এতদিন বাদে মুখ খুললেও বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

'অভিষেক-ঝড়ে খেই হারাবেন হেজলউড!'

টি-২০ সিরিজের আগে বুক ঠুকে দাবি আরেক অভিষেকের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবরঃ আত্মবিশ্বাসী সুরেই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন ভারতের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ অভিষেক নায়ার। তাঁর দাবি, এখনকার ফর্মে থাকলে অভিষেক শর্মা সহজেই উড়িয়ে দেবেন অস্ট্রেলিয়ার পেসার জশ হেজলউডকে। এশিয়া কাপে দুরন্ত ছন্দে ছিলেন টিম ইন্ডিয়ার ওপেনার। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রানস্কোরার। তাঁর ব্যাটেই ভারত অপরাজেয় থেকে ট্রফি জেতে। আইপিএলে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের পর থেকেই অভিষেকের উত্থান চোখে পড়ার মতো। এখন তিনি র‍্যাঙ্কিংয়ের বিচারে বিশ্বের এক নম্বর টি-২০ ব্যাটার। ক্যানবেরায় প্রথম টি-২০ ম্যাচের আগে নায়ার বলেন, ''যদি অভিষেক ফর্মে থাকে, হেজলউডের ফর্ম যাবে। ওর ব্যাটিংয়ের ধরণটাই আলাদা। প্রথম বল থেকেই চার বা ছয় মারার চেষ্টা করে। পাওয়ারপ্লেতে ভয় ধরাতে পারলেই ইনিংসের বাকি সময়টা চাপে থাকে প্রতিপক্ষ। ও যদি ছয় ওভার ব্যাট করে, দল ৬০ থেকে ৮০ রান পেয়ে যাবে। ওপেনিংয়ে এমন শুরুয়াত মানেই ম্যাচের মোড় ঘুরে যাওয়া!'' অস্ট্রেলিয়ার সাম্প্রতিক একদিনের সিরিজে ভারতের ব্যাটারদের বাউন্সে ভুগিয়েছেন হেজলউড। পার্থ ও অ্যাডিলেডের পিচে তিনি বিশেষভাবে কার্যকর ছিলেন। দ্বিতীয় ম্যাচে দুর্দান্ত স্পেল সত্ত্বেও উইকেট না পাওয়া তাঁর দুর্ভাগ্য বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবু টি-২০ ফরম্যাটে বিষয়টা আলাদা বলেই বিশ্বাস নায়ারের। তাঁর মতে, ছন্দে থাকা অভিষেকের মতো ব্যাটারকে আটকে রাখা সহজ হবে না। নায়ার বলেন, ''হেজলউড এখন দারুণ ছন্দে, কিন্তু অভিষেকের বিরুদ্ধে সেটা ধরে রাখা সহজ নয়। ওর আত্মবিশ্বাস আর শট নির্বাচনের মিশেলই আলাদা মাত্রা এনে দেয়। যদি শুরুর কয়েক বল সামলে নেয়, তাহলে ম্যাচের রং পালটে যেতে পারে!'' এরপর আরও যোগ করেন, ''অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে খেলা যে কোনও তরুণের জন্য বড় পরীক্ষা। কিন্তু অভিষেক এখন যথেষ্ট অভিজ্ঞ-আইপিএল, এশিয়া কাপ, দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলার অভিজ্ঞতা ওকে তৈরি করেছে। নির্ভীক ক্রিকেটার। এই সিরিজে নিজের নাম উজ্জ্বল করতে চাইবে। অস্ট্রেলিয়ায় পারফর্ম করলে আলাদা সম্মান পাওয়া যায়, সেটা অভিষেক জানে।''

নতুন লক্ষ্যে কেরালা ব্লাস্টার্স

সুপার কাপ জিতে এএফসি খেলতে চান আজহার

কোচি, ২৮ অক্টোবরঃ আগের সিজনে মিকেল স্ট্যাহরের হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়েছিল কেরালা ব্লাস্টার্স। তাঁর নির্দেশ মতোই একের পর এক ফুটবলার চূড়ান্ত করেছিল দক্ষিণের এই দল। কিন্তু খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব হয়নি। ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপ হোক কিংবা দেশের প্রথম ডিভিশনের ফুটবল লিগ তথা আইএসএল। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই হতাশাজনক পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল কেরালার। এই সবদিক মাথায় রেখেই পরবর্তীতে এই সুইডিশ কোচ সহ সকল সাপোর্টিং স্টাফেদের ছাঁটাই করেছিল দক্ষিণের এই দল। পরবর্তীতে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে টমাস টচর্জ এবং থেক্কাথারা পুরুষোথামণ দলের দায়িত্ব সামাল দিয়েছিলেন। তাঁদের সক্রিয়তায় জয়ের সরণিতে ফিরেছিল কেরালা ব্লাস্টার্স। যদিও গত কলিঙ্গ সুপার কাপের আগেই নয়া কোচ নিয়োগ করেছিল আইএসএলের এই ক্লাব। সেই অনুযায়ী দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল স্প্যানিশ কোচ ডেভিড কাতলার হাতে। মনে করা হচ্ছিল এই নতুন কোচের হাত ধরেই হয়তো প্রথম সাফল্যের মুখ দেখবে কেরালা। কিন্তু সেটা আর সম্ভব হয়নি। সর্বভারতীয় কাপ টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল দলকে হারানো সম্ভব হলেও আটকে যেতে হয়েছিল দ্বিতীয় ম্যাচে। যেখানে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কাছে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল আদ্রিয়ান লুনাদের। বলতে গেলে তাঁদের রিজার্ভ বেঞ্চের ফুটবলারদের কাছেই পরাজিত হয়ে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল নোয়া সাদাউদের। যার ফলে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলে প্রভাব বিস্তারকারী একাধিক ফুটবলারদের দিকে নজর গিয়ে পড়েছিল দলের। তাঁদের চূড়ান্ত করাই প্রধান লক্ষ্য ছিল কেরালার। কিন্তু শুধুমাত্র নতুন ফুটবলার দলে টানাই নয়। কোচের নির্দেশ মতো বেশকিছু তারকাদের রিলিজ করে দেওয়ার ও পরিকল্পনা ছিল দলের সেইমতো বিদায় জানানো হয় বেশ কয়েকজন ফুটবলারদের। আগামী ৩০শে অক্টোবর থেকে টুর্নামেন্ট শুরু করতে চলেছে দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাব। যেখানে প্রথম ম্যাচেই তাঁদের লড়াই করতে হবে শক্তিশালী রাজস্থান ইউনাইটেডের সঙ্গে। এখন সেদিকেই নজর থাকবে সকলের। বলাবাহুল্য, এবারের এই সর্বভারতীয় কাপ টুর্নামেন্ট জিতে আগামী সিজনে এএফসির টুর্নামেন্টে অংশ গ্রহন নিশ্চিত করাই এখন অন্যতম লক্ষ্য সকলের। একটি সংবাদ মাধ্যমের সাক্ষাৎকারে মোহাম্মদ আজহার বলেন, ''আমাদের লক্ষ্য হলো সুপার কাপ জিতে সেই এএফসি স্পটটি অর্জন করা। আমরা সেটাই করতে চাই।'

২০২৬ বিশ্বকাপে খেলতে চান মেসি

সংবাদ সংস্থা, মায়ামি, ২৮ অক্টোবরঃ লিওনেল মেসি কি ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবেন? বিশ্বকাপ যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে এই কৌতূহল। ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের পর বিভিন্ন সময় মেসির সামনে এসেছে এ প্রশ্ন। আর্জেন্টাইন এই কিংবদন্তি কখনো সরাসরি কিছু বলেননি। তবে মেসির সতীর্থ, কোচ ও সমর্থকেরা ২০২৬ বিশ্বকাপে তাঁর খেলার বিষয়ে সব সময়ই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। মেসি নিজেও অবশ্য কখনো এই সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেননি। এবার অবশ্য ২০২৬ বিশ্বকাপ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে একটা ধারণা দিয়েছেন মেসি। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় আগামী বছর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই বিশ্বকাপে খেলতে চান ইন্টার মায়ামি তারকা। মেসি বলেছেন, বিশ্বকাপ শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে দলের সঙ্গে থাকতে চান। তবে বরাবরের মতো এটাও বলেছেন, তাঁর ফিট থাকার ওপর সব নির্ভর করছে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম এনবিসি নিউজকে গতকাল দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসি বলেছেন, ''সত্যি বলতে, বিশ্বকাপে খেলা এক অসাধারণ ব্যাপার। আমি সেখানে থাকতে চাই। আর যদি থাকি, তাহলে জাতীয় দলের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে চাই।'' মেসি যোগ করেন, ''আগামী বছর ইন্টার মায়ামির হয়ে প্রাক্-মরসুমের প্রস্তুতি শুরু করার পর প্রতিদিন নিজের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখব আমি শতভাগ ফিট কি না। আমি দারুণ উৎসাহী, কারণ এটা বিশ্বকাপ। আমরা তো

আগের বিশ্বকাপটা জিতেছি, আর সেটা আবার ধরে রাখার সুযোগ পাওয়া হবে অসাধারণ ব্যাপার। জাতীয় দলের হয়ে খেলা সব সময়ই স্বপ্নের মতো, বিশেষ করে বড় কোনো প্রতিযোগিতায়। আশা করি, সৃষ্টিকর্তা আবারও সেই সুযোগ দেবেন।'' বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা গত সেপ্টেম্বরের আন্তর্জাতিক বিরতির সময়ও বলেছিলেন মেসি। সে সময় সাংবাদিকদের তিনি বলেছিলেন, সবকিছু নির্ভর করবে তাঁর শারীরিক অবস্থার ওপর। প্রীতি ম্যাচে ভেনেজুয়েলাকে হারানোর পর সাক্ষাৎকারে মেসি বলেন, ''আমি চেষ্টা করছি ভালো থাকতে, আর সবচেয়ে বড় কথা-নিজের সঙ্গে সৎ থাকতে। যখন ভালো থাকি, তখন ফুটবল উপভোগ করি। কিন্তু যখন শরীর সাড়া দেয় না, তখন আনন্দ পাই না। তাই ভালো না লাগলে থাকতে চাই না। এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নিইনি। মরসুম শেষ করব, প্রাক্-মরসুমে প্রস্তুতি নেব, তখন ছয় মাস বাকি থাকবে। তারপর দেখা যাবে কেমন অনুভব করি। আশা করছি, ২০২৬ সালে ভালো প্রস্তুতি নিতে পারব, এই এমএলএস মরসুমটা ভালোভাবে শেষ করব, তারপর সিদ্ধান্ত নেব।'' পারফরম্যান্স বিবেচনা করলে মেসি অবশ্য বেশ ভালো ছন্দেই আছেন। ইন্টার মায়ামির হয়ে দারুণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) নিয়মিত মরসুমে ২৮ ম্যাচে ২৯ গোল করে প্রথমবারের মতো এমএলএস গোল্ডেন বুট জিতেছেন। এ ছাড়া ২০২৫ সালে এমএলএস এমভিপি (সর্বোচ্চ মূল্যবান খেলোয়াড়) পুরস্কারে ফাইনালিস্টও হয়েছেন মেসি। এই পুরস্কার জিততে পারলে তিনি হবেন প্রথম খেলোয়াড়, যিনি টানা দুই মরসুমে এমভিপি জিতবেন। তবে এই মুহূর্তে মেসির চোখ অবশ্য ইন্টার মায়ামির হয়ে এমএলএস কাপ জেতায়। সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে ন্যাশভিলের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথমটিতে ৩-১ গোলে জিতেছে মায়ামি। আগামী ২ নভেম্বর ভোরে প্লে-অফের দ্বিতীয় ম্যাচটি জিতলে নিশ্চিত হবে মায়ামির সেমিফাইনালে খেলা।

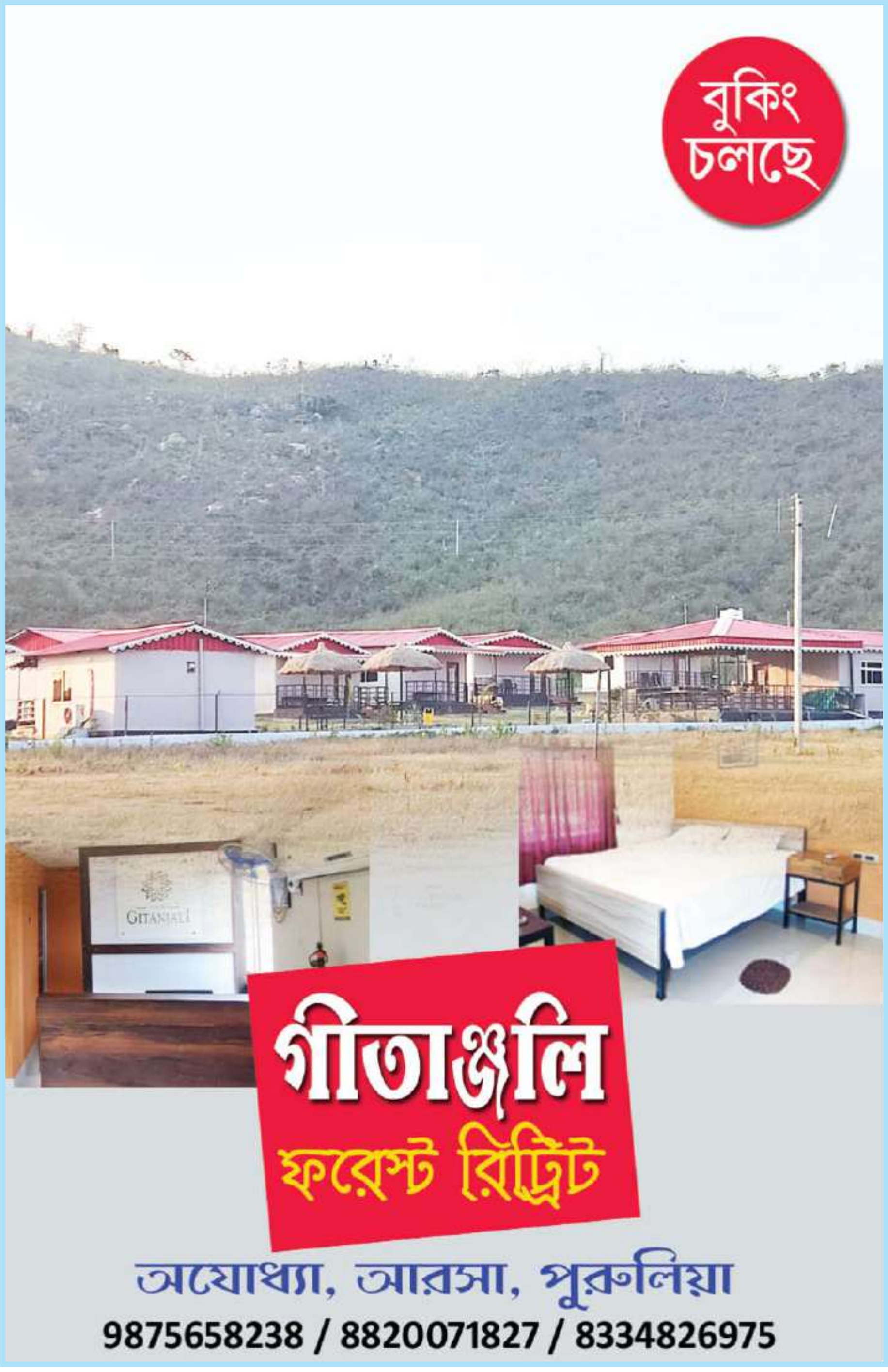

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com